ফেডর ডস্টয়ভস্কীর

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

অনূদিত

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৫২

—আড়াই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় সেণ্টপিটারস্‌বার্গ শহরে নেভা নদীর নিকটবর্ত্তী একটি পাঁচতলা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটি কৃশ যুবক লক্ষ্যহীন-ভাবে ধীরপদক্ষেপে নিকটস্থ সাঁকোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীটি সাধারণ ভাড়াটে বাড়ী। সে যে ঘরখানিতে থাকে তাহারই নীচে স্বয়ং গৃহস্বামিনীর রান্নাঘর এবং সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে গেলে তাঁহার রন্ধনশালার অগ্নিকুণ্ডের তাপ লাগা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ঐ যুবকটি যখনই সিঁড়ি দিয়া ওঠা-নামা করে তখনই তাহার মনে হয় যেন কোন শত্রুলালিত অগ্নিকুণ্ড তাহারই জন্য নিশিদিন জ্বলিতেছে। তাহার কেমন একটু ভয় করে, যেন তাহার একটা মস্ত অবমাননা আসন্ন ; অথচ সেই আসন্ন অবমাননার জন্য পরক্ষণেই তাহার বিরক্তি আসে—তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়। গৃহস্বামিনীর নিকট সে ঋণী এবং সেই জন্যই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কল্পনাতেও সে ত্রস্ত হইয়া ওঠে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে নাই, দারিদ্র্যও তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে পারে নাই। তবু কয়েকদিন যাবৎ মন যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, যখন তখন তাহার সমস্ত স্নায়ু যেন শিথিল হইয়া আসে। কোন সংসর্গই আর তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না এবং

মানুষের সঙ্গ এড়াইতে এড়াইতে আজ যে কোন মানুষের মুখ দেখিলেই তাহার বিরক্তি বোধ হয়। দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ করা সে ছাড়িয়া দিয়াছে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যা' কিছু সে করিত তাহাও এখন পরিত্যাগ করিয়াছে। কর্ম্মহীন অখণ্ড অবকাশের মধ্যে সে মনে মনে তাহার গৃহস্বামিনীকে বিদ্রূপ করে। ঐ রমণীটি কী করিতে পারে তাহার? সে আপন মনে হাসিয়া উঠে। কিন্তু তবু তাঁহারই সঙ্গে কথাকাটাকাটি বা বিবাদ কিংবা অনুনয় বিনয়ের অভিনয় হইবে এই আশঙ্কায় সে নিঃশব্দে তস্করের মত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসে। আজ পথে নামিয়া তাহার এই কাপুরুষতায় সে অত্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না। কেন এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে সে এত বড় করিয়া দেখিতেছে? সে কি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কিছু একটা করিতে যাইতেছে না? এই কাপুরুষতাই মানুষকে বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কি?···নাঃ সে আর কিছু চিন্তা করিবে না। ভয়ঙ্কর যাহাই হোক্, সে চিন্তার পরিবর্ত্তে কাজ করিবে। আজ একমাস ধরিয়া সে ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। কি হইবে ইহাতে? যে কাজ করিতে সে কৃতসংকল্প সে কাজ করিবার মত শক্তি কি তাহার আছে? সে কি সত্যই কৃতসঙ্কল্প? একেবারেই না। মাঝে মাঝে যেন উপকথার দৈত্যরা আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। এই সমস্তই তাহার অলস মস্তিষ্কের উদ্ভট-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শহরের রাজপথে একটা ভারী তপ্ত আবহাওয়ায় যেন শ্বাস রুদ্ধ

হইয়া আসে। সেণ্টপিটারস্‌বার্গ শহরের জনতা, ইঁট চুনে তৈরী হর্ম্ম্য-শ্রেণী সব কিছু মিলিয়া যেন এই যুবকটিকে আরও পীড়িত করিয়া তুলিল। সর্ব্বোপরি পথের দুইধারে অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর পানশালা, মদের গন্ধ এবং উন্মত্ত-মদ্যপের দল, শহরের এই পরিচিত দৃশ্যকে আরও বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের এই কাহিনীর নায়কটির সারা অন্তঃকরণ তিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার দিকে তাকাইলে সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে যে তাহার সুদর্শন মুখে বেদনাতুর ছায়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার দেহের সৌন্দর্য্য চক্ষু এড়াইয়া যায় না। তাহার দীর্ঘ, ঋজু দেহ, ঈষৎ স্বর্ণাভ কেশ, উজ্জ্বল চক্ষু-দুটির গভীর দৃষ্টি তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তাহার নিকট এই পথ, এই জনতা সব লুপ্ত হইয়া গেল। আপন মনে কি যেন বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছাগ্রস্তের মতো চলিতে লাগিল। ইহা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। ক্ষণকাল পরেই তাহার মনে হইল যেন তাহার সকল চিন্তাই একাকার হইয়া যাইতেছে, বড়ো দুর্ব্বল সে। আজ দুই দিন হইল কি খাইয়া যে বাঁচিয়া আছে তাহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

তাহার মত জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া আর কেহ হয়ত দিবালোকে গৃহের বাহির হয় না। কিন্তু যদিও দারিদ্র্যের পরিচয়ে এখনো সে ব্যথা পায় তবু এই শতধাজীর্ণ পরিচ্ছদে আজ আর তাহার লজ্জা নাই। জগতের প্রতি তাহার বিদ্বেষ এবং ঘৃণা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি মাতাল

তাহাকে দেখাইয়া পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কি কারণে জানি না, মাতালটিকে একটি মালবোঝাই শকটে কোন রকমে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। সে কিছু না বলিয়া মাতালটির মাথা হইতে টুপীটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

ঠিক হইয়াছে! এই টুপীটার সঙ্গে তাহার বেশভূষার অদ্ভুত মিল হইয়াছে। এই টুপীটা মাথায় দিলে আর তাহাকে সহজে কেহ লক্ষ্য করিতে পারিবে না। এখন লোকে তাহাকে যত কম লক্ষ্য করে ততই তাহার পক্ষে সুবিধা। সে তাহার গন্তব্য স্থানের নিকটে আসিয়া পড়িল। আর কয়েক পদ মাত্র অবশিষ্ট। সে গণিয়া রাখিয়াছে—সাতশত ত্রিশ পদ। এক মাস ধরিয়া যে পরিকল্পনা সে করিতেছে অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত শক্তি তাহার আছে এ বিশ্বাস আজও দৃঢ় হয় নাই। তবে দিন যাইতে যাইতে সে তাহার নিজের দুর্ব্বলতা এবং বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির অভাবের জন্য নিজেকে বার বার ভর্ৎসনা করিয়াছে। এবং যদিও নিজের সংকল্প সম্বন্ধে তাহার সংশয় ছিল তবু যে পরিকল্পনাকে সে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিত তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করা আজ আর তাহার একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মনে মনে সে যতই তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর মহড়া দিতে লাগিল ততই তাহার উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল।

অসংখ্য ভাড়াটে-বাড়ীগুলি যেখানটায় একটি খালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সেই স্থানটায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এই বাড়ীগুলিতে নানা জাতির নানা শ্রেণীর লোকে বাস করে।

ছুতার, কামার, পাচক, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী, রাজকর্ম্মচারী হইতে শুরু করিয়া সাধারণ গণিকা পর্য্যন্ত এই বাড়ীগুলির অধিবাসী। অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে। সবগুলি বাড়ীর একটি সাধারণ প্রবেশ-পথ, তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে তবে যে কোন বাড়ীতে যাওয়া যায়। এই প্রবেশ পথে দারোয়ান ছিল। কিন্তু তাহাকে কেহই লক্ষ্য করিল না। সে ঐ দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকের একটি সিঁড়ি দিয়া একটি বাড়ীর উপরে উঠিয়া গেল। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া আসে। এই অন্ধকারই যেন তাহাকে বাঁচাইল। যাক্ কেহ তাহাকে দেখে নাই! কিন্তু এ ভয় তাহার কেন? এখনই এত ভয় করিলে কেমন করিয়া সে তাহার সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবে? উপরে উঠিয়া দেখিল একঘর জার্ম্মাণ ভাড়াটে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাদের মালপত্র সব নীচে নামানো হইতেছে। একটি বুড়ীর ঘরে ঘণ্টা বাজাইবার পূর্ব্বে এই ভাবিয়া সে স্বস্তিবোধ করিল, যে এখন কয়েকদিন এই বুড়ীটা এই পাঁচতলায় একাই থাকিবে।

ঘণ্টার শব্দ পাইয়া সেই বৃদ্ধা আসিয়া দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাহাকে সন্দিগ্ধ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই বৃদ্ধাটির গলায় গরম কাপড়ের গলাবন্ধ। এই গ্রীষ্মে তাহার গলায় গরম গলাবন্ধ এবং তাহারই উপর মাথার তেল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে তাহার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়াছিল হঠাৎ বৃদ্ধাটি বিষম কাশিতে শুরু করিল এবং কাশি থামিলে পুনরায় সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এই যুবকটির পানে তাকাইল।

তাহার এই চাহনিতে যুবকটি ঈষৎ নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার নাম রোডিয়ন্ র্যাস্কল্নিকফ্। আমি একজন ছাত্র। একমাস পূর্ব্বে একবার আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে," বলিল বটে কিন্তু সন্দেহ তাহার তখনো যায় নাই।

র্যাস্কল্নিকফ্ বলিল, "দেখুন আমি পূর্ব্বেকার মতো সেই কারণেই আপনার কাছে এসেছি—"

বৃদ্ধাটি এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিল এইবার বাধা দিয়া বলিল, "এসো বাবা ভেতরে এসো।"

বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল, এখন আর তাহার দৃষ্টি সন্দিগ্ধ নহে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া র্যাস্কল্নিকফ্ দেখিল ঘরটি ছোট, সমস্ত দেয়াল হলুদ রঙের কাগজে ঢাকা কিন্তু জানালায় মস্লিন্-এর পর্দ্দা, সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি পর্দ্দার মধ্য দিয়া ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে। সবটা দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, "সেদিনও তাহ'লে এমনই সূর্য্যালোক ঘরের মধ্যে এসে পড়বে!"

ঘরের মধ্যে চোখে পড়িবার মতো কোন আস্বাব নাই, তবে ঘরটি খুবই পরিচ্ছন্ন, কোথাও এককণা ধূলিও বোধকরি নাই। পাশের ঘরে বুড়ীটা শয়ন করে এবং ঐ ঘরেই তাহার টাকাকড়ি এবং গহনাপত্র থাকে। বৃদ্ধাটি তাহাকে পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই তোমার?"

"এমন কিছু নয়। আমি একটা জিনিস বাঁধা দিতে এসেছি।" সে পকেট হইতে একটি রূপার পকেট ঘড়ি বাহির করিল।

"কিন্তু আমার পাওনা তো এখনো শোধ দিলে না। দু'দিন আগে তোমার টাকা মিটিয়ে দেবার কথা।"

"আপনি একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন। আমি তার জন্য আর এক মাসের সুদ দিচ্ছি।"

"ধৈর্য্য আমার আছে বৈকি বাছা, তা না হ'লে তোমার জিনিস আমি কবে বিক্রী ক'রে দিতুম।"

"আচ্ছা, এই ঘড়িটার জন্য আপনি কতো দিতে পারেন?"

"ও ঘড়ির কি আর দাম বাছা, কিই বা ওর আছে। সে বারে দু'রাব্‌ল্ দিয়ে তোমার আংটিটা রাখলুম। ও রকম আংটি স্যাকরার দোকানে দেড় রাব্‌ল্‌-এ কিনতে পাওয়া যায়!"

"আচ্ছা আমাকে চার রাব্‌ল্ দিন্। এটা আমার বাবার ঘড়ি—আমার টাকার বড়ো দরকার তাই।"

"দেড় রাব্‌ল্ দিতে পারি বাছা। আর সুদটা আমি এর থেকেই নিয়ে রাখবো।"

"দেড় রাব্‌ল্!" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের মুখ দিয়া অস্ফুট স্বর বাহির হইল। "খুশী হয় নাও, না হয়—না নিও" বলিয়া বুড়ীটা তাহার হাতে ঘড়িটা ফেরৎ দিল, সেও ঘড়িটা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল এই বুড়ীটি ছাড়া টাকা ধার দিবার তাহার আর কেহ নাই। ইহা ছাড়া এখানে তাহার যেন আরও কোন উদ্দেশ্য ছিল।

ঘরের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বিকৃতস্বরে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ বলিল, "দাও, তাই দাও।"

বুড়ীটা তাহার পকেট হাতড়াইয়া ডান পকেট হইতে চাবীর রিং বাহির করিল। পাশের ঘরেই তাহার টাকা কড়ি থাকে। দেরাজের টানা খুলিয়া সে একটা বড় চাবী বাহির করিল। সম্ভবতঃ টানার মধ্যে আর একটা বাক্স আছে সেইটা খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সমস্তটা লক্ষ্য করিল,—যেন এই ব্যাপারটা সে স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে চায়। বুড়ীটা যখন এই ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন সে চকিত হইয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "কী ঘৃণিত! কী কুৎসিত।"

বুড়ীটা আসিয়াই তাহার প্রাপ্য সুদের হিসাব দিতে লাগিল। পূর্ব্বের টাকার জন্য আগামী এক মাসের সুদ এবং এই টাকাটারও আগামী এক মাসের সুদ কাটিয়া লইয়া সে তাহাকে মোট এক রাব্‌ল্‌ পনেরো কপেক্‌ দিল অর্থাৎ এক রাব্‌ল্‌ পঞ্চাশ কপেক্‌ এর মধ্য হইতে উক্ত সুদ বাবদ তাহার পঁয়ত্রিশ কপেক্‌ আগাম দিতে হইল। সে একবার প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু তাহার মহাজনটি হাত নাড়া দিয়া বলিল, "এই তো তোমার পাওনা হয় বাপু!"

আর এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সে টাকাটা গ্রহণ করিল। তাহার চলিয়া যাইবার কোন তাড়া নাই। কী একটা বলিবার কিংবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেইটাই যেন তাহার পরম প্রয়োজন। কিন্তু সেটা যে কী ইহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। অবশেষে কিছু না ভাবিয়াই সে বলিয়া ফেলিল, "দেখুন, আমার একটা রূপোর 'সিগার কেস্‌' আছে সেটা বোধ হয় শিগ্‌গিরই আপনার কাছে আন্‌ব।—"

"সে তখন দেখা যাবে বাছা!"

"আচ্ছা দেখুন, আপনি সব সময় একা থাকেন? আপনার ভগিনী কী কোন দিন আপনার কাছে থাকেন না?"

কথাটা সে যতদূর সম্ভব নীরস এবং নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল।

"আমার বোনের খোঁজে তোমার কী দরকার বাছা?"

"ন্-না—না, তা নয়—আচ্ছা চল্লুম, নমস্কার!" বলিয়া সে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। তাহার বোধ হইল সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

নীচে নামিবার সময় সে বার বার থমকিয়া দাঁড়াইতে লাগিল এই উত্তেজনাকে প্রশমিত করিবার জন্য! যখন সে পথে নামিয়া আসিল তখন যেন ঘৃণায় তাহার মন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। কী ঘৃণ্য, কী নারকীয়! সে কি কোন দিন—? অসম্ভব! কী মূর্খ সে! এতটা নীচতা, এতখানি অপযশ সে কেমন করিয়া মাথায় তুলিয়া লইবে? তাহার সমস্ত মন, এই ঘৃণিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কিন্তু দীর্ঘ একমাস ধরিয়া তো সে এই চিন্তাই করিয়াছে। আশ্চর্য্য!

আপন মনে সে অনেক কথাই বলিয়া চলিল কিন্তু কোন কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় না। যখন নিজেকে বুঝাইবার, সংযত করিবার সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন সে এই ভয়াবহ দুর্ব্বলতার হাত হইতে যেন ছুটিয়া পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতালের মতো পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ সে একটা পানশালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে সে এমন স্থানে

কখনো আসে নাই। দরজার কাছে দুইটা মাতাল পরস্পর পরস্পরকে গালি দিতেছে। কিন্তু র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। একটুখানি মদের তাহার বড় প্রয়োজন। তাহার বোধ হইল শূন্য পাকস্থলীই তাহার দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। পানশালার একটা অন্ধকার কোণে একটি অত্যন্ত জীর্ণ, মলিন টেবিলের ধারে বসিয়া সে চাকরকে মদ আনিতে হুকুম করিল এবং চাকরটি আদেশ পালন করিবামাত্র সে চোখ বুজিয়া এক গ্লাস মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

তৎক্ষণাৎ সে সুস্থ বোধ করিল এবং তাহার চিন্তাশক্তি যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিল। অকারণে সে এতটা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সে ভাবিতে লাগিল, এ দুর্ব্বলতা নিতান্তই তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা। এক গ্লাস বীয়ার এবং কয়েক টুকরা বিস্কুটই তাহাকে সবল করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার সংকল্প স্থির, অটল—কোন দুর্ব্বলতাকেই সে প্রশ্রয় দিবে না। যদিও মুখে সে একটা ভয়ঙ্কর সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করিল, তবু তাহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যেন এইমাত্র কী একটা দুর্ব্বিসহ বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। সে সহজভাবে তাহার চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তবু তখনই তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই স্ফূর্ত্তির ভাবটা ঠিক সত্য নয়—হৃদয় তাহার কিসের ভারে যেন নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে।

তাহার সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিল তাহাকে দেখিয়া কোন দোকানদার বলিয়া মনে হয় এবং তাহারই পাশের লোকটি পুরাদস্তুর

মাতাল হইয়া ক্ষণে ক্ষণে জড়িত কণ্ঠে অর্থহীন গান গাহিতেছে। যাহারা নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র সহযোগে পানশালার মদ্যপদিগের মনোরঞ্জন করে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত পানশালাটা নিস্তব্ধ, শান্ত। আর একটি লোক একা বসিয়া আছে এবং উত্তেজিতভাবে একটু একটু করিয়া পান করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কোন অবসর প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া মনে হয়। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ এই বিচিত্র এবং একান্ত রুচিবিগর্হিত সংসর্গের মধ্যে বসিয়া রহিল।

কোন সংসর্গই তাহার ভালো লাগে না। কিন্তু এই দীর্ঘ একমাস একান্তে কেবল চিন্তা করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য্য এড়াইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিয়া আজ যেন মনুষ্যসমাজের জন্য তাহার মন হাহাকার করিয়া উঠিল, যেন ক্ষণকালের জন্যও সে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের অলীক অথচ সুদুঃসহ ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচিয়া যায়। এই জঘন্য পানশালার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও যেন সে খুশী না হইয়া পারিল না। পানশালার যে দিকটায় খাবার বিক্রী হইতেছে সে দিকটায় চাহিয়া তাহার চোখে পড়িল কয়েক টুকরো শসা, কিছু সস্তার বিস্কুট এবং খানিকটা মাছ ছাড়া পানশালায় বিক্রী করিবার মতো আর কোন খাদ্য দ্রব্য নাই। পচা মদের গন্ধে এবং তীব্র ঝাঁঝে ভিতরের আবহাওয়াটা এমনই ভারী হইয়া উঠিয়াছে যে, যে কেহ পাঁচ মিনিট সেখানে অবস্থান করিলেই তাহার সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিবে।

এমন এক একজনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া যায় যে প্রথম দর্শনেই আমাদের আকৃষ্ট করে। যে ব্যক্তিটীকে দেখিয়া অবসর

প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া মনে হয় সে ব্যক্তিটিও র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে ঐরূপ আকৃষ্ট করিল। সে একবারও ঐ অপরিচিত লোকটির উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না, কেবল একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। লোকটি খুব দীর্ঘকায় না হইলেও উন্নতদেহ এবং লোকটিকে মাথায় বিরাট টাক্ ও কয়েক গাছা পাকা চুল সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছরের উর্দ্ধে বলিয়া মনে হয় না। তাহার বেশভূষা অত্যন্ত মলিন এবং শতছিন্ন কিন্তু তাহাকে দেখিলেই মনে হয় এ লোকটি যেন ঠিক তাহার পানশালার সঙ্গীদের মত নহে, এ যেন নিজেকে অনেকটা ছোট করিয়া তবে ইহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছে। লোকটির চেহারায় কোথায় যেন একটা শিক্ষা এবং আভিজাত্যের ছাপ আছে। সাধারণ রুশ-জনোচিত তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু নাই যদিও অনেক দিন ক্ষৌর-কর্ম্মের অভাবে দাড়িতে তাহার মুখ ভরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি এই পানশালার মধ্যে পানরত লোকটির ব্যবহারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মত যেন একটা আত্ম-সম্মান লক্ষ্য করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

লোকটি কেশবিরল মাথায় হাত বুলাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া কী একটা মানসিক উত্তেজনা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটি কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল, “যদি স্পর্দ্ধা মনে না করেন, তাহ’লে আপনার সঙ্গে আলাপ ক’রতে পারি? আপনাকে দেখে আমার শিক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে, যদিও আপনি এই কুৎসিত মদের আড্ডায় এসেছেন। আমি নিজে লেখা পড়াটাকে খুব বড়ো

ক'রে দেখি। হ্যাঁ, আমার নাম মারমেলেডফ, এখানকার সরকারী দপ্তরে কাজ করি। মশায়ের কি রাজসরকারে কোন কর্ম্ম করা হয় ?"

তাহার আলাপ করিবার এই অতি মাত্রায় ভদ্র এবং দরবারি কায়দা দেখিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বিস্মিত হইল। হঠাৎ এইরূপে একজন অপরিচিত লোককে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিয়া সে একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "আজ্ঞে না, আমি এখনও ছাত্র।"

"ছাত্র ? আমারও ঠিক তাই মনে হ'য়েছিল! যদি অনুমতি করেন—" বলিতে বলিতে গ্লাস ও বোতল লইয়া সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌-এর পাশে আসিয়া বসিল। যদিও তাহার নেশা ধরিয়াছে তবু তাহার কণ্ঠস্বরে জড়িমা নাই। সে দৃঢ়স্বরে তাহার কাহিনী বলিয়া চলিল, তাহার বলিবার ভঙ্গীটা কী জানি কেন তাহার শ্রোতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল।

কাহিনী তাহার দীর্ঘ। সে আরম্ভ করিল, "দেখুন মশায়, দারিদ্র্যটা পাপ নয় কিন্তু নিঃস্ব হ'য়ে যাওয়াটা পাপ। দরিদ্র হ'লেও আপনার আত্মসম্মান থাকৃতে পারে কিন্তু সেটুকুও হারিয়ে যদি আপনি নিঃস্ব হ'য়ে যান তাহ'লে আপনি অত্যন্ত পাপী। সমাজ যে এই রকম নিঃস্ব লোককে তাড়িয়ে দেয় তার কারণ এই শ্রেণীর লোকগুলো যে নিজেরাই নিজেদের হীন ক'রে দেয়। এই ধরুন, এই যে আমার স্ত্রীকে সেদিন লেবেজিয়াট্‌নিকফ্‌ ব'লে একটা লোক ধ'রে মারলে এতে কি আমার মনে কম আঘাত লেগেছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি কোন দিন নেভা নদীর ওপর খড়ের নৌকায় শুয়ে রাত কাটিয়েছেন ?"

"আজ্ঞে না।"

"এই খড়ের নৌকোতে গত পাঁচটি রাত্রি আমার কেটেছে।"

এইবার লোকটি কয়েক গ্লাস মদ গিলিয়া লইল। তাহার কথা শুনিয়া দোকানের ছোকরাগুলা হাসিতে লাগিল এবং স্বয়ং মালিক বলিলেন, "বেচারা নিতান্তই খামখেয়ালী! তা' তোমাকে তো রাজকর্ম্মচারী বলে মনে হয়, তুমি কাজকর্ম্ম করো না কেন?"

"কাজ করি না কেন? আমার নিজের কী ঘৃণা করে না নিজের এই অকর্ম্মণ্যতায়? লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ যখন আমার স্ত্রীকে ধ'রে মারলে আর আমি মাতাল হ'য়ে প'ড়ে প'ড়ে তাই দেখলুম তখন কী আমার কষ্ট হয় নি? হয়েছিল। হ্যাঁ, তুমি এমন অবস্থায় কী টাকা ধার দাও যখন সে টাকা আর ফিরে পাবার কোন আশা থাকে না? লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ বলে যে টাকা ধার দেওয়া বিজ্ঞান সম্মত নয়। হ্যাঁ, তারপর যখন তুমি টাকা ধার পেলে না কোথাও তখন তোমায় যা হোক্ একটা কিছু ক'রতে হয়—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ক'রতে হয়। যখন আমার একমাত্র কন্যা, বুঝ্‌লে, যখন সে বেশ্যাবৃত্তি ক'রতে বাধ্য হ'ল, পুলিশের খাতায় নাম লেখালে,—ওরা হাস্‌ছে, তা ওরা চুলোয় যাক্ আমার আর ওতে কষ্ট হয় না—এতো সবাই জানে! দেখুন দেখি আমায় একেবারে পশুর অধম একটা মাতাল্ ব'লে মনে হয় কি না? কিন্তু আমি যাই হই আমার স্ত্রী ক্যাথারিণ, একজন শিক্ষিতা মহিলা—তার বাপ ছিলেন একজন রাজকর্ম্মচারী, তার যেমন রুচিবোধ, তেমনি বড়ো অন্তঃকরণ—কেবল আমার প্রতি সে অবিচার করে—এজগতে সকলেই দয়া পায়—সে, বুঝ্‌লে, আমার স্ত্রী, আমার

এই ক'গাছা চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যায়'! তা হোক্, বিশ্বাস করুন, সে আমারই দোষে!"

র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ জানাইল যে সে বিশ্বাস করিতেছে।

"বিশ্বাস করুন, আমি তার ছোট্ট র‍্যাপারটা থেকে শুরু ক'রে তার জুতো, তার মোজা পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে মদ খেয়েছি—এই আমার স্বভাব। আমরা একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে ঘরে বাস করি। ক্যাথারিণ কাশে আর রক্ত ওঠে তার মুখ থেকে—তবু সে সারাদিন খেটে তার ছেলে মেয়ের—তার তিন্‌টে ছেলেমেয়ে—জামা পরিষ্কার করে, পরিষ্কার রাখাটা তার বাতিক! তার যক্ষ্মা দেখে আমার কষ্ট হয়। মদ খেলেই আমার এই সব মনে পড়ে আর খুব কষ্ট হয়। তাই এই কষ্ট পাবো ব'লে, আরও কষ্ট পাবো বলেই আমি মদ খাই—দুঃখ আমার বাড়ুক!" বুকভাঙ্গা হতাশায় সে টেবিলের উপর মাথা রাখিল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার শুরু করিল, "তোমার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে ভাই তুমিও কষ্ট পাচ্ছো! তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার দুঃখ বুঝ্‌বে। বলি শোনো, আমার স্ত্রী এক সম্ভ্রান্ত মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল। নাচে এবং লেখাপড়ায় সে সোনার মেডেল আর খেতাব পেয়েছে। মেডেলটা বিক্রী ক'রে খেয়েছি কিন্তু খেতাবটা আছে, সেটা সে বাড়ীউলীকে দেখায়। এইতেই তার আনন্দ, তার তৃপ্তি। সে যত গরীবই হোক্, সে চায় ভদ্রলোকের মতো, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের মতো সমান সম্মান পেতে। সেদিন ঐ লোকটা যখন তাকে মারলে তখন ক্যাথারিণকে জোর ক'রে ধ'রে না রাখলে সে তার প্রতিশোধ নিত, গায়ে যা লেগেছিল, বুকে লেগেছিল তার চেয়ে ঢের বেশী!

"হ্যাঁ, আমি যখন তাকে বিয়ে করি তখন তার ছোট ছোট তিনটে ছেলেমেয়ে। তার প্রথম বিয়ের স্বামী কী এক সৈন্যদের দলে চাকরি ক'রতো। ও তাকে খুব ভালবাসতো কিন্তু সে লোকটা জুয়া খেলতো আর ওকে মারধোর ক'রতো। শুনেছি ওদের ঝগড়া ঝাঁটি খুব হ'ত কিন্তু আজও তার কথায় ক্যাথারিণের চোখে জল আসে! এটা আমার তেমন ভালো লাগে না, বুঝলে। হ্যাঁ, তারপর সে লোকটি যখন মারা গেল তখন ওর যে কী দুরবস্থা হ'ল তা' আমিও ব'লে বোঝাতে পারবো না। ওকে নিঃস্ব দেখে আমি ওকে বিয়ে ক'রতে চাইলুম। আমার তখন একমাত্র চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে ছাড়া কেউ নেই—স্ত্রী মারা গেছে তার অনেক দিন আগে। এসব জেনেশুনেই ও আমায় বিয়ে ক'রতে রাজী হ'ল—ওর শিক্ষাদীক্ষায়, ওর বংশমর্য্যাদায় বাধ্‌লো না। ও কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘর ক'রতে এলো। আমিও ওকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলুম।"

তাহার পর মদের বোতলটা দেখাইয়া বলিল, "আমি এক বছর এই জিনিসটা স্পর্শ করিনি। কিন্তু আমার চাকরি গেল, আমার দোষে নয়, অফিসটাই উঠে গেল! হাতে পয়সা নেই অথচ আবার আমি মদ ধ'রলুম। তারপর এক বছরের বেশী কেটে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে। শেষকালে এই সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ শহরে এসে একটা চাকরি জুটলো—আমরা সবাই এসে এখানে বাসা করলুম। কিন্তু বোতলের জন্য সে চাকরিটাও গেল। আমরা থাকি এ্যামেলিয়া ব'লে এক বাড়ীউলীর বাড়ীতে। থাকি বটে কিন্তু কেমন ক'রে ভাড়া

দেওয়া হয় তা জানতে চেয়োনা। এদিকে আমার মেয়ের বয়স বেড়ে চল্‌লো। ক্যাথারিণ এদিকে খুব ভালো, কিন্তু রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। আমার মেয়ে সোনিয়া তার সৎমার অত্যাচার চুপ ক'রে সহ্য ক'রতো। সে লেখা পড়া শিখেছিল কিছু, খানিকটা ইতিহাস আর কয়েকটা নভেল সে প'ড়েছিল। কিন্তু কেমন ক'রে সে পয়সা উপার্জ্জন ক'রবে? কী উপায়ে? সোনিয়া ভালো সেলাই জানে—সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সে জামা তৈরী ক'রতে লাগলো। ঐ যে কৌসুলী ক্লস্‌টক্‌, ও আধ ডজন শার্ট-এর অর্ডার দিলে কিন্তু সোনিয়া যখন শার্ট ক'রে দিয়ে দাম চাইতে গেল ক্লস্‌টক্‌, বুঝ্‌লে, দাম তো দিলেই না—সোনিয়া, আমার সোনিয়াকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।"

"ছেলে মেয়েগুলো এদিকে উপোস করে। একদিন ক্যাথারিণ সোনিয়াকে বল্‌লে, 'পোড়ারমুখী, ব'সে ব'সে গিল্‌ছ আর এরা সব উপোস ক'রছে! গতর নেই তোর?' বেচারা সোনিয়া, সেও ক'দিন কিছু খায়নি! আমি মাতাল হ'য়ে মেঝেয় প'ড়ে—তবু শুনতে পেলুম তার কান্না! ডেরিয়া ব'লে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ বন্দোবস্ত ক'রে দিলে, সোনিয়া পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে এলো। একদিন সন্ধ্যায় সোনিয়া কোথায় গেল, তারপর বাড়ী এসে ক্যাথারিণের হাতে তিরিশ রাব্‌ল্‌ গুঁজে দিলে। কিন্তু বিছানায় প'ড়ে তার সে কি কান্না! ক্যাথারিণ তার পায়ের কাছে ব'সে তার পায়ে চুমো খেলো—দু'জনে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর বাড়ীর অন্য ভাড়াটে আর পাড়ার লোকে মিলে সে কী অপমান! ঐ

ডেরিয়া মাগী পর্য্যন্ত বল্‌লে, ও বাড়ীতে আর তার থাকা চলবে না। তারপর ঐ লেবেজিয়াট্‌নিকফ্‌। ও সোনিয়াকে প্রথম প্রথম খুব যত্ন ক'রতো, ও লোকটা বাড়ীউলীকে বল্‌লে, "কেমন ক'রে ওর মতো শিক্ষিত লোক এ বাড়ীতে আর বাস কর্‌তে পারে?" ক্যাথারিণ সোনিয়ার পক্ষ নিয়ে কিছু বল্‌তে গেল কিন্তু ব্যাপারটা রীতিমত হাতাহাতিতে শেষ হ'লো! ক্যাথারিণ মার খেল ওর হাতে! সোনিয়া এখন একটা খোঁড়া দরজির সঙ্গে থাকে—তার আবার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী আছে, তারা সকলেই একটু তোত্‌লা। রাত্রে সোনিয়া এসে আমাদের দেখে যায়। তোত্‌লা আর খোঁড়া, বুঝ লে? হ্যাঁ, একদিন সকালে আমি সোজা গভর্ণমেণ্টের কৌন্সুলী আইভ্যানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্‌লুম! তিনি দয়া ক'রে চাক্‌রি দিলেন, বল্লেন, 'মারমেলেডফ্‌! আমার নিজের দায়িত্বে তোমাকে আর একটা চাক্‌রি দিলুম।' দেবতা! বুঝলে?—আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে বাড়ীতে এসে ওদের খবরটা দিলুম। ওদের সে কী আনন্দ? আমার কাজ হ'ল! আমি আবার রোজগার ক'রবো! ওদের সে কী আনন্দ!"

মুখে সে বলিল বটে 'আনন্দ' কিন্তু এইবার কী একবার বেদনার অসহ্য ভারে যেন সে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। ছোট পানশালাটা এই সময় কতকগুলো মাতালে ভরিয়া গেল। তাহারা চীৎকার করিয়া গান ধরিল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ যেন তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে আবার আরম্ভ করিল—

"সে আমাদের সকলের কী আনন্দের দিন! রোজ যখন আমি অফিস্ থেকে ফিরে আসতুম ওরা সবাই চুপ করে থাকতো পাছে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়! সকালে ক্যাথারিণ আমাকে কফি ক'রে দিতো, তাতে আবার দুধের সর দিয়ে! আমার জামাটা সেলাই ক'রে জুতো পরিষ্কার ক'রে ক্যাথারিণ একেবারে আমায় ভদ্রলোক ক'রে দিলে। সে যেন আমরা বড়লোক হ'য়ে গেছি!......আজ থেকে ছ' দিন আগে আমি প্রথম একমাসের মাইনে ক্যাথারিণের হাতে দিলুম। ও আমায় আদর ক'রলে খুব—বুঝ্‌লে, ছ'দিন আগে!"

এই মাতালটিকে লইয়া যে কী করিবে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই লোকটা মাতাল হইয়া খড়ের নৌকায় ঘুমায় অথচ সংসারের প্রতি তাহার আকর্ষণ কতো প্রবল! উৎকর্ণ হইয়া তাহার কাহিনী শুনিলেও র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কেন সে এমন কুৎসিত স্থানে আসিল?

"সে দিনটা যেন শুধু স্বপ্ন দেখে দেখে কেটে গেল। আমি ভাব্‌তে লাগলুম কেমন ক'রে আমার সংসারটাকে ভালো ক'রে গড়ে তোলা যায়। ছেলে-মেয়েদের জামা আর জুতো কিন্‌বো ঠিক করলুম আর প্রতিজ্ঞা করলুম ক্যাথারিণকে সুখী ক'রবো—ওর স্বাস্থ্য ভেঙে প'ড়ছে, ওকে বিশ্রাম দেবো আর সোনিয়াকে ঐ পাঁকের ভেতর থেকে তুলে আন্‌ব। এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেদিন সারারাত্রি কেটে গেল। কিন্তু ভোরবেলা আমি চুরি ক'রলুম, বুঝ্‌লে, চুরি ক'রলুম সেই টাকাটা ক্যাথারিণের বাক্স থেকে—আমার মাইনের টাকা, আমার স্ত্রীপুত্রের, সোনিয়ার

জীবন বাঁচাবো যে টাকা দিয়ে সেই টাকা!···কতো টাকা ছিল আমার মনে নেই, কিন্তু বাক্সে যা' ছিল সব নিয়েছিলুম। আজ পাঁচদিন আমি বাড়ী ছাড়া—তারা জানে না আমার কি হ'য়েছে। আমার কাজ গেছে—গভর্ণমেণ্টের যে সুট্ ছিল সেটাও বদ্‌লে এই ছেঁড়া জামা আর তালি দেওয়া পাত্‌লুন পরেছি—এই আমার এখন সম্বল!"

এইবার সে মাথায় করাঘাত করিতে লাগিল। তারপর চোখ বুজিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল—তাহার মধ্যে একটা পিশাচ যেন এ হাসি হাসিল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আরও আছে। শোনো, শোনো, আমি আজ সোনিয়ার কাছে গিয়েছিলুম মদ খাবার পয়সা চাইতে! হাঃ—হাঃ!"

এতক্ষণ তাহার গল্প যাহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিতেছিল তাহারা জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সোনিয়া তোমায় টাকা দিলে?"

তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সে র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌কে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তারই টাকায় এই মদ খাচ্ছি। সে কিছুই বল্লে না, শুধু তার বাক্‌স ঝেড়ে তিরিশ কপেক্ বার ক'রে দিলে। এই কপেক্ কটা তার বোধহয় খুব দরকার ছিল। আমি তার বাপ, আমি তার পয়সায় মদ খাচ্ছি! আমার অধিকার আছে, বুঝলে? যাক্ তাও শেষ হ'য়ে গেল! এর পর আমায় কি কেউ দয়া ক'রবে, এই সব শুনেও···আমি ক্ষমা চাই নে, করুণা চাই নে—আমি শাস্তি চাই! তোমরা আমার বিচার করো! আমি কষ্ট পেতে চাই—আমি নিদারুণ দুঃখ পাবার লোভে মদ খাই। ঈশ্বর বিচার ক'রবেন!

তিনি সেই পরম দিনে সোনিয়াকে ডাক দিয়ে ব'ল্বেন, "সেই মেয়েটি কৈ যে মেয়েটি তার মাতাল বাপকে দয়া ক'রতো, তার যক্ষ্মাগ্রস্ত সৎমার ছেলেমেয়েদের জন্য যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল?—এই যে! আমি তোমায় ক্ষমা ক'রলুম মা! তুমি এত ভালবাস্তে পেরেছিলে ব'লে তুমি নিষ্পাপ!" আর আমাদের দিকে তিনি তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত ক'রবেন, কেন না তিনি জানেন যে আমরা কেউই তাঁর এতটা দয়া আশা করিনি। আমরা কাঁদ্তে কাঁদ্তে তাঁর বুকে গিয়ে আশ্রয় নেবো। কবে আস্বে সেই ভগবানের রাজত্বের দিন—কবে?"

শেষের দিকে তাহার কথা আর বোঝা গেল না। চারিদিকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কোলাহল শুরু হইল। সকলেরই যেন এই লোকটির প্রতি অসীম ঘৃণা। কিন্তু কিছুই তাহার কানে গেল না। কিয়ৎক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় থাকিয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমায় বাড়ী নিয়ে চল, এইবার আমার ক্যাথারিণের কাছে যাবার সময় হ'য়েছে!"

র্যাস্কল্নিকফ্ তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল। কিন্তু বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মারমেলেডফ্ কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। উত্তেজিত হইয়া সে বলিতে লাগিল, "আমি জানি ক্যাথারিণ আমার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। তাতে আমার ভয় নেই—কেবল তার চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে—তার নিঃশ্বাসের শব্দে আমার ভয় করে, আর ভয় করে যখন ছেলেমেয়েগুলো কাঁদে। তা না হ'লেও ক্যাথারিণের মারধোরকে আমি ভয় করিনে! ওতে আমার সুখ হয়—ও আমায় মারুক—

মেরে ওর মনটা খানিকটা হাল্‌কা হোক্! এই যে বাড়ীর দোরে এসে পড়েছি—”

একটা পাঁচতলা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া তাহারা উপরে উঠিল। একেবারে পাঁচতলায় উঠিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ দেখিল, সিঁড়ির পাশে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে, দরজা দিয়া যে ঘরটির ভিতর পর্য্যন্ত দেখা গেল সেই ঘরটিই তাহার সঙ্গীর বাসা। ঘরটি দশ ফিট্‌ লম্বা তাহারই একপাশে একটা ছেঁড়া কাপড় ঝুলাইয়া খানিকটা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ খানটায় শয্যা পাতা আছে। মেঝের উপর একটা শতছিন্ন বহু-পুরাতন কৌচ্‌ এবং খানকতক ভাঙা চেয়ার ও একটা টেবিল। একটি লোহার বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে বটে কিন্তু তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই ঘরটির পাশে যে দরজাটি খোলা রহিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া অন্যান্য ভাড়াটেদের ঘরে যাইতে হয়। ঐ দিকটা হইতে কখনো উচ্চকণ্ঠের চীৎকার, কখনো অনুরূপ হাসি, এবং কখনো বা কুৎসিত গালিগালাজ ভাসিয়া আসিতেছিল। কান্না, হাসি এবং অশ্রাব্য কথোপকথনে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে ঈষৎ দীর্ঘাকার স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া পায়চারি করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বুঝিল যে সে-ই ক্যাথারিণ। ক্যাথারিণের রক্তাভ অথচ হলুদবর্ণ কেশ, গণ্ডে রক্তিম আভা এবং সুগঠিত দেহ। তবু তাহার দৃঢ়সন্নিবদ্ধ দৃষ্টি, আর মুখের বেদনাতুর ছায়া দেখিলেই তাহার অবস্থা অনুমান করা যায়। ক্ষীয়মান দীপালোকে ক্যাথারিণের মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন

কী একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। বয়স তাহার ত্রিশের কাছাকাছি, তাহার স্বামীর চেয়ে সে অনেকটা ছোট। এখন যেন তাহার শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি সবই লুপ্ত হইয়া গেছে। রুদ্ধ গৃহের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু জানালা খুলিবার কথা তাহার একবারও মনে হয় নাই। তাহার সকলের ছোট মেয়েটি মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহার চেয়ে বড় ছেলেটি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, সে বোধকরি এইমাত্র মায়ের হাতে মার খাইয়াছে এবং ছয় বছরের বড় মেয়েটি একটি ছেঁড়া এবং খাটো শেমিজ পরিয়া তাহার ভাইটীর গায়ে হাত বুলাইয়া তাহার কান্না থামাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উভয়েই সভয়ে এক একবার ক্যাথারিণের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ক্যাথারিণ ইহাদের প্রথমে দেখিতেই পায় নাই, তারপর যখন দেখিতে পাইল তখনও সে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পাশের দিককার দরজাটা খুলিয়া দিতে গেল। সে ইহাদের ভাড়াটেদের কেহ বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ স্বামীর দিকে চোখ পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "ও! তাহ'লে ফিরে আসা হ'ল! পাজী! শয়তান, কৈ দেখি, টাকা কোথায় গেল?"

সমস্ত পকেট খুঁজিয়া যখন কাণাকড়িও পাওয়া গেল না তখন সে আর্ত্তকণ্ঠে শুধু একবার বলিল, "ভগবান্! এ কেমন করে সম্ভব হয়? লোকটা যথাসর্ব্বস্ব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে এল!"

পরক্ষণেই সে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধোন্মত্তা হইয়া সে মারমেলেডফ্‌কে চুলের মুঠি ধরিয়া ঘরের মেঝেয় টানিয়া আনিল।

মারমেলেডফ্ মেঝেয় আছাড় খাইয়া পড়িল—মুখ থুবড়াইয়া মেঝেয় পড়িয়া সে শুধু বলিতে লাগিল, "এই ভালো—এই আমার ভালো লাগে—আরও—আরও—"

ছেলেমেয়েগুলো চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ক্যাথারিণ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে অপমান শুরু করিল, বলিল,—"ছেলে মেয়েগুলো উপোস ক'রবে, আর মদ খেয়ে সব উড়িয়ে এলো! কিগো ভদ্দর-লোকের ছেলে, মদের আড্ডা থেকে উঠে আসতে তোমার লজ্জা ক'রলো না? তুমি বুঝি সঙ্গী জুটেছিলে? বেরোও—বেরোও—"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। গোলমাল শুনিয়া অন্য ঘরের ভাড়াটেরা আসিয়া জড়ো হইয়াছে। মারমেলেডফের কান্নার সঙ্গে তাহাদের হাসি কানে আসিতে লাগিল। বাড়ীউলী ক্যাথারিণকে উঠিয়া যাইতে বলিতেছে। মদ খাইয়া যাহা কিছু খুচরা তাহার কাছে ছিল সেই কয়েক কপেক্ জান্‌লার ধারে রাখিয়া র‍্যাসকল্‌নিকফ্ দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

পথে নামিয়া তাহার এই বদান্যতার জন্য অনুতাপ হইতে লাগিল। উহাদের তবু সোনিয়া আছে, তাহার কে আছে? সোনিয়াকে উহারা পাইয়াছে বেশ! প্রথমে দু-একফোঁটা চোখের জল, তারপর সব সহিয়া যায়। সোনিয়ার গণিকাবৃত্তিও উহাদের সহিয়া গিয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃ কাপুরুষ এবং সব কিছুকেই সে মানিয়া লইতে পারে। খানিকটা ভাবিয়া লইয়া সে মনে মনে বলিল, "আর মানুষ যদি কাপুরুষ না হয় তাহ'লে সে নিশ্চয়ই যা' কিছু সংস্কার যা' কিছু ভয়ঙ্কর সব পায়ের তলায় ফেলে এগিয়ে যাবে! নিশ্চয়ই!"

২

পরের দিন যখন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। চোখ খুলিয়াই তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া গেল এবং ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া সে অকারণে রাগিয়া উঠিল। এ কী অবস্থা! ছোট নীচু একখানা ঘর—দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকিয়া যায়। দেওয়ালে কাগজ আঁটিয়া যথাসম্ভব ভদ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; তিনখানা ভাঙা চেয়ার, একটা রং করা টেবিল। তাহার উপর কয়েকখানা বই আর কিছু কাগজপত্র ধূলায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা সোফা আছে, সেইটাতে একটা ছেড়া কাপড় ঢাকা দিয়া সে বিছানা করিয়াছে। পুরাণো ময়লা এবং ছেড়া জামাকাপড়গুলো একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া সে বালিশের অভাব মোচন করে। মানুষের সংসর্গ এড়াইয়া চলে বলিয়া বাসার একমাত্র ঝিও তাহার ঘর পরিষ্কার করা অনাবশ্যক মনে করে। বাড়ীউলী খাবার পাঠানো বন্ধ করিয়াছে। সবগুলি মনে পড়াতে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

নয়টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া উক্ত ঝি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলল। কয়েকটা খুচরা কপেক্ ফেলিয়া দিয়া র‍্যাস্‌কলনিকফ্ তাহাকে কিছু মোটা রুটি এবং মাংস আনিতে বলিল। ঝির নাম নাস্‌টাসিয়া, সে মাংস না আনিয়া বাঁধা কপির ঝোল আনিয়া দিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে খাইতে দিয়া সে সস্নেহে পাশে বসিয়া বলিল, "বাড়ীউলী তোমার নামে পুলিশে নালিশ ক'রবে বল্‌চে।"

"পুলিশে ? কেন।"

"কেন আবার! তুমি ভাড়াও দেবে না আর উঠেও যাবে না, তাই!"

"মাগী ভারি পাজী ত! আচ্ছা, আমি ব'লে দেখ্ছি—"

"তা' নয় হ'ল। কিন্তু তোমার এত বুদ্ধি শুদ্ধি ভালো—তুমি কিছু কাজকর্ম্ম করো না কেন? তোমার মত ছেলের এত অভাব হয় কেন? আচ্ছা তুমি কী করো?"

"আমি একটা কাজে ব্যস্ত।"

"কী কাজে?"

"চিন্তায়।"

উত্তর শুনিয়া নাস্টাসিয়ার হাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া বলিল, "শুধু ভাব্লে কি পয়সা আস্বে নাকি?"

"কিন্তু ছেলে পড়াতে যাবো যে তাও তো পায়ে জুতো নেই! তাছাড়া আমার ঘৃণা করে!" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি নিমেষে আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবো!"

হঠাৎ তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া নাস্টাসিয়ার ভয় করিতে লাগিল। সে বলিল, "তোমার একখানা চিঠি এসেছে···তুমি অমন করে তাকিয়ে থেকো না আমায় ভয় করে! কী হল।"

"চিঠি! কৈ দেখি।"

নাস্টাসিয়া চিঠি আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলিয়া সে আদ্যন্ত বার বার পড়িয়া ফেলিল। চিঠিখানি

পড়িতে পড়িতে কখনো তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আবার কখনো তাহার ওষ্ঠে কঠিন বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চিঠিখানি তাহার মা লিখিয়াছেন। দীর্ঘ চিঠি—গত তিনমাসে তাহার মাতা ও ভগিনীর জীবনে যতকিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহারই বিবরণ। চারিমাস পূর্ব্বে যে টাকা তাহার মাতা তাঁহার প্রাপ্য ভাতা হইতে দিয়াছিলেন তাহার পর এক্ষণে আরও কিছু পাঠাইবার মত অবস্থা হওয়ায় তবে এই চিঠি দিয়াছেন। সিড্রিগেলফদের বাড়ীতে তাহার ভগিনী ডুনিয়া শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করিতেছিল কিন্তু মিষ্টার সিড্রিগেলফ তাহার প্রতি অপমান-সূচক ব্যবহার করিতে থাকেন এবং অবশেষে একদিন তাহার কাছে মদ খাইয়া আসিয়া কুৎসিত প্রস্তাব করেন এবং ডুনিয়াকে তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে বলেন।

ঠিক্ এই সময় তাঁহার স্ত্রী মার্ফা সেখানে আসিয়া পড়েন এবং ডুনিয়ার নিকট তাঁহার স্বামীকে প্রেম নিবেদন করিতে দেখিয়া ডুনিয়াকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেন। ডুনিয়াকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু তাহাকে তাঁহার স্বামীর প্রতি আসক্ত মনে করিয়া তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ডুনিয়ার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। একটা চাষীর গাড়ীতে করিয়া ডুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের দুর্দ্দশার শেষ হয় নাই—মার্ফা শহরে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গ্রামে যাইয়া ডুনিয়ার নামে মিথ্যা কলঙ্ক

রটাইতে লাগিলেন। ডুনিয়া এবং তাহার মাতার নির্য্যাতনের অবধি রহিল না।···এই বিবরণ পড়িতে পড়িতে র‍্যাসকল্‌নিকফের চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাহার পর, তাহার মাতা লিখিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মিষ্টার সিভ্রিগেলফ্‌ সহসা অনুতপ্ত হইয়া ডুনিয়ার এই মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার নিকট ডুনিয়া ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে যে-চিঠি লিখিয়াছিল তাহা মার্ফাকে দেখাইলেন। মার্ফা এই চিঠি পড়িয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল ডুনিয়া মানবী নহে, সে দেবী—দেবীর মতো চরিত্র না হইলে কেহ এমন চিঠি লিখিতে পারে না। এই চিঠিতে অতি সুন্দর ভাষায় ডুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী মার্ফার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে এবং পিতা হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব এবং সম্মান সম্বন্ধে তাঁহাকে সচেতন হইতে মিনতি জানাইয়াছিল। ইহা ছাড়া ডুনিয়া তাঁহাকে আরও অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা জানাইয়াছিল। মার্ফা অনুতপ্ত হইয়া সেই দিনই সেই চিঠি লইয়া সেই সব বাড়ীতে গেলেন যেখানে তিনি ডুনিয়ার সম্বন্ধে কটূক্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। ফলে ডুনিয়া সম্বন্ধে লোকের শ্রদ্ধা হইল এবং অনেকেই তাহাকে গৃহ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে ব্যগ্র হইলেন। শুধু তাহাই নয় অনেক ধনবান্‌ যুবক তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এমনই করিয়া আবার তাঁহাদের ভাগ্য ফিরিয়া গেল।···

এতদূর পড়িয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ শুধু মনে মনে দুঃখিত হইতে-ছিল এইবার পড়িতে পড়িতে সে যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার

মাতা লিখিয়াছেন, এই সময় মার্ফার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় মিষ্টার পিটার লুশিন ডুনিয়ার পাণিপ্রার্থী হইলেন। লোকটির অত্যন্ত কঠিন স্বভাব এবং বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশ তবু মেয়েদের চোখে তাঁহাকে খারাপ লাগে না। লোকটি ব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত আভিজাত্যের ছাপ আছে। প্রথম দিনের আলাপেই সে বলিয়াছে যে সে অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং প্রাচীন-পন্থী তবে রাশিয়ার নব্যভাবকে সে সমর্থন করে এবং কুসংস্কার সে একেবারে দেখিতে পারে না। আরও অনেক কথা সে বলিয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া মনে হয় যে লোকটা দাম্ভিক, নিজের কথায় পঞ্চমুখ। তবে ডুনিয়া বলিয়াছে যে মিষ্টার লুশিন অল্প শিক্ষিত এবং একটু দাম্ভিক হইলেও তিনি বুদ্ধিমান এবং সম্ভবতঃ উদার প্রকৃতির। তাহার মাতা আরও লিখিয়াছেন যে যদিও ডুনিয়ার মত বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা এবং চরিত্রবতী মহীয়সী মহিলার সঙ্গে মিষ্টার লুশিনের মতো লোকের কোন সাদৃশ্য নাই এবং যদিও তাহাদের মধ্যে এখনও কোন নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই তবু ডুনিয়া বলিয়াছে যে, সে ধৈর্য্য সহকারে সব কিছু সহ্য করিয়া নিজেকে ঠিক্ মানাইয়া লইবে। মিষ্টার লুশিন বলিয়াছেন, স্বামী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করিয়া মাথা নত করিয়া থাকে (একথা নিশ্চয়ই তিনি কটাক্ষ করিয়া বলেন নাই) এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহাদের সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গ যাইবার সমস্ত ব্যয় অগ্রিম দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি স্বয়ং জরুরী মোকদ্দমার কাজে সেণ্ট্ পিটারসবার্গ

যাইতেছেন। সেখানে গিয়াই তিনি র‍্যাসকল্‌নিকফের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার জন্য কিছু করিতে চেষ্টা করিবেন এবং যোগ্য বিবেচনা করিলে তাহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন। র‍্যাসকল্‌নিকফের মা বারবার লিখিয়াছেন, সে যেন প্রথম পরিচয়ে লুশিনকে ভুল না বুঝে এবং পরিচয় হইয়া গেলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে তাহার ভালোই লাগিবে।

দীর্ঘ পত্রখানিতে শুধু তিনি স্বপ্নের জাল বুনিয়াছেন। এই বিত্তশালী জামাতাকে কেন্দ্র করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যা উভয়েরই ভাগ্যাকাশে সূর্যোদয় ঘটিবে তাহারই কল্পনা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া এই দারিদ্র্য-পীড়িতা বৃদ্ধাটি অনেক কথাই তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে বলিয়া ফেলিয়াছেন। চিঠির ছত্রে ছত্রে লুশিনের অভদ্র ব্যবহার, দাম্ভিক এবং অপমান-সূচক কথাবার্ত্তাকে তিনি ঢাকিতে গিয়া প্রকাশই করিয়া ফেলিয়াছেন। র‍্যাসকল্‌নিকফের বুঝিতে বাকী রহিল না যে শুধু তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যবস্থা হইবে, তাহার জীবনযাত্রা সুগম হইবে, তাহার দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে, এই জন্যই তাহার বড় আদরের ভগিনী নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছে এবং তাহার মা তাহাই সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চিঠির একস্থানে সে পড়িয়া গেল, "যে দিন লুশিন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন সেদিন রাত্রিতে ডুনিয়া ঘুমাইতে পারে নাই। সারারাত্রি সে পায়চারি করিতে লাগিল এবং যখন ভোর হইয়া আসিল সে বিছানার পাশে নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। তাহার পর সকালে উঠিয়া সে

বলিল যে তাহার মত স্থির হইয়াছে—সে লুশিনকেই বিবাহ করিবে।”

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আর পড়িল না। শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এ বিবাহ সে কিছুতেই হইতে দিবে না। সে কোন দিকে না চাহিয়া সিঁড়ি দিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

লুশিনকে সে দেখে নাই কিন্তু তাহাকে সে চিনিতে পারিয়াছে। এই বর্ব্বর অর্থপিশাচ লোকটা শুধু অর্থ দিয়া ডুনিয়ার মতো মেয়েকে চিরকালের জন্য দাসী করিয়া রাখিতে চায়। সেণ্ট্‌পিটার্‌স্‌বার্গ শহরে আনিয়া সে তাহাদের উপকার করিবার ছলে নিজের কবলে রাখিয়া দিবে। কথায় কথায় তাহার অর্থের অহঙ্কার, তাহার উদারতার দম্ভ নিশিদিন ডুনিয়াকে বিঁধিতে থাকিবে। মা লিখিয়াছেন, ডুনিয়া সহ্য করিবে—তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। সহনশক্তি তাহার অসাধারণ—সিড্রিগেলফ্‌দের হস্তে যে নির্য্যাতন, যে চরম লাঞ্ছনা বিনাদোষে সে মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে তাহার পরে তাহার কাছে আর কিছুই অসহ্য হইবে না। যে লোকটি তাহার ভাবী বধুর সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনে অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতে পারে যে, নিদারুণ দারিদ্র্যের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া এই রমণীকে সে বিবাহ করিবে এই উদ্দেশ্যে, যে সে যেন সারাজীবন তাহার নিকট ঋণী এবং কৃতজ্ঞ থাকে—স্বামী হিসাবে তাহার একমাত্র কাম্য যে স্ত্রী যেন তাহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করে—সেই লোকটিকে কি ডুনিয়া চিনিতে পারে নাই? তবে কেন সে এ-কাজ করিল? ডুনিয়াকে সে জানে, বোধ করি সকলের চেয়ে

বেশী জানে—ডুনিয়া সারাজীবন লোকের বাড়ী সামান্য শিক্ষয়িত্রী থাকিয়া জীবনযাপন করিবে তবু যে লোকটির সহিত তাহার কোথাও মিল নাই, যে লোকটিকে সে কোনদিন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিবে না, শুধু অর্থের জন্য তাহারই আইনানুমোদিত সহধর্ম্মিণী হইবে না। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য সে কিছুতেই একাজ করিবে না। এ শুধু ভ্রাতা এবং দুঃখিনী মায়ের জন্য তাহার চরম ত্যাগ, তাহার মহান্ আত্মোৎসর্গ।

ডুনিয়া আত্মোৎসর্গ করিতেছে তাহারই জন্য! কিন্তু সে কী ভাবিয়া দেখিয়াছে যে শেষ পর্য্যন্ত সে সহিতে পারিবে কি না? তাহাদের মধ্যে ভালোবাসা তো নাই-ই আছে শুধু বিরূপতা কিংবা অপরিসীম ঘৃণা। আর সোনিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া পাইবে আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং বাহ্যিক সুখ সুবিধা! কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? সোনিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করিয়াছে, নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে আর ডুনিয়া কী ঠিক তাহাই করিতেছে না? নাঃ, এ আত্মত্যাগ সে ডুনিয়াকে কিছুতেই করিতে দিবে না, জীবন থাকিতে নহে।

ডুনিয়াকে সে এইভাবে আত্মত্যাগ করিতে দিবে না বটে কিন্তু কী অধিকার আছে তাহাকে বাধা দিবার? বিনিময়ে সে নিজে কী দিবে তাহাকে? লুশিনের পয়সায় সে লেখাপড়া শিখিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু ডুনিয়ার জীবন বলি দেওয়া হইয়া যাইবে! তাহাকে কিছু করিতেই হইবে এবং এখনই করিতে হইবে। উত্তেজনাবশে নিজেকে প্রশ্ন করিয়া নিজের অক্ষমতাকে

বিদ্ধ করিয়া সে যেন একপ্রকার আনন্দ পাইতে লাগিল। এ সকল প্রশ্ন এবং চিন্তা নূতন নহে। বহুদিন ধরিয়া নিজের অক্ষমতা, সংসারের নিষ্ঠুর নির্য্যাতন তাহার হৃদয়ে অহরহ তুষানল জ্বালিয়াছে। আজ আর শুধু ভাবিবার সময় নাই, যুক্তি দিয়া জগতের বিধি-বিধানকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া লাভ নাই—আজ তাহাকে কাজ করিতে হইবে, কিছু একটা করিতেই হইবে। আর যদি কিছুই করিতে না পারে? তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তাহ'লে মানুষের সব কিছুকে বর্জ্জন ক'রবো, হেলায় তুচ্ছ করবো,—মানুষ হিসাবে আমার কোন অধিকার থাকবে না, ভালোবাসার অধিকার, কাজ করবার অধিকার, বাঁচবার অধিকার—কিছু না। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রবো!"

কিছু একটা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াই তাহার মনে হইল যে, সেজন্য একটা কোথাও যাওয়া প্রয়োজন। কোথায় যাইবে সে? নিমেষে তাহার সেই ভয়ঙ্কর কথাটা মনে পড়িল। কাল অবধি যে চিন্তা সে প্রায় স্বপ্নের মতো দেখিয়াছে, যে চিন্তা মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও একেবারে মনের মধ্যে সত্য হইয়া উঠে নাই, এখন হঠাৎ সেই স্বপ্নই রূপ পরিগ্রহ করিল। যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তাহা যেন ছবির মতো তাহার চোখের সম্মুখে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিল। উঃ, কী ভয়ঙ্কর! তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। খানিকটা বিশ্রাম লইবার জন্য একটা পার্কের মধ্যে ঢুকিয়া একটি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

নানা অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে হঠাৎ তাহার বন্ধু রাজুমিথিনের

কথা মনে পড়িয়া গেল। কলেজে তাহারা একসঙ্গে পড়িত। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কলেজে কাহারও সহিত মেলামেশা করিত না। অতি সাবধানে সে তাহার সহপাঠীদের এড়াইয়া চলিত। নিজেকে কঠোরভাবে পড়াশুনার মধ্যে রাখিত বলিয়া ছেলেরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু গরীব বলিয়া সে শুধু একা থাকিত তাহা নহে, ধনীর তনয়দের গর্ব্বভরে অবজ্ঞা করিত। এইরূপে সকলের সঙ্গে পরিহার করিলেও রাজুমিখিনকে সে কোনদিন দূরে রাখিতে পারে নাই। তাহার স্বভাবে কোথায় একটা আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। একে তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল তাহার উপর হাসি-তামাসায় সে ছিল অদ্বিতীয়। কোন কারণেই তাহাকে অধিকক্ষণ বিমর্ষ থাকিতে দেখা যাইত না। সর্ব্বোপরি প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া তাহার খ্যাতিও ছিল। সে মদ খাইত প্রচুর এবং অকারণে উপবাস করিয়া দারুণ শীতে খোলা-ছাদে শুইয়া দুর্ভোগ সহ্য করিত। একবার সে সমস্ত শীতকালটা ঘরে আগুন না রাখিয়া কাটাইয়া দিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "শীত ক'রলে আমার ঘুমটা জমে ভালো।" টাকা কড়ির অভাবে এখন সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে তবে শীঘ্রই তাহার অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই রাজুমিখিনের কাছে গেলে তাহার কোন সুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হইল। একটা কাজকর্ম্ম কিংবা আপাততঃ জুতা ও জামা কিনিবার মতো কয়েকটা রাবল্‌ হয়তো সে দিতে পারে। কিন্তু কী হইবে কয়েকটা টাকায়? রাজুমিখিনের কাছে সে যাইবে কিন্তু কাজটা হইয়া গেলে। সেই কাজটা! হ্যাঁ, ঠিক্‌ মনে পড়িয়াছে

সেইটা সমাধা করিয়া তাহার পর সে যাইবে রাজুমিখিনের কাছে। কিন্তু পারিবে কি সে? কোন দিন কী তাহার শক্তিতে কুলাইবে?

কথাটা মনে পড়িতেই যেন তাহার শীত করিতে লাগিল, বুকের মধ্যে কম্পন শুরু হইয়া তাহাকে অনেকখানি দুর্ব্বল করিয়া দিল। একবার মনে হইল বাসায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল বাসায় গেলে এই ভয়ঙ্কর কথাটাই বারবার তাহার মনে পড়িবে। নেভার ওপারে গিয়া একটা সরকারী বাগানে ঢুকিয়া তাহার বেশ ভালো লাগিল। নানাবিধ ফুলের গাছ, তাহাতে বিচিত্রবর্ণের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, দু-একটা গাড়ী মন্থর গতিতে চলিয়া যাইতেছে, এ সব দেখিয়া এবং না দেখিয়া সে পথ হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে বাগান হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল। পকেটে তখনও কয়েক কপেক্ অবশিষ্ট আছে দেখিয়া সম্মুখেরই একটা ভোজনালয়ে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছু মদ এবং কয়েকখানা কেক্ খাইয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন তাহার হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, যেন কত রাত্রি সে ঘুমায় নাই। সে বাগানে ঢুকিয়া ঘাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। দুর্ব্বল দেহ লইয়া অনেক ঘুরিয়াছে, এখন সুরা তাহাকে শান্তি দিল।

ঘুমাইয়া পড়িয়া সে স্বপ্ন দেখিল যে তাহার শৈশব ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার বয়স সাত বৎসর। পিতার সহিত বেড়াইতে

বাহির হইয়াছে। পথে কতকগুলি লোক ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। কিছুদূর গিয়া ঘোড়াটা আর চলিতে পারিল না, গাড়োয়ানটা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড প্রহার আরম্ভ করিল। মার খাইয়া ঘোড়াটা হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল কিন্তু প্রহার থামিল না। রাস্তায় লোক জড় হইয়া গেল, তাহারা বলিল, "এই গাড়োয়ান, তুমি কি ঘোড়াটাকে মেরে ফেল্‌বে নাকি?" গাড়োয়ানটা উত্তর দিল, "আমার ঘোড়া আমি মারবো, তোমাদের কী?" গাড়ীর ভিতরে যাহারা ছিল তাহারা বলিল, "আলবৎ, মারবে বৈ কি, নিশ্চয় মারবে! আমরা আর একটা গান ধরি।" তাহারা সমস্বরে চিৎকার করিয়া গান ধরিল। ঘোড়াটা মার খাইতে খাইতে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল—আর উঠিল না। গাড়োয়ানটা তাহার মাথায় কয়েকবার উপর্য্যুপরি আঘাত করিল। ঘোড়াটা একবার শুধু আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিল এবং পরক্ষণেই সেই কঙ্কালসার মুমূর্ষু প্রাণীটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এইবার গাড়ীর ভিতরকার লোকগুলি নামিয়া আসিয়া যে যাহা পাইল তাহাই হাতে লইয়া মৃত ঘোড়াটাকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেলেন। দূর হইতে সেই লোকগুলির হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে কি ভাবিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বাবা, ওরা ঘোড়াটাকে মেরে ফেল্‌লে কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "ওরা মাতাল, ও কথা তুমি ভেব না।"

মুখ দিয়া একটা অস্ফুট শব্দ হইতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারাদেহ তাহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সে ঐ বীভৎস স্বপ্নের কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইল। কেন সে এই উদ্ভট স্বপ্ন দেখিল? ঐ গাড়োয়ানটার মতো সেও কি কাহারও মাথায় কুড়ুল দিয়া মারিবে? কাল মনে মনে সে যাহা মহড়া দিতেছিল আজ কী তাহাই স্বপ্নে দেখিল? সত্যই কি সে ঐরূপ বীভৎস একটা কিছু করিতে পারে? মনে মনে সে বার বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। ঐ সকল চিন্তার হাত হইতে সে রক্ষা চায়।

নেভার তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে যেন সব ভুলিয়া গেল। নদীর বুকে প্রশান্ত সূর্য্যাস্তের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল, সে মুক্ত! তাহার আর কোন ভয় নাই, কোন ভাবনা নাই।

তাহার আর কোন ভয় নাই! বীভৎস, নৃশংস কোন কাজই সে করিবে না—ঈশ্বর তাহাকে পাপ-চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে সে অকারণে 'হে-মারকেট' নামক পল্লীর কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। এ পথটা দিয়া যাইতে গেলে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়, তবু এই পথটাই যেন তাহার প্রয়োজন হইল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দোকান পাট বন্ধ, বাজারও উঠিয়া গিয়াছে। এই পল্লীটা তাহার ভালোই লাগে। এখানটায় নানা জাতীয় লোকের বাস, অধিকাংশই দোকানদার শ্রেণীর। একটা গলির মুখে আসিয়া সে দেখিল একটা দোকানদার ও তাহার স্ত্রী আর একটী মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে। মেয়েটীকে সে চিনিল। এর নাম এলিজাবেথ—এলেনা বলিয়া যে

বৃদ্ধার নিকট সে জিনিসপত্র বাঁধা দিয়া টাকা ধার করে এ তাহারই বোন্। এই মেয়েটি সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানে। ইহার বয়স ত্রিশের উপর; অত্যন্ত নির্ব্বোধ এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে ক্রীতদাসীর মত থাকে। এলেনা তাহাকে গাধার মত পরিশ্রম করায় এবং যখন তখন প্রহার করে।

এলিজাবেথ একটা পুঁটুলি হাতে করিয়া কোন একটা বিষয়ে ইতস্তত করিতেছিল এবং দোকানদার দম্পতী ততই তাহাকে অনুরোধ করিতেছিল। অবশেষে দোকানদার বলিল, "তুমি ঠিক্ কাল সন্ধ্যে সাতটার সময় এসো।"

"কালই ?"

"তুমি বাপু এলেনাকে বড্ড বেশী ভয় করো!" দোকানদার-পত্নী বলিল, "অত ভয় কিসের ? তাকে কিছু না বলে তুমি চুপি চুপি চলে এসো। বুঝ্লে ?"

"আচ্ছা, তাই আস্বো।" বলিয়া এলিজাবেথ চলিয়া গেল।

প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া গেলে র‍্যাসকল্নিকফের রীতিমত ভয় করিতে লাগিল। আবার তাহার যেন শীত করিয়া হাত পা শিথিল হইয়া আসিল। সে অপ্রত্যাশিতভাবে জানিতে পারিল যে কাল সন্ধ্যা সাতটার সময় এলেনা একা থাকিবে। বাড়ী যাইতে তাহার পা উঠিতে চাহে না, যেন এই মাত্র সে স্বকর্ণে তাহার মৃত্যুদণ্ড শুনিতে পাইয়াছে!

রাশিয়ার যুবকদের নিকট ধনসাম্যবাদের আদর্শ তখন সকলের বড়ো আদর্শ। ভোজনশালায়, পানশালায়, পার্কের বেঞ্চিতে, শিক্ষিত যুবকগণের একমাত্র আলোচনার বিষয় হইতেছে কেমন করিয়া ধনকুবেরদের সিন্দুক খালি করিয়া অগণিত তরুণ আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়া, খাদ্য দিয়া, বাঁচাইয়া রাখা যায়। যাহারা উত্তমর্ণ হইয়া পরের রক্ত শোষণ করিয়া টাকা জমায় তাহারা মঠ-গির্জ্জার নামে টাকা উইল করিয়া স্বর্গের পথ সুগম করে। সে টাকা সমাজের কোন কল্যাণেই আসে না। পাদ্রীদের যখন আহারে-বিহারে কোন ব্যাঘাত ঘটে না তখন শত শত উদার রুশ যুবক নিরন্ন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের শিক্ষিত করিবার, তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কেহ একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে না। এই সকল কথা র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বহুবার শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। আজ কেমন করিয়া সেই আদর্শ সফল করিবার দায়িত্ব অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাহারই স্কন্ধে আসিয়া পড়িল! কী করিবে সে? এ ত' আদর্শ নহে, এ যে তাহার প্রয়োজন! যাহা প্রয়োজন তাহারই একটা মৌখিক সমর্থন আছে নব্যরাশিয়ার আদর্শবাদে, ইহা ছাড়া আর কী?

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। পরের দিন বেলা দশটার

সময় নাস্‌টাসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। চা এবং কিছু খাদ্য দিয়া নাস্‌টাসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার অসুখ করিয়াছে কি না প্রশ্ন করিল কিন্তু র‍্যাসকল্‌নিকফ তাহাকে সোজা দরজা দেখাইয়া দিল। প্রভুর বিচিত্র মতিগতি বুঝিতে না পারিয়া নাস্‌টাসিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতরাশ সারা হইয়া গেল কিন্তু তাহার যেন উঠিবার শক্তি নাই। সে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল। অকস্মাৎ মায়ামন্ত্রবলে সে যত সব অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সে যেন মিশরের মরুভূমিতে কোন এক মরুদ্যানে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে মরুযাত্রীর দল বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আঙ্গুর আর খেজুর এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। তাহারা সকলে মিলিয়া বসিয়া তাহাদের সান্ধ্যভোজন সারিয়া লইতেছে। তাহাদের ঠিক্ সম্মুখে একটি ছোট নদী কুল্‌কুল্ ধ্বনি করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আর কী স্নিগ্ধ সেখানকার বাতাস, কী শীতল সেই নদীর জল। উটগুলি পর্য্যন্ত নদীর দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের চোখের পলক পড়ে না। স্বচ্ছ নদী—তাহার তলদেশে স্বর্ণাভ বালুশয্যার উপর অসংখ্য নানাবর্ণরঞ্জিত প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তীরে উপবিষ্ট এই ক্লান্ত মরুপথযাত্রীদল অনিমেষ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের যেন সাধ আর মেটে না!

ঢং—ঢং—ঢং···ঘড়ির শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চকিতে সে ঘরের বাহিরে আসিয়া কান পাতিয়া শুনিল কোথাও কোন শব্দ

পাওয়া যায় কি না। নাঃ, কেহ নাই। বোধ হয় ছটা বাজিয়া গেল। আজকের দিনটা সে কেমন করিয়া ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল! আর সময় কৈ? তাহাকে যে এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। কিছুই যে এখনো তাহার জোগাড় হয় নাই! সে ক্ষিপ্র হস্তে তাহার কোটের মধ্যে একটা বড় পকেট করিয়া লইল। তাহার হাত কাঁপিতেছে! সে কোটটা পরিয়া দেখিল পকেটটা বাহির হইতে দেখা যায় কি না। যাক্, দেখা যায় না! এই পকেটে সে একটা কুড়ুল লইবে—কাহার সাধ্য যে ধরিতে পারে ইহার মধ্যে সে একটা কুড়ুল বহন করিতেছে!

ঘরের মেঝেতে একটা গর্ত্তের মধ্য হইতে সে একটা ছোট বাণ্ডিল বাহির করিল। একটি সিগারেট কেসের মাপে একটা পাতলা কাঠের টুক্‌রা তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া এবং সূতা দিয়া বাঁধিয়া প্রায় দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। সূতা দিয়া এতগুলি গ্রন্থি পাকাইয়াছে যে সহজে তাহাকে খুলিবার উপায় নাই। কাঠের সঙ্গে ঐ মাপের একটা লোহার পাতও বাঁধিয়াছে যাহাতে একটু ভারী হয়। অতগুলি গ্রন্থি খুলিতে এলেনার সময় লাগিবে এবং সেই সুযোগে সে কাজ সারিয়া লইবে। মোড়কটা পকেটে করিয়া বাহির হইবামাত্র নীচে কে যেন বলিল, "ছ-টা যে অনেকক্ষণ বেজে গেছে!" সর্ব্বনাশ! অনেকক্ষণ ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে! সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

বাড়ীউলীর রান্নাঘরের এককোণে একটা কুড়ুল থাকে সে দেখিয়া রাখিয়াছে, এখন সেইটাকে সকলের অলক্ষ্যে হস্তগত

করিতে হইবে। সে সব মতলব ঠিক করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তবু যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাহার অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। এত ভয়ঙ্কর, এত নৃশংস সে হইবে কি প্রকারে? তাহা ছাড়া কেহ যদি দেখিয়া ফেলে? যদি নাস্টাসিয়া আসিয়া পড়ে? সে জানে নাস্টাসিয়া বাড়ী নাই। এবং এক ঘণ্টা পরে যখন সে কুড়ুলটা যথাস্থানে রাখিয়া যাইবে তখনও নাস্টাসিয়া দেখিতে পাইবে না। তবু দ্বিধায় সংশয়ে সে যেন আর অগ্রসর হইতে পারে না। সে যতই ভয় করে, যত তাহার হৃৎ-কম্পন বাড়িতে থাকে ততই যেন সে উত্তেজিত হইয়া দানবীয় শক্তি ফিরিয়া পায়। ইহা ছাড়া ছোটখাট বাধা আসিয়া তাহাকে বাধা দিবে বা সে ধরা পড়িবে—এ সম্ভাবনা সে সুচতুর আসামীর মতো নির্ম্মূল করিয়াছে। প্রকৃত সংশয় তাহার নীতিগত, তাহার চরিত্রগত। সেদিনও যখন সে শুধু মহড়া দিবার জন্য এলেনার বাড়ী গিয়াছিল তখনও তাহার পন্থা সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। ইহাকে সে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া অন্ধ আবেগে নিজেকে দানব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ নীতির দিক দিয়া, মানুষের ধর্ম্মের দিক দিয়া একবার ভাবিয়া না দেখিলে চলে না।

কিন্তু নিজের বিচারবুদ্ধি এবং নীতিজ্ঞান দিয়া ভাবিয়া দেখিয়া সে তাহার কার্য্যের অনুকূলেই রায় দিয়াছে। মাঝে মাঝে সে তাহার এই ভয়ঙ্কর মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে বটে কিন্তু সে যেন স্বেচ্ছায় পায়ে শিকল পরিয়া তাহার পর মুক্ত হইবার ছলনা মাত্র। এক দুর্ব্বার অদৃশ্য শক্তি তাহাকে নিয়তই সম্মুখ

পানে ঠেলিতেছে। সমস্ত নৈতিক প্রশ্ন ত্যাগ করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল যে, কেন আসামীগুলা ধরা পড়ে, কি সূত্র ধরিয়া পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করে। অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিয়াছে আসামীরা তাহাদের নিজের দুর্ব্বলতার জন্যই লোকের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। শেষ মুহূর্ত্তে তাহাদের সংকল্প, তাহাদের চিত্তবল ক্ষীণ হইয়া আসে এবং যে সময়ে তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি এবং গভীর পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন সেই চরম অবস্থায় তাহারা বালকের মতো যাহা তাহা করিয়া বসে। সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার এমন কোন দুর্ব্বলতা আর নাই, কেননা সে নিশ্চয় জানে যে সে যাহা করিতেছে তাহা পাপ নয়—তাহাতে কোন অপরাধ নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, কোন মতেই সে কোন মানসিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। স্থির মস্তিষ্কে, দৃঢ়চিত্তে সমস্ত বাধা সে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে বাড়ীউলীর রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল নাস্টাসিয়া কাপড় শুকাইতে দিতেছে। কুড়ুলটাও সেখানে নাই। নাস্টাসিয়া তাহাকে কিছু বলিবার আগেই সে চলিতে আরম্ভ করিল। অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ একটা অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া গেল। একটুখানি ঠাহর করিয়া দেখিল জ্বালানি কাঠের স্তূপের মধ্যে কুড়ুলটা পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে কুড়ুলটাকে পকেটে পুরিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। উঠানে নামিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে কিনা জানিবার জন্য সে কয়েকবার চাকরটাকে হাঁক দিল কিন্তু কোন সাড়া আসিল না। সে নিঃশব্দে পথে বাহির হইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। এলেনার বাড়ী আসিয়া সে তাহার দুর্ব্বলতাকে জয় করিবার জন্য সশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। কয়েকবার করাঘাত করিবামাত্র দরজার ফাঁকে এলেনার মুখ দেখা যাইতেই দরজাটা বন্ধ করিবার সুযোগ না দিয়া র‍্যাস্কল্নিকফ্ তাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর যদিও যথাসম্ভব নিস্পৃহ এবং স্বাভাবিক রাখিবার চেষ্টা করিল তবু তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

"গুড্ ইভ্নিং এলেনা। আমি সেই জিনিসটা এনেছি—তোমার কাছে বাঁধা রাখবো ব'লে।"

"কে তুমি হে ছোকরা?" তাহাকে এইরূপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এলেনার ঠিক ভাল লাগে নাই।

"মাপ ক'রবেন। আমি র‍্যাস্কল্নিকফ্—এই যে সেই সিগারেট কেস্।"

সেই মোড়কটা লইয়া এলেনা কয়েক মুহূর্ত্ত পরীক্ষা করিয়া র‍্যাসকল্নিকফের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে এইরূপে চোখ রাখিয়া তাকাইতে দেখিয়া র‍্যাস্কল্নিকফের মনে হইল যেন তাহাকে ছুটিয়া পলাইতে হইবে। সে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আপনি আমার দিকে কি দেখছেন? আপনি যদি এটা না নেন, তাহ'লে আমি অন্য জায়গায় চেষ্টা করি। আমার অত সময় নেই।"

শেষের কথাটা তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া এলেনা বুড়ীর অনেকটা সংশয় কাটিয়া গেল।

"তা' বাপু অমন অধীর হ'চ্ছ কেন? তোমার মুখ ফ্যাকাশে, হাত কাঁপছে, কি হ'য়েছে বাছা?"

"জ্বর। তুমিও যদি খেতে না পেতে তাহ'লে তোমাকেও ফ্যাকাশে দেখাতো।" কথা বলিতে বলিতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের যেন সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। বুড়ীটা হাতে করিয়া সেই মোড়কটার ওজনটা ঠিক রূপার কেসের অনুরূপ কি না পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে বলিল, "ওটা সিগারেট কেস এবং রূপোর। ভালো ক'রে দেখ।"

"কি ক'রে বেঁধেছ! একি খোলা যায় সহজে?"

আলোর নিকটে গিয়া এলেনা মোড়কটা খুলিতে লাগিল। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ গায়ের কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া কুড়ুলটা পকেটের মধ্য হইতে বাহির করিল বটে কিন্তু জামার নীচে চাপিয়া ধরিল। সে নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার সঞ্চিত শক্তি হারাইয়া যাইতেছে। ডান হাতের যে দৃঢ় মুষ্টিতে সে কুড়ুলটা ধরিয়াছিল তাহা যেন এখনই শিথিল হইয়া যাইবে। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিয়া এলেনা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইল। সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের দিকে ফিরিয়া কহিল, "এ কী এনেছ? চালাকী?"

আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নয়! সে কুড়ুলটা বাহির করিয়া দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া যন্ত্রচালিতের মত এলেনার মাথায় বসাইয়া দিল। কুড়ুলটা তুলিবার সময় সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিল।

কুড়ুলটা ঠিক এলেনার মাথার মাঝখানে পড়িয়াছিল। স্বভাবতঃ সে টুপী পরে না, সেদিনও পরে নাই। তাহার উন্মুক্ত মস্তকের উপর কুঠারটি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ রক্ত ছিট্‌কাইয়া বাহির হইল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া এলেনা একটা মাংস-পিণ্ডের মতো সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। নিমেষে ঘরময় রক্তস্রোত বহিয়া গেল এবং সেই রক্ত-প্রবাহের উপর এলেনার বিপুল দেহটা কয়েকবার নড়িয়া চিরতরে নিস্পন্দ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ পিছাইয়া আসিল—মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধা এলেনার চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া বাহির হইতেছে—চোখে মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ চিহ্ন তখনো মিলাইয়া যায় নাই।

কুড়লটা রাখিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ অতি সাবধানে এলেনার ডান দিক্‌কার পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিল এবং পাশের ঘরে গিয়া একটা লম্বা চাবি লইয়া দেরাজের টানাটা খুলিবার চেষ্টা করিল। সেদিন আসিয়া সে এইসব দেখিয়া গিয়াছিল এবং সমস্তই তাহার মুখস্থ আছে। সে অতি সাবধানে চলাফেরা করিতে লাগিল যাহাতে তাহার গায়ে কোথাও রক্ত না লাগে। দেরাজের টানাটা খুলিবার সময় তাহার একবার মনে হইল সে সব ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসে কিন্তু পরক্ষণেই নিজের দুর্ব্বলতায় সে নিজেকেই বিদ্রূপ করিয়া স্থির মস্তিষ্কে তাহার কাজ করিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল বুড়ীটা হয়তো বাঁচিয়া আছে। কিন্তু

এ ঘরে আসিয়া সে আবার কুড়ুলটা তুলিয়া দেখিল আঘাতের আর প্রয়োজন নাই। গলার সঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া এলেনা টাকার থলিটা বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিত। সেইটা খুলিতে গিয়া তাহার দুই হাত রক্তাক্ত হইয়া গেল তবু সে মৃত দেহের উপর আর অস্ত্রাঘাত করিল না। কিছু না দেখিয়া সেগুলা পকেটে পুরিয়া সে কুড়ুলটা হাতে তুলিয়া লইল এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এলেনার শোবার ঘরে গিয়া দেরাজের টানাটায় চাবি লাগাইয়া খুলিতে চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিবার পর মনে হইল যে ঐ লম্বা চাবিটা টানার চাবি নহে উহা কোন ক্যাশবাক্সের চাবি এবং টানার চাবি বাকী কয়টার মধ্যে একটা। দেরাজের টানা লইয়া আর সময় নষ্ট না করিয়া সে বিছানাটা তুলিয়া একটা বড় তোরঙ্গ বাহির করিল। চাবি দিয়া তাহার ডালাটা খুলিয়া দেখিল একটা পশুর লোম, কয়েকটা সিল্কের পোশাক এবং একটা শাল, ইহা ছাড়া কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়। পোশাকগুলো নাড়া দিতেই একটা বহুমূল্য সোনার ঘড়ি মাটিতে পড়িল এবং ছেঁড়া কাপড়গুলির মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সোনার গহনা, তাহাদের অধিকাংশই বহুমূল্য প্রস্তর খচিত এবং প্যাকেট করিয়া রাখা হইয়াছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যাহা পারিল তাহাই কোট এবং পাতলুনের পকেটে ভর্ত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় কাহার পদশব্দ? কে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিল? কাহার চাপা কান্না? সে কুড়ুলটাকে দুই হাতে বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া পাশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি! এ যে এলিজাবেথ!

ঘরের মাঝখানে এলিজাবেথ দাঁড়াইয়া, তাহার মুখ কাগজের মত শাদা। মৃতা ভগ্নীর দেহপিণ্ডের দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার সাম্‌নে আততায়ীকে দেখিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই সে পিছু হটিয়া ঘরের কোণে 'গয়া কোন রকমে রক্ষা পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সে চীৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবে এ শক্তিটুকুও হারাইয়া ফেলিল। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ সে শুধু নীরবে যেন তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মুখের করুণ মিনতি লক্ষ্য করিবার সময় তাহার আততায়ীর নাই। কুঠারাঘাতে তাহার মাথার উপরিভাগ দ্বিধাবিভক্ত হইল। নিমেষে এলিজাবেথের দেহ ভূলুণ্ঠিত করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ছুটিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয়বার খুন করিবার পর সে ভীত হইল। একটি নিরপরাধিণী রমণীকে সে অকারণে হত্যা করিল। এ হত্যার পিছনে কোন আদর্শ নাই, শুধু তাহার প্রয়োজন। সে যদি জানিত যে তাহাকে এমনি করিয়া পাপের পর পাপ করিতে হইবে, অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে, সে যদি জানিত যে কত নৃশংস, কত দানবীয় হত্যালীলা তাহাকে করিতে হইতেছে, তাহা হইলে হয়তো সে ছুটিয়া গিয়া পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করিত। কিন্তু এত চিন্তা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। ভীত হইয়া সে শুধু একবার পলাইবার চেষ্টা করিল এবং পরক্ষণেই সে অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইল। যেন কিছুই তাহার ভাবিবার, ভয় করিবার নাই। এলেনার রান্নাঘরের দিকে

চোখ পড়িতেই সে দেখিতে পাইল একটা গামলায় জল রহিয়াছে। সে তাহাতে রক্তসিক্ত কুড়ুলটি খুব ভালো করিয়া ধুইয়া লইল। জুতায় যে কয়েকফোঁটা রক্ত পড়িয়াছিল নিবিষ্ট চিত্তে ধুইয়া তাহা নিশ্চিহ্ন করিল। তাহার পর সে নিজের কোট এবং পাঁত্লুন পরীক্ষা করিল। কোথাও কোন চিহ্ন নাই। তারপর? এইবার সে কী করিবে? অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কী করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে। কিন্তু এ ঘরে আসিয়া সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কী! ঘরের দরজা খোলা? এলিজাবেথ তো দরজা খোলা বলিয়াই ঢুকিতে পারিয়াছিল,—তবে তখন তাহার একথা মনে হয় নাই কেন? সে দরজাটায় খিল আঁটিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মনে হইল নীচে যেন কাহারা ঝগড়া করিতেছে। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কে যেন উপরে উঠিয়া আসিতেছে। ক্রমে লোকটি পাঁচতলার সিঁড়ি ধরিল। তাহার পদশব্দ যত নিকটে মনে হয় র‍্যাস্কল্নিকফ্ ততই হাতের কুড়ুলটা চাপিয়া ধরে। অবশেষে লোকটা আসিয়া দরজার ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। র‍্যাস্কল্নিকফ্ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, লোকটা ঘরে ঢুকিলেই সে কুড়ুলটা মাথায় বসাইয়া দিবে। এদিকে দরজা বন্ধ দেখিয়া লোকটা প্রাণপণে ঘণ্টাটা বাজাইতে লাগিল। এমন সময় আর একটা লোক উপরে উঠিয়া আসিল। তাহারা দরজায় অনেক করাঘাত করিয়া অনেক ডাকাডাকি করিয়া অবশেষে স্থির করিল, এলেনা এবং তাহার বোন

নিশ্চয়ই বাড়ীতে নাই। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠিল, যদি তাহারা বাড়ীতেই না থাকে তবে ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ থাকিবে কেন? তখন একজন বলিল, হয়তো তাহারা ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে কিংবা—ভাবিতেই তাহাদের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। তখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া একজন নীচে নামিয়া চাকরটাকে ডাকিতে গেল আর একজন দরজার কড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যে লোকটা দাঁড়াইয়া রহিল সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে কিন্তু যে নীচে গিয়াছে তাহার আর কোন সাড়া নাই। এদিকে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যেন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। একবার মনে হয় সে দরজা খুলিয়া লোকটার মাথাটা ঘাড় হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়, আবার মনে হয় তাহারা ঘরে ঢুকিলেই তাহার অধিক সুবিধা। তাহার মনে হইল তাহার যেন প্রবল জ্বর আসিয়াছে কী করিতেছে, কী বলিতেছে কিছুরই ঠিক নাই।

যে লোকটা নীচে গিয়াছিল সে আর ফিরিয়া আসে না দেখিয়া এ লোকটাও নীচে নামিয়া গেল—যাক্ বাঁচা গেল! র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া রহিল। নাঃ, কেহ কোথাও নাই। সে নিঃশব্দে নীচে নামিতে লাগিল। কয়েক ধাপ মাত্র নামিয়াছে এমন সময় কতকগুলি লোক উপরে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। সর্ব্বনাশ! কী করিবে সে? কোথায় লুকাইবে? তাহারা যখন ঠিক তাহার নীচের তলায়, তখন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সিঁড়ির ডান দিকে একটা অন্ধকার খালি ঘর

দেখিতে পাইয়া সেই ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়া দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিল। লোকগুলি আলো হাতে করিয়া নানা প্রকার জল্পনা করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেল। কেহই আততায়ীকে লক্ষ্য করিতে পারিল না।

ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচে নামিয়া যখন সে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার মনে হইল এতক্ষণে লোকগুলি দরজা ভাঙ্গিয়া সেই বীভৎস মাংসপিণ্ড দেখিয়া চীৎকার করিতেছে, হয়তো ছুটাছুটি করিয়া কেহ কেহ আততায়ীর সন্ধান করিতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে সময়টুকু তাহারা সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল সেই সময়টুকুর মধ্যে আসামী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। যদি কেহ তাহাকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া থাকে ? ভাবিতেই তাহার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল। সে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল বটে কিন্তু কেহ যদি তাহাকে লক্ষ্য করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে একটা মৃতদেহ যেন কোন্ মন্ত্রবলে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তাহার স্থির নিশ্চল দৃষ্টি, রক্তহীন মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ দেখিলে যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

অনেকটা পথ ঘুরিয়া সে বাড়ী ফিরিল। কেহ কোথাও নাই। কুঠারটা যথাস্থানে রাখিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কৌচের উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিল বটে কিন্তু ঘুম আসিল না। কত কথা তাহার মনে পড়িল কিন্তু কোনটাই যেন ঠিক্ ভাবিতে পারিল না।

৪

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থায় কৌচের উপর পড়িয়া থাকিতে থাকিতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যেন জাগিয়া উঠিল। সে ঘুমায় নাই, তাহার আধো-জাগ্রত অবস্থা হইতে সে নিজেকে যেন ছিনাইয়া আনিল। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে এবং সে জুতা জামা পরিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আজিকার সন্ধ্যার ঘটনাগুলি সে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, এক ঝলক্‌ ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই প্রত্যূষের ক্ষীণ দিবালোক তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম কী মনে করিয়া সে নিজের জামা পাঁতলুন এবং জুতা ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার কোটে, জুতায় এবং পাঁতলুনের কয়েক ফোঁটা স্পষ্ট রক্তের দাগ তখনো মিলাইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইয়া পাঁতলুনের পায়ের কাছে যেখানটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্তাক্ত বলিয়া বোধ হইল সেখানটা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। রক্তের দাগ কতকটা নিশ্চিহ্ন হইল বটে কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে এলেনার বাক্‌স এবং থলি হইতে যে সব গহনা এবং মণি মুক্তা সে লইয়াছে সেগুলো ঠিক সেই অবস্থায় তাহার কোটের পকেটে অবস্থান করিতেছে। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া দেওয়ালের যে সমস্ত গর্ত্তগুলি

কাগজ আঁটিয়া ঢাকা দেওয়া ছিল তাহারই একটায় সমস্ত অপহৃত সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়া সে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। একবার মনে হইল, ওভাবে লুকাইয়া রাখাটা নিরাপদ নয়, যেকোন মুহূর্ত্তে সবগুলি বাহির হইয়া পড়িতে পারে, একটা নিরাপদ গোপন স্থান তাহাকে যেমন করিয়া হউক বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। কৌচের উপর বসিতেই মূর্চ্ছাগ্রস্তের মতো সে তন্দ্রাভিভূত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কি যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে, কোথায় যেন সে ভুল করিয়া নিজের জন্ত মস্ত একটা ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে অথচ তাহা যে ঠিক কি—ইহাও সে স্মরণ করিতে পারিল না। ঘরের দিকে ভালো করিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও ত কিছু নাই! হঠাৎ সেই পাঁতলুন এবং কোটের ছেঁড়া টুক্‌রাগুলির প্রতি তাহার চোখ পড়িল। সেই রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ডগুলি ঘরময় ছড়ানো রহিয়াছে। যদি কেহ আসিত?—মনে করিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তাহার কোট, পায়জামা, কৌচ্‌ সব কিছু রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, লুকাইবার, রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। নাঃ, এ সে কি ভাবিতেছে? তবে ঐ থলিটায় নিশ্চয় রক্ত লাগিয়া আছে। সে থলিটার ধারগুলো কাটিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্য, এগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে এখনই, অথচ সে উঠিতে পারে না কেন? শরীর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সে কাটা জামা, পাঁতলুন এবং থলির টুক্‌রাগুলি কুড়াইয়া লইল। কিন্তু জান্‌লা দিয়া সেগুলা ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বেই গভীর

নিদ্রা আসিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করিয়া দিল। কেবল হাতের মুঠার মধ্যে নারী-রক্তপাতের নিদারুণ চিহ্নগুলি ধরা রহিল।

সজোরে কড়া নাড়ার শব্দে তাহার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা এগারোটা। নাস্‌টাসিয়া খবর দিল যে পুলিশ-অফিস হইতে তাহার জন্য ডাক্ আসিয়াছে।

"পুলিশ! পুলিশ কেন?"

"জানিনে বাপু। তা ব'লে যেন এখনই উঠো না, তোমার শরীর খারাপ। আমি কিছু এনে দিই—খেয়ে তবে যেও না হয়। ওকি হাতে অত ছেঁড়া কাপড় কেন? তোমার কী হল?" বলিয়া নাস্‌টাসিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি দেখিয়া র‍্যাসকল্‌নিকফ্ জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কোটের পকেটে হাতের মুঠাটা ঢুকাইয়া বলিল, "তুই যা। আমার জন্যে আর কিছু আন্‌তে হবে না। আমি এখনই বেরুবো।"

নাস্‌টাসিয়া চলিয়া যাইতেই সে ছুটিয়া জানালার ধারে আলোতে গিয়া জুতাটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক ফোঁটা রক্ত তখনো জুতার উপর দেখা যাইতেছে, তবে কাদা-মাখা বলিয়া ঠিক নজরে পড়ে না। কাঁপিতে কাঁপিতে সে পুলিশের নোটিশটা পড়িল। কিছুই বুঝিবার জো নাই। কিন্তু আজই কেন? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, এই ভালো, যত শীঘ্র ইহার শেষ হয় ততই ভালো। সাহস করিয়া জুতাটা পায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ভীষণ

আতঙ্কে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহার রগ্ দুইটা প্রবলভাবে দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সেই কাগজে ঢাকা লুণ্ঠিত রত্নরাজির কথা একবার মনে হইল। রাস্তায় অসহ্য গরমে অসংখ্য মণ্ডপের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাহার মাথা টলিতেছে। প্রবল জ্বরে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সে স্থির করিল যে পুলিশের নিকট নতজানু হইয়া সে সব কিছু স্বীকার করিবে, এ অবস্থায় সে কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিবে না।

পুলিশের অফিসে গিয়া সে দেখিল কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে না। সমস্ত অফিস বাড়ীটাকে একটা বদ্ধ বাতাস ভারী করিয়া রাখিয়াছে। অনেকটা ভিতরে গিয়া সে কেরাণীর ঘরে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। কেরাণীটি একটি বারবণিতাকে জেরা করিতেছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতেই রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন হে ছোক্‌রা?" তাহার ছেঁড়া জামা কাপড়ই কেরাণীর রুক্ষতার কারণ।

র‍্যাসকল্‌নিকফ্ দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল যে তাহাকে ডাকা হইয়াছে বলিয়াই সে আসিয়াছে। এমন সময় বড় বাবু বলিলেন, "ওঃ সেই টাকার ব্যাপারটা।"

টাকা? কিসের টাকা? যাক্, তা হ'লে সে জন্য ডাক্ পড়ে নি! র‍্যাসকল্‌নিকফ্ প্রায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। একটা বিরাট বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল।

কেরাণীটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন শমন পেয়েছো

হে ছোকরা? তোমায় বলা হ'য়েছে নটায় আস্‌তে আর এখন বারোটা।"

"কিন্তু আমি পেয়েছি এগারোটায় এবং এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে আমি জ্বরে ভুগছি।" কেরাণীর কথায় সে রাগিয়া উঠিয়াছে।

"চীৎকার ক'রো না, এটা মাননীয় আদালত।"

"চীৎকার আমি করিনি। চীৎকার ক'রছো তুমি এবং অভদ্রের মত সিগারেট খাচ্ছো।" এইভাবে ঝগড়া করিতে পাইয়া সে যেন খুশী হইল।

"সেটা তোমার দেখ্‌বার দরকার নেই। তুমি হ্যাণ্ডনোট কেটেছিলে তার জন্য তোমার বিরুদ্ধে চার্জ্জ আছে। তোমাকে আইন অনুযায়ী লিখে দিতে হবে যে তুমি তোমার জিনিসপত্র বিক্রী ক'রে টাকাটা শোধ দেবে, আর শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না।" বলিয়া কেরাণীটি তাহাকে একখানা কাগজ দেখাইল। তাহার হাত হইতে কাগজটা প্রায় কাড়িয়া লইয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"কি, এখনি শোধ দেবে—না সময় নেবে?" কেরাণী প্রশ্ন করিল।

"কিন্তু আমি কোন টাকা ধার করিনি।"

"সে আমরা জানিনে। জারনিৎসান্‌-এর বৌ তোমায় দেড়শ' রাবল্‌-এর দায়ে ফেলেছে, এই পর্য্যন্ত।"

"সে ত আমার বাড়ীউলী!"

বড়বাবুটি কতকটা অনুকম্পাভবের এবং কতকটা বিপদগ্রস্ত অসহায় ঋণভার জর্জ্জরিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক কৌতূহল থাকার জন্য সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যাণ্ডনোটের জন্য র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের কিই বা যায় আসে? বাড়ীউলীকে ভয় করিবার তাহার কী আছে? এই সামান্য ব্যাপারটার প্রতি মনোযোগ দিবার মত তাহার সময় কৈ? সেইখানে দাঁড়াইয়া সে কাগজটা পড়িল, নানা প্রকার প্রশ্ন করিল, তর্ক করিল কিন্তু এ সমস্তই যেন করিতে হয় বলিয়াই সে করিল। তাহার সর্ব্বদেহে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতে লাগিল। যেন সুদুঃসহ নির্য্যাতনের হাত হইতে এই মাত্র রক্ষা পাইয়াছে তাহা যেন এখন বহু ক্রোশ পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই মুহূর্ত্তে ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা, অপরিসীম অন্তর্দাহ হইতে মুক্তি পাইয়া সে পরম স্বস্তি বোধ করিল।

কেরাণীটি পুনরায় সেই বারবণিতাটিকে জেরা শুরু করিল এবং সমাজের কল্যাণের জন্য যে এই পুলিশ কর্ম্মচারীটির উদ্যোগের অন্ত নাই এই কথাটা তাহার জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে উপস্থিত সকলেরই বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অনেকক্ষণ পরে জেরা যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া এত-কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেরাণীটি কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বারবণিতাটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে দেখাইয়া বলিল, "এই যে হুজুর, এই লোকটি বল্‌ছে যে এ একজন ছাত্র ছিল। এ দেনা

করে, কিন্তু শোধ দেয় না। প্রায়ই নানারকম অভিযোগ আসে এর বিরুদ্ধে। অথচ আমি একটা সিগারেট খেয়েছি বলে মেজাজ দেখায়। দেখুন দিকিন্ হুজুর, এই লোকটার আবার মেজাজ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ থমিশ্ বলিলেন, “দারিদ্র তো আর পাপ নয়।” ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে কথাটা শুনিবামাত্র র‍্যাস্কল্নিকফ্ তাহার দেনার দীর্ঘ ইতিহাস বলিয়া চলিল। সুযোগ বুঝিয়া সে একথাও বলিয়া লইল যে যখন তাহার ভাড়া দিবার মত অবস্থা ছিল তখনও তাহার বাড়ীউলী তাহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার আশায় ভাড়া লইতে সম্মত হন নাই। এখন সে মেয়েটি মারা গিয়াছে এবং তাহার অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়া আজ তিনি এই ভাড়ার টাকাটা এমনভাবে দাবী করিতেছেন। অনেকখানি ধৈর্য্য ধরিয়া থমিশ্ তাহার কথা শুনিলেন এবং অবশেষে তাহাকে দিয়া কেরাণীটি প্রয়োজনীয় কয়েকটি স্বীকারোক্তি লিখাইয়া লইল। এইরূপে ব্যাপারটা অতি সহজে মিটিয়া গেল।

নির্দ্দোষ নিরপরাধ এবং অসহায় একটি ছাত্রের মত কয়েকটা স্বীকারোক্তি লিখিয়া দিয়া যখন সে আইনের হাত হইতে অনায়াসে নিজেকে বাঁচাইতে পারিল তখন সমস্ত মন যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সই করিয়া কলমটা ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পরক্ষণেই মাথাটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া

সে স্থির করিল যে থমিশের কাছে গিয়া সে সব স্বীকার করিবে এবং তাহার বাসায় তাঁহাকে লইয়া গিয়া সমস্ত অপহৃত মণি-মুক্তা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে। একবার কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, এখনও ভাবিয়া দেখ? কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুর্ব্বার বেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সমস্ত স্বীকার করিবে! থমিশের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল—কে যেন তাহাকে অতর্কিতে গুলি করিল। থমিশ্ কেরাণীটীর সহিত কী একটা বিষয় আলোচনা করিতেছে। র্যাস্কল্নিকফ্ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিল।

"না, না, ওদের ছেড়ে দিতেই হবে। ব্যাপারটা বুঝে দেখুন। আসামী যদি ওরাই তাহ'লে ওরা কেন আবার নীচে এসে চাকরকে ডাকতে এলো। আর তা' ছাড়া চাকরটা ত বল্ল যে, প্যাস্ট্রিয়াকফ্ বলে কে একজন ছাত্রকে আর তিনজন বন্ধুকে সে ঠিক্ ঐ সময় বাড়ীর দরজার কাছে দেখেছে।"

"কিন্তু দেখুন কত রকম প্রশ্ন উঠ্তে পারে। ওরা বল্ছে যে এলেনার দরজায় যখন প্রথমে তারা কড়া নেড়েছিল তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল অথচ যখন ওরা চাকরটাকে সঙ্গে করে ওপরে এলো তখন দেখলে দরজা খোলা রয়েছে। আশ্চর্য্য!"

"কেন? ঠিকই তো হয়েছে। আসামী তো ভেতরেই ছিল এবং নিশ্চয় সে বেটা ধরা পড়তো যদি ও লোকটা বোকার মত নীচে নেমে না আস্তো। ঐ ফুর্সতে আসল আসামী পালিয়ে গেছে।"

"আসামীটাকে কি কেউ দেখ্‌তে পায় নি ?"

"দেখ্‌বে কেমন করে! বাড়ীটা যে একেবারে সেকালের নোয়ার ধ্বজা!"

থমিশ্‌ আবার জোর দিয়া বলিলেন, "ওহে ব্যাপারটাতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।"

"আজ্ঞে না, ঠিক্‌ পরিষ্কার হচ্ছে না।" কেরাণীটি তাহার মাথা ঘামাইবেই।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ টুপীটা মাথায় দিয়া দরজার দিকে ফিরিল কিন্তু দরজা অবধি তাহার পৌঁছাইবার শক্তি রহিল না। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে সে একটা আরাম কেদারায় বসিয়া আছে। তাহার পাশে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক একটা গ্লাসে হল্‌দে রঙের পানীয় লইয়া দাঁড়াইয়া এবং ঠিক তাহার সম্মুখে থমিশ্‌ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর দৃঢ়-সম্বদ্ধ।

"তোমার কবে থেকে অসুখ করেছিল ?" কেরাণীটি প্রশ্ন করিলেন।

"কাল থেকে।"

"কাল তুমি বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ অসুস্থ শরীরে ?"

—আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখন বেরিয়েছিলে ?"

"রাত্রি আটটা নাগাদ।"

"কোথায় জানতে পারি কি ?"

"এম্‌নি, এখানে সেখানে।"

"হুঁ, পরিষ্কার হলো।" কেরাণীর স্বগতোক্তি হইল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ খুব স্পষ্টভাবে জবাব দিলেও তাহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার মুখ একেবারে শাদা। তাহার কোটরগত চক্ষুর উপর কেরাণীটির ভীষণ দৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দাঁড়াইবার মত শক্তিটুকুও তাহার লোপ পাইয়াছে।

সকলেই চুপ চাপ। থমিশ্‌ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনিও চুপ করিয়া গেলেন। এই বিসদৃশ স্তব্ধতা র‍্যাস্‌কল্‌নিকেফের নিকট অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল, সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অফিসে তুমুল তর্ক বিতর্ক শুরু হইল তাহার খানিকটা র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ শুনিতে পাইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। পুলিশের লোকগুলা এইবার থানাতল্লাসী শুরু করিবে। শয়তানগুলা তাহাকেই সন্দেহ করে। কথাটা মনে পড়িতেই সেই পুরাতন ভয়টা আবার তাহাকে কাঁপাইয়া দিল।

৫

ঘরে ফিরিয়া আসিয়াও সে স্বস্তি পাইল না। একি! এলেনা বুড়ীর বাড়ী হইতে যে অলঙ্কারগুলি সে চুরি করিয়া আনিয়াছে সেগুলি যে এখনো এই ঘরেই রহিয়াছে। দেয়ালের গর্ত্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া সে অপহৃত দ্রব্যগুলি বাহির করিল। সবসুদ্ধ আটটী গহনার বাক্স—পাঁত্‌লুন ও বুকের পকেটে সেগুলি ভর্ত্তি করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ঘরের বাহির হইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল। পথে নামিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কে যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়তো তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির হইবে। এই মুহূর্ত্তেই তাহার অপরাধের, তাহার চৌর্য্যের সমস্ত চিহ্ন তাহাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে নেভা নদীর নির্জ্জন তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু বাক্সগুলি যদি জলে ভাসিয়া উঠে! নাঃ, নদীর জলে ফেলিলে চলিবে না। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ শহরের উপকণ্ঠ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ীর উঠানের একটা গর্ত্তের মধ্যে বাক্সগুলিকে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর একটা পাথর চাপা দিল।

নিঃশব্দ জনমানবহীন প্রেতপুরীর মতো একটা স্থানে অন্ধকারের মধ্যে সে যাহা করিল তাহা ঠিক্‌ তলাইয়া বিচার করিয়া চতুরতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নহে। তবু তাহার মনে

হইল এ সে ঠিকই করিয়াছে—এই জনশূন্য ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার দুষ্কৃতির সমাধি করিয়া সে ভালই করিল। বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সে উল্লাসে বার বার হাসিয়া উঠিল। এখন তাহাকে ধরিবে কে? কেবল একটা কথা তাহাকে বিঁধিতে লাগিল—যে ধন সে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল, যাহার প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই, সেই কয়টা সোনার গহনার জন্য সে একি করিয়া বাসয়াছে! তাহার জীবনের উপর চারিদিক হইতে এত বিপদ সে কেন ডাকিয়া আনিল?

যতই সে নিজেকে ধিক্কৃত করে ততই সমগ্র জগতের প্রতি তাহার বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠে। মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি, আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি একটা ঘৃণায় তাহার সর্ব্বদেহ যেন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। পথ চলিতে চলিতে সে একটা পরিচিত বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। রাজুমিখিন্ তাহার বন্ধুকে এ অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাড়াতাড়ি তাহাকে একটা ভাঙা চেয়ারে বসাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা চাদর মুড়ি.. দিয়া দিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের ছেঁড়া পাঁত্‌লুন, জীর্ণ কোট এবং সর্ব্বোপরি গায়ে জ্বর অনুভব করিয়া তাহার দুঃখের অবধি রহিল না। তাহার নিজের অবস্থাও ভাল নহে—অর্দ্ধাশনে দিন কাটে কিন্তু র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের একি অবস্থা। সে প্রশ্ন করিল, "কী হয়েছে তোমার? জ্বর গায়ে নিয়ে বেরিয়েছো কেন? সব খুলে বলো দিকিন্।"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "আমি ভেবেছিলুম

তোমার কাঁছে একটা কোন কাজের খোঁজ ক'রবো। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার কোন কাজ করবার দরকার নেই। কাজ আবার কী!"

"একি! জ্বরের ঘোরে তুমি যে ভুল বক্‌ছ!"

"মোটেই না।" র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সহসা রাগিয়া উঠিল এবং চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইতে উদ্যত হইল।

কোথায় যে তাহার অপরাধ হইল রাজুমিখিন্‌ তাহা বুঝিতে পারিল না। তবে তাহার সন্দেহ রহিল না যে আপন সহোদর অপেক্ষা প্রিয় বাল্যবন্ধুটীর দারিদ্র্যের পীড়নে মাথার ঠিক নাই এবং কঠিন জ্বরে সে বিকারগ্রস্ত। সে অনেক অনুরোধ করিয়া হাতে ধরিয়া র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে বসাইবার চেষ্টা করিল, এখনই তাহাকে কিছু কাজ জোগাড় করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু ইহাতে উল্টা ফল ফলিল। তাহার সন্দেহ জিজ্ঞাসাবাদ ও কৌতূহলে র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ রীতিমত চটিয়া উঠিল। স্নেহের হউক, বন্ধুত্বের হউক মানুষের কোন সম্পর্কই তাহার ভাল লাগে না। তাহার মুখ কঠিন হইল, সে কহিল, "আমার কাজের প্রয়োজন নাই। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।"

রাজুমিখিন্‌ হতবাক্‌। র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ প্রায় ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া মিলাইয়া গেল। রাজুমিখিন্‌ চীৎকার করিয়া তাহার ঠিকানা জানিতে চাহিল কিন্তু উত্তর আসিল না।

বাড়ী আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ধূলি-মলিন ওভারকোটটা গায়ের ওপর টানিয়া লইয়া র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ গভীর নিদ্রায় মগ্ন

হইল। শুধু একবার মনে হইল তাহাদের বাড়ীউলীকে সেই পুলিশের লোকগুলা ভীষণ প্রহার করিতেছে। রমণীর কাতর আর্তনাদে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে নাস্‌টাসিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল কেন উহারা বাড়ীউলীকে প্রহার করিতেছে। নাস্‌টাসিয়া জানাইল কেহ কাহাকেও মারে নাই। আজ সারা দিন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিছু মুখে দেয় নাই: নাস্‌টাসিয়া বুঝিল সারাদিনের অনশনক্লিষ্ট দেহের উপর প্রবল জর আসায় তাহার রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছে। কিছু না পাইয়া সে ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ উন্মত্তের মত তাহার হাত হইতে জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া আবার নিমিষে ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পরে কয়েক দিন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ জ্বরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। এই কয়দিন কী যে ঘটিয়া গেল র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিছুই জানিতে পারে নাই। তবে যেদিন সে সুস্থ হইয়া উঠিল. সে দিন কয়েকটা অস্পষ্ট ছবি তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। এ কয়দিন কাহারা যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিল এবং সে যেন তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কতকগুলি লোক যেন তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে কেবল তর্কবিতর্ক করিত। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ তাহার সবটা ঠিক মনে করিতে পারিল না। আর একটা লোককে তাহার খুব পরিচিত মনে হইত অথচ কিছুতেই তাহাকে

চিনিতে পারিত না। সেই লোকটি তাহার খুব পরিচর্য্যা করিত। ইহা ছাড়া অসুখের কয়দিন সে কী একটা যেন মনে আনিতে পারিত না। কিন্তু কেবলই তাহার মনে হইত সেই ব্যাপারটা যেন তাহার স্মরণ করিয়া রাখা খুব দরকার। এ কয়দিন কথাটা যতবার মনে করিতে গিয়াছে ততবার সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। কী সে ব্যাপারটা? কী এমন ঘটিয়াছিল যাহা তাহাকে মনে করিয়া রাখিতেই হইবে?

সেদিন সকাল বেলা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বিগত দিন-কয়টির ঘটনাগুলি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সবটাই যেন অস্পষ্ট, অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছিল। এমন সময় নাস্‌টাসিয়া ও রাজুমিখিন্‌ তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। রাজুমিখিন্‌কে প্রথমে সে চিনিতে পারে নাই কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে যেন হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল। রাজুমিখিন্‌ কতদিন পরে তাহাকে সুস্থ এবং জাগ্রত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। সে আর নাস্‌টাসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া কিছু মুরগীর ঝোল খাওয়াইয়া দিল। আরও নানা প্রকারে সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে লাগিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কোন কথা কহে নাই, শুধু তাহার মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব দেখিয়া রাজুমিখিন্‌ নানা কথা কহিয়া তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিল। সে ইতিমধ্যে এই বাড়ীর বাড়ীউলীর সঙ্গে ভাব করিয়া ভাড়ার দিক্‌টা কোন প্রকারে ঠিক্‌ করিয়া লইয়াছে। বাড়ীউলীকে সে

এখনই ডাক্ নামে ডাকিতে শুরু করিয়াছে। তাহার কথায় মনে হয় বাড়ীউলীও যেন তাহাকে কিছু অধিক অনুগ্রহ করিতেছে। রাজুমিখিন্ সোল্লাসে এই কয়দিনের ইতিহাস বলিয়া চলিল।

র‍্যাস্কল্নিকফ্ সমস্ত শুনিল। বিকারের ঘোরে সে ইয়াররিং আর ঘড়ির চেনের কথা বলিয়াছে। তাহার কাদা মাখা বুট জুতোটা কোলে করিয়া বসিয়াছে। চীৎকার করিয়া সেই পুলিশ অফিসের লোকগুলোর নাম করিয়াছে। শেষে রাজুমিখিন্ হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই হে, তোমার গোপন-কথা কিছু ফাঁস ক'রে দাও নি।"

র‍্যাস্কল্নিকফ্ শুধু শিহরিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল না ইহারা কি জানে আর কী জানে না। রাজুমিখিন্ চলিয়া যাইবামাত্র র‍্যাস্কল্নিকফ্ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু একটা তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু কী করিবে? পরক্ষণেই সে বিছানায় এলাইয়া পড়িল। কেন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাও সে ভুলিয়া গেল। শুধু ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঈশ্বর, কেবল এইটুকু আমায় ব'লে দাও এরা আমার কথা কতটা জানে? সে সমস্তই কি এরা জান্‌তে পেরেছে?"

সেই দিনই বিকাল বেলা রাজুমিখিন্ র‍্যাস্কল্নিকফের জন্য টুপী, পাঁতলুন, কোট এবং বুট জুতা কিনিয়া আনিল। র‍্যাস্কল্নিকফ্ এই সমস্ত লইতে আপত্তি করিলে রাজুমিখিন্ বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মা যে টাকা পাঠাইয়াছেন তাহা

দিয়াই এগুলি খরিদ্ করা হইয়াছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ যখন বন্ধুর স্নেহের আতিশয্যে নূতন জামাকাপড় পরিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার কথা শুনিতেছে তখন এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাহারই খোঁজ করিতে ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকের মূল্যবান্ পোশাক পরিচ্ছদ এবং চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল যেন ইনি দয়া করিয়া যে এখানে আসিয়াছেন এই কথাটা ইহারা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া তাঁহার ইতিমধ্যেই রাগ ধরিয়াছে। ভদ্রলোককে রাজুমিখিন্ সাদরে ঘরে আনিয়া বসাইল। তিনি আসিয়া বসিলেন বটে তবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনাটা যথোচিত হইল না বলিয়া রুষ্ট হইয়াই রহিলেন। রাজুমিখিন্ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে দেখাইয়া দিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ চিনিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। এমন কি ভদ্রলোক যখন তাঁহার নাম বলিলেন 'পিটার পেট্রভিচ্ লুশিন্' তখনও সে তেমনই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

নিরুপায় হইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম যে আপনি আপনার মায়ের চিঠিতে সমস্তই জান্‌তে পেরেচেন।"

"ও, বুঝেছি। আপনিই বুঝি সেই পাত্রটি ?" সহসা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল।

তাহার বিরক্তিতে লুশিন্ রীতিমত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং রাজুমিখিন্ যখন তাঁহার জামাতৃজনোচিত বেশভূষা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল তখন তাঁহার মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল। তবু নিজেকে যথেষ্ট সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখুন

আমি এখানে তাঁদের জন্য বাসা নিয়েছি। এখানে আমার এক ছাত্র লেবেজিয়াট্‌নিকফ্‌ তারই বাড়ী এখন—"

তাঁহার কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে কিছুমাত্র ব্যগ্র বা বিচলিত দেখা গেল না। লুশিন্‌ রাজুমিখিনের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিজস্ব অর্থনৈতিক মতবাদও ব্যক্ত করিলেন। তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে আজ দেশে যে এত খুন ডাকাতি হইতেছে ইহার মুলে আছে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে যদি প্রত্যেকে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। তাঁহার মত সুচিন্তিত সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া রাজুমিখিন্‌ বিস্মিত হইল এবং র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সোজা হইয়া বসিল। ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, একটা আঘাত করিবার জন্য সে হিংস্র দৃষ্টিতে লুশিনের দিকে চাহিল। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওঃ, এই বুঝি তোমার মত, তোমার আদর্শ? এই জন্য বুঝি তুমি তোমার ভাবী স্ত্রীকে বলেছ যে, সে ভিখারী ব'লে তুমি বেশী খুশী হয়েছ? এইজন্য বুঝি তুমি তাকে বলেছ তার মত একটা রমণীকে দারিদ্রের হাত থেকে, অপমানের হাত থেকে উদ্ধার ক'রলে তুমি খুব গর্ব্বিত হবে ব'লেই তাকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছ? দরিদ্র রমণীকে বিয়ে ক'রছ এইজন্য যে, তার ওপর যথেচ্ছাচার করবার সুবিধা হবে ব'লে। কেমন, এই না?"

তাহার বক্রোক্তিতে লুশিন চটিয়া উঠিল। কিন্তু লজ্জার ভান করিয়া বলিল, "দেখুন, আমি ঠিক্ একথা আপনার বোনকে বলিনি। আমার মনে হয় আপনার মা আপনাকে তাঁর নিজের কল্পনা অনুযায়ী এসব কথা লিখেছেন। আমি ভাবতেই পারছি না যে তাঁর মত একজন মহিলা আমার কথার এমন বাঁকা মানে ক'রে আপনার কাছে লাগিয়েছেন। এরকম নীচ মনোভাব তাঁর জান্‌লে—"

"তুমি কী একটা কথা জানো?" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কী জানো যে আর একটা কথা আমার মায়ের সম্বন্ধে বললে তোমার মাথা নীচের তলায় গড়িয়ে প'ড়বে।"

লুশিন দেখিলেন তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে। তাঁহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কোন প্রকারে বলিলেন, "দেখুন আপনার অসুখ শুনে আমি আপনার অনেক অপমান—"

"আমি অসুস্থ নই!" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"তা হ'লে তো আরও—"

"জাহান্নমে যাও!" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ পুনরায় চীৎকার করিল।

লুশিন তখন চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সে এই অপমানের একটা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইবে। সে চলিয়া গেলে সহসা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলে চলে যাও। তোমাদের অত্যাচার আমি আর সইতে পারি না। আমাকে তোমরা একা থাক্‌তে দাও—একেবারে একা!"

রাজুমিখিন্‌ বিস্মিত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজুমিখিন্ চলিয়া যাইতেই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে অসুস্থ নহে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইল আজই তাহাকে ইহাদের সকলের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই সংশয়, এই বেদনার অপরিশ্রান্ত নির্য্যাতন সে আর সহিতে পারে না। আজই সব শেষ করিয়া দিবে,—মৃত্যু দিয়া নয়, তবে? তাহার ঠিক মাথায় আসিল না কেমন করিয়া সব শেষ করিয়া দিবে। তবু সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া রাস্তায় বাহির হইল। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া সে গত কয়েক দিনের খবরের কাগজ ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া এলেনা বুড়ীর রহস্যময় হত্যার কাহিনী পড়িতে লাগিল। তথায় পুলিশ-অফিসের কেরাণী জামেটফ্ হঠাৎ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহারই সঙ্গে সেই হত্যার কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুরু করিয়া দিল। সে সবিস্তারে বলিয়া চলিল ঠিক্ কী উপায়ে সে নিজে অপহৃত টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিত। নোট জাল করিবার উপায় সম্বন্ধেও সে জামেটফ্‌কে তাহার প্ল্যান বলিল। তাহার এই অসংলগ্ন কথাবার্ত্তায়, তাহার উন্মাদের মত উচ্চ হাসি দেখিয়া জামেটফ্ বুঝিল এ ব্যক্তি কখনই আসামী নহে, দারিদ্র্যের চাপে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ এলেনা বুড়ী যে বাড়ীটায়

থাকিত সেই বাড়ীতে গিয়া ঐ ঘর দুটা ভাড়া লইতে চাহিল। তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে, তাহার উপর র্যাস্কল্‌নিকফ্-এর অদ্ভুত কথাবার্ত্তা শুনিয়া সেই বাড়ীর চাকর তাহাকে সোজা পথ দেখাইয়া দিল। জামেটফ্‌কে ঠকাইয়া তাহার মনটা কিছু হাল্‌কা হইয়াছে। তবু সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে পথের দিকে চাহিয়া সে আর একবার ভাবিল, সে এখন কী করিবে?

পথে দাঁড়াইয়া তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা তাহার সে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেল এবং একটা ভারী কণ্ঠের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লোক সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। র্যাস্কল্‌নিকফ্ তথায় গিয়া শুনিল যে একটা মাতাল ঘোড়ার পায়ের তলায় গড়াইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ভিড় ঠেলিয়া আহত ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হইতে না হইতেই সে চমকিয়া উঠিল। এ যে সেই মারমেলেডফ্! র্যাস্কলনিকফ্ তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার বাড়ী লইয়া চলিল। আরও কয়েকজন সহৃদয় পথিক ধরাধরি করিয়া সেই রক্তাক্ত দেহপিণ্ডকে বহন করিতে তাহাকে সাহায্য করিল। র্যাস্কল্‌নিকফ্ উহাদের বাড়ী চিনিত।

মারমেলেডফ্-এর বাড়ী নিকটেই। একটা ভাড়াটে বাড়ীর উপর তলায় একখানা ঘর লইয়া তাহারা থাকে। মারমেলেডফ্‌কে উপরে তুলিয়া সে সম্মুখে যাহাকে দেখিল সে সেই মারমেলেডফের-স্ত্রী ক্যাথারিণ। সে তাহার কন্যাগুলির সঙ্গে তাহার পিত্রালয়ের আভিজাত্যের কথা গল্প করিতেছিল। এতগুলি লোককে তাহার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত হতবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু

পরক্ষণেই তাহার ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্ষিপ্রহস্তে স্বামীর শয্যা বিছাইয়া দিল। সেই রক্তাক্ত জামা খুলিয়া পরিষ্কার জামা পরাইয়া দিল। বুকের একটা দিক একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল, পুরাণো ছেঁড়া কাপড় দিয়া সেই বীভৎস ক্ষতস্থান ঢাকা দিয়া রাখিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ক্যাথারিণ তাহার বড় মেয়ে পোলেন্‌কাকে শান্ত কণ্ঠে বলিল, সোনিয়াকে ডেকে নিয়ে আয়। প্রথমটা সে রক্তহীন মুখে চাহিয়াছিল বটে কিন্তু চরমতম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কোথা হইতে যেন তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিল।

এদিকে পাশাপাশি ঘরের ভাড়াটিয়া স্ত্রী পুরুষেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। আসন্ন বৈধব্যের সূচনায় বিপদগ্রস্ত এই রমণীটির দুর্দ্দশায় তাহারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কী যেন উপভোগ করিতেছে। ক্যাথারিণ চীৎকার করিয়া তাহাদের চলিয়া যাইতে বলিল। যক্ষ্মার কাশিতে সে ভাঙিয়া পড়িল কিন্তু তাহাদের নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ইহার উপর বাড়ীউলী আসিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার বক্তব্য কেবল ইহাই যে ক্যাথারিণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়ে হইলে এরূপ কখনই হইত না। যে কোন ছুতায় সে এই প্রকারে ক্যাথারিণকে অপমান করে। মারমেলেডক্‌ একটু পরে চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার আঁখি-তারকা দেখিয়া দৃষ্টির অর্থ করা যায় না। সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, শুধু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভগ্ন কণ্ঠে বলিল, "পাদ্রীকে খবর দাও।"

তাহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছে দেখিয়া ক্যাথারিণ এইবার ভাঙিয়া

পড়িল। স্বামীর অন্তিম মুহূর্ত্তে তাহার বুক ফাটিয়া যে কান্না বাহির হইতেছিল তাহাকে সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। রোগ-পাণ্ডুর ক্ষীণ দেহ লুটাইয়া পড়িয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। লেডা নীরবে কাঁদিতেছিল। লেডা মারমেলেডফ্-এর বেশী প্রিয়, তাহার দিকে চোখ পড়িতেই মারমেলেডফ্-এর চোখে জল আসিল। এই শীতে উহার দেহে প্রায় কোন আবরণই নাই। ক্যাথারিণ স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তুমি তো জানো কেন ওর পরবার কিছু নেই। কেঁদে কী হবে?" সে পুনরায় কেমন যেন কঠিন হইয়া উঠিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন আর পাঁচ মিনিট মাত্র, তারপরেই মারমেলেডফ্-এর সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। ধর্ম্মযাজক পুরোহিত আসিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন। কন্যা দুইটিকে লইয়া ক্যাথারিণ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিল। সে প্রার্থনা কেহ শুনিল না তবু র‍্যাস্কল্‌নিকফ্-এর মনে হইল যে ক্যাথারিণ স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই করিল।

এমন সময় ভিড় ঠেলিয়া ধীর পদক্ষেপে মারমেলেডফ্-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা সোনিয়া পিতার পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রঙীন বেশভূষা, তাহার বারবণিতাদিগের মত টুপী, সমস্তটা মিলিয়া যেন তাহাকে এই ঘরের মধ্যে অত্যন্ত লজ্জা দিল। র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ চাহিয়া দেখিল হীন বারবণিতার বেশে যে মেয়েটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার মুখটি কী কৃশ, তাহার দৃষ্টিতে কী গভীর উদ্বেগ, কী অকলুষ মমতায়

স্নিগ্ধ! কন্যার এই বেশ, এই লজ্জা পিতাকে বিঁধিল। তখন তাহার কথা কহিবার শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। একবার শুধু ব্যাকুল বলে উঠিবার চেষ্টা করিয়া মারমেলেডফ্ ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, "সোনিয়া, আমায় ক্ষমা কর্ মা—আমি"—পিতা হইয়া কন্যাকে যে পাপের পথে নামাইয়া দিয়াছে সেই কথা স্মরণ করিয়া সে একবার ক্ষমা চাহিল কিন্তু আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রাণহীন দেহ শয্যার প্রান্ত হইতে মেঝেয় পড়িয়া গেল! সকলে মিলিয়া যখন তাহাকে তুলিয়া ধরিল, তখন পৃথিবীর কোন লাঞ্ছনা আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সোনিয়া পিতাকে কোলে তুলিয়া লইল। ক্যাথারিণ স্বামীর মৃতদেহের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "যাক্, চলে গেল।"

সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ছোট ছোট কন্যা দুইটিকে লইয়া যে রমণীটি এইমাত্র তাহার একমাত্র অবলম্বনটুকু হারাইয়া ফেলিল, তাহার জীবনে একদিনও সুখ ছিল না—অনাহারে সে যক্ষ্মাগ্রস্ত। তথাপি ঈশ্বর তাহাকে আজ যে শাস্তি দিলেন তাহার জন্য সমবেদনা জানাইবে কোন ভাষায়? নিদারুণ বেদনায় চাপা কণ্ঠের ক্রন্দনরোলে র‍্যাস্কল্‌নিকফের বুক যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মায়ের টাকার মধ্যে অবশিষ্ট যে কয়টা টাকা সে রাজুমিথিনের নিকট হইতে পাইয়াছিল তাহার সব কয়টা সে ক্যাথারিণের হাতে গুঁজিয়া দিল। ক্যাথারিণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে সংক্ষেপে বলিল, "গত সপ্তাহে আপনার স্বামী আমায়, তাঁর সব কাহিনী ব'লেছিলেন। তিনি আপনাদের সকলের জন্যই খুব ভাবতেন। আপনাকে তিনি শ্রদ্ধা

ক'রতেন খুব। আমি তাঁর বন্ধু—আমার বন্ধুত্বের ঋণ কিছু শোধ ক'রতে দিন। এই সামান্য টাকা কয়টা হয়তো আপনার প্রয়োজনে লাগবে। আমি কাল আবার নিশ্চয়ই আস্‌বো।"

কেমন করিয়া যে পথে নামিয়া পড়িয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ একটি শিশু কণ্ঠের আহ্বানে সে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, পোলেন্‌কা ছুটিতে ছুটিতে তাহার দিকে আসিতেছে।

"মা আর দিদি আপনার ঠিকানা জান্‌তে চাইলেন।" পোলেন্‌কা কাছে আসিয়া বলিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ঠিকানাটা বলিল। তারপর হঠাৎ সে পোলেন্‌কাকে কাছে টানিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি তোমার দিদিকে ভালবাসো?"

"সকলের চেয়ে বেশী।"

"তোমার বাবা তোমায় ভালোবাস্‌তেন?"

"বাবা লেডাকে বেশী ভালোবাস্‌তেন। ভালো থাকলে বাবা প্রায়ই আমাদের বাইবেল আর গ্রামারের বই দিতেন আর প্রার্থনা ক'রতে শেখাতেন। প্রার্থনা ক'রলে মাও রাগ ক'রতেন না!"

"তুমি প্রার্থনা ক'রতে জানো?"

"হ্যাঁ, জানি। দিদির জন্য আমরা প্রায়ই মেরীর কাছে প্রার্থনা করি।"

"আমার নাম রোডিয়ন্‌—তুমি আমারও জন্য প্রার্থনা ক'রো।"

"ক'রবো, রোজ তোমার জন্য প্রার্থনা ক'রবো।"

পরম স্নেহে বালিকাটিকে সে চুম্বন করিল। পোলেন্‌কা উৎফুল্ল

ভাবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আবার চলিতে শুরু করিল।

এই সে ঢের পাইয়াছে! আর সে মরিতে চাহে না। কেমন করিয়া অকস্মাৎ যেন সে জীবনের মধ্যে, বাঁচিয়া থাকার মধ্যে অর্থ খুঁজিয়া পাইল। কয়েক ফুট জমি পাইলেই সে বাঁচিয়া থাকিবে। এই মুহূর্ত্তে যেন সে নূতন জীবন লাভ করিল। আর তাহার কোন রোগ নাই। শক্তি চাই—শক্তি! র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ শুধু শক্তির জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিল। এতদিনে যেন মনে তাহার শান্তি ফিরিয়া আসিল। সে বাঁচিয়াই থাকিবে—জীবন নিঃশেষ হইবার নহে।

রাজুমিখিনের বাড়ী গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌-নিকফ্‌ বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে রাজুমিখিন্‌ তাহাকে অনেক কথাই বলিল। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রেস্তোরাঁয় তাহার অদ্ভুত কথাবার্ত্তায় জামেটফ্‌ তাহাকে পাগল ভাবিয়াছে এইজন্য রাজুমিখিন্‌ অনুযোগ করিল। একবার তাহার মনে হইল যে রাজুমিখিন্‌কে সব কথা বলিয়া ফেলে। কী এমন-কাজ সে করিয়াছে? কিন্তু পরক্ষণেই সে চুপ করিয়া গেল। শুধু মারমেলেডফের স্ত্রীকে টাকা দেওয়ার কথা বলিল আর বলিল যে, সে পালকের মত কোমল অথচ আগুনের মত দীপ্তিময়ী একজনকে দেখিয়া আসিয়াছে। কথাটা বলিতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। নিমেষে চোখে অন্ধকার দেখিয়া সে সামনে যাহা পাইল তাহাই ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চোখ চাহিয়া দেখিল এটা তাহাদেরই বাড়ীর সিঁড়ি।

তাহার নিজের ঘরে ঢুকিতে সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। একী! তাহার মা ও ভগিনী ডুনিয়া তাহার ঘরে বসিয়া নাস্টাসিয়ার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল যে আজই তাঁহাদের আসিবার কথা ছিল। তাহাকে দেখিয়া আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া ডুনিয়া ও তাহার মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু সে তখন পাথরের মত কঠিন নিস্পন্দ। একবার সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াই র‍্যাস্কল্নিকফ্ জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। এই মুহূর্ত্তে কী একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে অকস্মাৎ অভিভূত করিয়া দিল। ঐ একটিমাত্র কথা সে মাতা ও ভগ্নীর সম্মুখে স্মরণ করিতে চাহে নাই। কিন্তু জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর সেই কথাটা এখনই তাহার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রাজুমিখিন্ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া র‍্যাস্কল্নিকফের চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ডুনিয়া ও তাহার মাতাকে বার বার সান্ত্বনা দিয়া সে তাহাদের কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে বলিল। মাতা ও ভগ্নী উভয়েই রাজুমিখিনের নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করিলেন। এই সহৃদয় যুবকটির কথা তাহারা নাস্টাসিয়ার নিকট ইতিমধ্যেই শুনিয়াছিলেন। র‍্যাস্কল্নিকফের জ্ঞান হইতেই রাজুমিখিন্ ডুনিয়ার হাত ধরিয়া ভ্রাতার নিকট আনিয়া হাজির করিল।

৭

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিল তখন তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার মাতা ও ভগিনী উভয়েই ভীত হইলেন। তাহার অপ্রসন্ন, চিন্তাগ্রস্ত মুখের উপর এমন একটা ছায়া দেখা গেল যাহার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাতা ও ভগিনীর সস্নেহ আগ্রহ এবং যত্ন উপেক্ষা করিয়া সে রাজুমিখিন্‌কে বলিল, "তোমরা এখন চ'লে যাও। কেন তোমরা আমায় জ্বালাতন করো? যাও আজকের মত। এখন তোমাদের থাকবার কোন দরকার নেই! যাও, এখনি যাও!

মায়ের চোখে জল আসিল। যাহাকে চোখের দেখা দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন সেই প্রাণাধিক পুত্র তাঁর এ কী বলিতেছে! কিন্তু যাইতেই হইবে। যতদূর তাঁহারা শুনিয়াছেন এ তাঁহার পুত্রের ব্যাধি! রুগ্ন ব্যক্তিকে শান্তিতে থাকিতে দিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ডুনিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, আজই সে লুশিনকে লাথি মারিয়া নিচে ফেলিয়া দিতে গিয়াছিল। ডুনিয়া যদি তাহার জন্য নিতান্ত ত্যাগ-স্বীকার করিয়া লুশিন্‌কে বিবাহ করে তাহা হইলে ভগিনীর এ ত্যাগ সে গ্রহণ করিবে না।

তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল যেন সে প্রলাপ বকিতেছে। কিন্তু র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ জানাইয়া দিল যে সে একথা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বলিতেছে। সে বলিয়া চলিল, "ভয় নেই আমি বিকারের ঘোরে কথা বল্‌ছি না। আমি জানি ডুনিয়া, এ বিয়েতে তুমি অনেক নিচে নেমে যাবে। তোমাকে অনেক হীনতা স্বীকার ক'রতে হবে। আমার সমাজে কোন স্থান নেই ব'লে তুমি আমার জন্য যে এতটা অপমান সহ্য ক'রে বিয়ে ক'রবে এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তুমি যদি এই লোকটাকে বিয়ে করো তাহ'লে আমি আর তোমায় আমার বোন্‌ ব'লে মনে ক'রবো না। দেখো, বেছে নাও, হয় তোমার ভাই—না হয় লুশিন্‌। দেখো, ভেবে দেখো"—

অত্যধিক উত্তেজনা সহিতে না পারিয়া সে পুনরায় বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। ডুনিয়া তাহার দিকে শুধু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার মা ছুটিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু রাজুমিখিন্‌ তাঁহাকে বাধা দিল। পরক্ষণেই রাজুমিখিন্‌ তাঁহাদের ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল।

এই রাত্রে তাঁহারা যাইবেন কোথা ? র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌-এর মায়ের ইচ্ছা যে এই বাড়ীতে রুগ্ন পুত্রের কাছাকাছি কোথাও রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু রাজুমিখিন্‌ জানে যে বাড়ীউলী সেটা ঠিক্‌ পছন্দ করিবে না। রাজুমিখিন্‌ অনেক বুঝাইয়া লুশিন্‌ যে বাসা তাঁহাদের জন্য ভাড়া করিয়াছিল সেই বাড়ীতেই তাঁহাদের লইয়া গেল।

ডুনিয়া ও তাহার মাতা রাজুমিখিন্‌কে যতই দেখেন ততই বিস্মিত হন। রাজুমিখিন্‌ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সম্বন্ধে যাহা যা

বলিল তাহাতে এই কথাটি কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সহৃদয় যুবকটি তাহার বন্ধুকে একান্তভাবে ভালোবাসিয়া তাহার সকল দোষগুণ তাহার গূঢ়তম মনোবিকারও স্নেহের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধেও তাহার আচরণ অভাবনীয় মমতায় ভরা। সে এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্ব সহজেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। রাজুমিখিন্ শুধু তাঁহাদের নিরাপদে রাখিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইল না। সে তাহার বন্ধু ডাক্তার জোসিমফ্‌কে সঙ্গে করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বাড়ী লইয়া গেল। এইমাত্র র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের চোখে মুখে যে নিদারুণ রোগের ভয়াবহ ছায়া দেখা গিয়াছিল তাহাতে ডুনিয়া ও পুলচেরিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছেন এবং সে নিজেও রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার জোসিমফ্‌কে সে সারারাত্রি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের গৃহপার্শ্বে বসাইয়া রাখিল এবং নিজে একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া ঘরের বারান্দায় পড়িয়া রহিল। এদিকে ডুনিয়া ও পুলচেরিয়াকে সে আশ্বাস দিয়া আসিল যে, যদি কিছু অঘটন ঘটে তাহা হইলে সে রাত্রিতেই তাঁহাদের সংবাদ দিয়া যাইবে এবং পরদিন প্রভাতেই তাঁহাদের র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের নিকট হাজির করিবে।

রাজুমিখিন্‌কে ডুনিয়ার বড়ো অদ্ভুত লাগিল। সে দেখিল এ লোকটিকে এই বিপদে তাহাদের একমাত্র বন্ধুরূপে পাইয়া তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে, লোকটির হৃদয়ে পরিচয়ও যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া উপায় নাই।

তথাপি এই লোকটির কথাবার্ত্তায়, তাহার নাটকীয় ভাবভঙ্গীতে এমন একটা কিছু রহিয়াছে যাহা অবিমিশ্র 'পরদুঃখকাতরতা নহে। রাজুমিখিন্ বার বার ডুনিয়া সম্বন্ধে এমন স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে যাহাতে নিঃসংশয়ে একটি দুরন্ত হৃদয়ের আত্ম-নিবেদন বলা যাইতে পারে এবং যাহা সদ্য পরিচিত যুবকের পক্ষে নিতান্ত অশোভন এমন কি অপমানসূচক। রাজুমিখিন্ নতজানু হইয়া ডুনিয়াকে নিরাপদে রাখিবার ও স্বয়ং তাহার ভ্রাতার দায়িত্ব লইতে প্রতিশ্রুত হইল এবং আরও যাহা বলিল তাহা অসংলগ্ন হইলেও তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ অসাধারণ বুদ্ধিমতী ডুনিয়ার অগোচর রহিল না। লুশিনের বাসায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ডুনিয়া যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অনুমান সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাজুমিখিন্ তাহার আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যদিও বার বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে এবং তাহার এরূপ অভদ্র আচরণকে সুরাপান-জনিত প্রলাপ বাক্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছে তবু তাহার জ্বলন্ত দুই চোখ হইতে যে দৃষ্টি ডুনিয়ার সারা অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিতেছিল তাহা মনে করিয়া এই গভীর নিশীথে ডুনিয়া যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে রাজুমিখিন্ একপ্রকার কম্পিত হৃদয়ে ডুনিয়াদের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে নিজেকে সে তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিয়াছে। মদ্যপ হইয়া জ্ঞান হারাইয়া একটি সুন্দরী যুবতীর আশ্রয়হীনতার সুযোগ লইয়া

সে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছে। তাহার রূপের প্রশংসা করিতে গিয়া সে আপন নির্লজ্জ দুশ্চরিত্রতার পরিচয়ই দিয়াছে। গত রাত্রের আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার আর পা চলে না। কে জানে তাঁহারা কী ভাবিতেছেন? আজ যদি তাঁহারা তাহাকে কটু কথা বলিয়া অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন তাহা হইলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার ভাষা জোগাইবে না। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে ডুনিয়াদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুল্‌চেরিয়া ও ডুনিয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাহাকে সাদরে প্রাতরাশ খাইতে আহ্বান করিলেন। পুত্রের বন্ধুকে পুল্‌চেরিয়া পুত্রের মত দেখিতে লাগিলেন। আজ সকালেই তিনি লুশিনের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছেন। সে পত্র তিনি রাজুমিখিন্‌কে পড়িতে দিলেন। লুশিন্ তাহার পত্রে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ যে তাহাকে অপমান করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছে। সে আজ রাত্রে পুল্‌চেরিয়া ও ডুনিয়ার সঙ্গে একটা পাকা কথা কহিতে চায় কিন্তু যদি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইবে। পরিশেষে সে জানাইয়াছে যে কাল সন্ধ্যায় র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ একটি সদ্য বিধবাকে তাহার স্বামীর শেষকৃত্য করিতে সাহায্য করিবার নাম করিয়া তাহার সুন্দরী যুবতী কন্যাকে প্রচুর অর্থ দিয়া আসিয়াছে। সে ইহা সচক্ষে দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে যে ঐ মেয়েটির চরিত্র ঠিক্ ভদ্র ঘরের মেয়ের মত নহে।

চিঠিখানি পড়িয়া রাজুমিখিন্ লুশিনের নীচ অভিযোগে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল কিন্তু ডুনিয়ার ভাবি স্বামী সম্বন্ধে কোন কটুক্তি করিলে পাছে তাহা অপমানকর শুনায় এই আশঙ্কায় সে চুপ করিয়া রহিল। পুল্‌চেরিয়া ভাবী জামাতা ও পুত্রের মধ্যে এই অসন্তোষে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি রাজুমিখিন্‌কে একান্ত নিকট আত্মীয়ের মত তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজুমিখিন্ জানাইল যে এক্ষেত্রে ডুনিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাই সমীচীন।

ডুনিয়া জেদ করিয়া বলিল, "আজ রাত্রে লুশিনের সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা হবে তখন রোডিয়ন্ নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাক্‌বে। এখন চল তো আমরা তার কাছে যাই। বেলা অনেক হ'ল—সেখানে গিয়ে যা হয় একটা কিছু ঠিক্ করা যাবে।"

তাহাই হইল, সকলে মিলিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বাসায় আসিতে আসিতে রাজুমিখিনের মনে হইল যেন তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাষাণ-ভার নামিয়া গেল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বাসায় যাইতেই ডাক্তার জোসিমফ্ তাঁহাদের জানাইলেন যে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ সারারাত্রি ঘুমাইয়াছে এবং সকাল হইতে বেশ প্রফুল্ল আছে। ডাক্তার জোসিমফ্ তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলে সকলে র‍্যাস্‌কলনিকফের ঘরে প্রবেশ করিলেন। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ হৃষ্ট মনে ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরিয়া বসিয়া ছিল। হাত-মুখ ধুইয়া সে যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে।

যদিও তাহাকে ঈষৎ দুর্ব্বল দেখাইতেছিল তথাপি পুল্‌চেরিয়া পুত্রের মুখে হাসি দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ হাসিমুখে ডুনিয়াকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। রাজুমিখিন্‌ ভ্রাতা ও ভগ্নীর মিলন দেখিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে যেন আরও অনেকটা ভালোবাসিয়া ফেলিল। কাল ডুনিয়া যে রূঢ় আঘাত পাইয়াছিল আজ আর তাহার লেশমাত্র নাই দেখিয়া রাজুমিখিন্‌ বোধ করি কাহারও অপেক্ষা কম সুখী হইল না।

মাতা-পুত্রে নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। পুল্‌চেরিয়া রাজুমিখিনের অনেক প্রশংসা করিলেন। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সস্নেহে বলিল, "ওর কথা আর ব'লো না মা। ওকে আমি শুধু গালাগালি দিই আর দূর ছেই করি। ও কিন্তু আমায় ছাড়ে না—"

গল্পগুজবে সকলের মন হইতে কল্যকার গ্লানি একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। রাজুমিখিন্‌ চলিয়া যাইতেছিল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহাকে ধমক দিয়া বসাইয়া রাখিল। আজ যেন সকলকেই আপনার জন ভাবিতে পারিয়া সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। কেবল মাতা ও ভগিনীর উদ্বেল স্নেহের স্পর্শ পাইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল এতটা স্নেহের যোগ্যতা আর তাহার নাই। এই কথাটা মনে হইতেই সে যেন বুকের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিল। মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম আতপ্ত স্নেহ-স্পর্শ পাইয়াও যে বার বার তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া যাইতেছিল তাহা বোধ করি অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহই পুরাপুরি জানিতে পারিল না।

হঠাৎ এক সময় র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ডুনিয়াকে বলিল, "কিন্তু ডুনিয়া তুমি কিছুতেই ঐ লুশিনটাকে বিয়ে ক'রতে পারবে না। আমার দুরবস্থা ঘটেছে ব'লে তুমিও যে এতটা অপমান সইবে এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হবে, আমি কাজকর্ম্ম পাবো এই জন্য যে তুমি এতটা ত্যাগ স্বীকার ক'রে ঐ জানোয়ারটাকে বিয়ে কর্ব্বে এ কিছুতেই হবে না। এ তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ওকে বিয়ে ক'রলে আমি আর—"

বাধা দিয়া ডুনিয়া বলিল, "তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌ছো দাদা, আমি বিয়ে ক'রছি আমারই ভালোর জন্য। তবে আমার ভালো হ'লে যদি তোমাদেরও কোন সুবিধা হয় সে আলাদা কথা। আর তা ছাড়া উনিই বা আমাকে দিনরাত্রি অপমান ক'রতে যাবেন কেন? উনি হয়তো আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারবেন পরে। উনিও হয়তো—"

ডুনিয়া আর বলিতে পারিল না, আপনার সহোদরের নিকটে নিজে যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানে তাহাই সত্য প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সে নিদারুণ লজ্জায় চুপ করিয়া গেল।

র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ বলিয়া উঠিল, "তুমি নিজেই জানো তা' হবে না। স্ত্রীর সত্য মর্য্যাদা ও তোমায় দেবে না—দিতে পারে না। না—না, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আমি জানি তুমি তাকে কোন দিনই শ্রদ্ধা ক'রতে পারো না। যাকে শ্রদ্ধা করো না শুধু মা আর ভাই সুখে থাকবে বলে তাকেই—না—না এ হবে না, কিছুতেই না।"

ডুনিয়া একথার প্রতিবাদ করিল কিন্তু তাহার নিজের কানেই সে প্রতিবাদ অত্যন্ত ক্ষীণ শুনাইল।

পুল্‌চেরিয়া লুশিনের চিঠিটা ছেলের হাতে দিলেন। প্রাণাধিক পুত্রের কাছে কোন প্রকার লুকোচুরি করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে ইহা তিনি কোন মতেই ভাবিতে পারেন না। চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ লুশিনের চতুরতায় হাসিল। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। চিঠিতে শুধু কয়েকটা ইঙ্গিত আছে মাত্র। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তখন সব কথা খুলিয়া বলিল। তাহার কল্যকার অনুচিত বদান্যতার জন্য একটু পূর্ব্বে সে মায়ের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে। মাকে ইতিমধ্যেই সে সব ব্যাপারটা বলিয়াছে। এখন শুধু আরও খুলিয়া বলিল যে, যে মেয়েটির কথা লুশিন চিঠিতে লিখিয়াছে তাহাকে সে কালই প্রথম দেখিয়াছে এবং টাকাটা সে সেই বিধবাকেই দিয়াছে, ঐ মেয়েটিকে দিবার কোন হেতু নাই।

পুত্রের অকপট স্বীকারোক্তিতে মায়ের মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না। ডুনিয়া বলিল, "ও চিঠিতে যাই মানা থাক্ তোমাকে আজ রাত্রে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে!"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সম্মত হইল। ডুনিয়া রাজুমিথিন্‌কেও আসিতে অনুরোধ করিল। ব্যাপারটা এত সহজ হইয়া গেল দেখিয়া পুল্‌চেরিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

এমন সময় নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়া একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চোখে তাহার ভীত দৃষ্টি, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই সে

আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি ভিতরে আসিতেই সকলে পরম বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার জীর্ণ বেশ, তাহার মলিন টুপী, তাহার ত্রস্ত মুখচ্ছবি তাহাকে সম্পূর্ণ অচেনা করিয়া না তুলিলেও কল্যকার বেশভূষা তাহাকে যে শ্রেণীর জীব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল আজ আর যেন সে কথা মনেই পড়ে না। সকলে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি আরও অপ্রতিভ হইয়া গেল, কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, এইবার কহিল, "তুমি! সোনিয়া—সোনিয়া সেমেনভ্‌না মারমেলেডফ্‌!"

লুশিনের চিঠিটা তখনও তাহার হাতেই ছিল। এই মেয়েটি সম্বন্ধে চিঠিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া একবার তাহার মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই সোনিয়ার লজ্জারক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "এসো, এই চেয়ারটায় বস। আমি তোমায় এখানে আশা করি নি। ক্যাথারিণ বোধ হয় তোমায় পাঠিয়েছেন?"

সোনিয়া বসিল, তাহার হাত-পা যেন কাঁপিতেছে। এই সম্ভ্রান্ত মহিলা দুইটির পাশে তাহার মত একটা মেয়ে কোন্ সাহসে আসন গ্রহণ করিল এই কথাটা মনে হইতেই সে পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকেই আস্‌ছি। তিনি আপনাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যে তাঁর

আত্মীয়স্বজন যথন কেউ নেই তখন আপনাকেই কাল বাবার শেষ কৃত্যের সময় উপস্থিত থাকৃতে হবে। তারপর আপনি ওখানে কিছু জলযোগ ক'রবেন। ক্যাথারিণ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে আপনি তাঁর একথা নিশ্চয়ই রাথ্বেন। আপনি কি—"

"নিশ্চয়ই যাবো, তুমি ব'স। মা, ডুনিয়া, এঁর কথাই বল্ছিলাম। ইনি সোনিয়া সেমেনভ্না মারমেলেডফ্—এঁরই পিতা কাল হঠাৎ গাড়ী চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন।" র‍্যাস্কল্নিকফ্ সোনিয়ার সঙ্গে মাতা ও ভগিনীর পরিচয় করাইয়া দিল।

সোনিয়া পুনরায় বসিল। পুল্চেরিয়া সোনিয়ার দিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ডুনিয়া এক দৃষ্টে এই ব্রীড়াবনতমুখী শান্ত-শ্রী বালিকাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কথা ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা আলোচনা করিয়াছেন শুনিয়া সোনিয়া যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

র‍্যাস্কল্নিকফ্ প্রশ্ন করিল, "তোমাদের অন্য সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে ত? কোন গোলমাল হয়নি ত?"

"না পুলিশ কোন গোলমাল করেনি। তবে বড় গরম প'ড়েছে, একটু গন্ধও বেরুচ্ছে তাই বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা বড় আপত্তি করছে। তাদেরই জন্য বাবার সমাধি কালই দিয়ে ফেল্তে হবে।" সোনিয়া কথা বলে আর হাঁপাইতে থাকে।

"ক্যাথারিণ আবার খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা করছেন কেন? এটা তো ব্যয়সাপেক্ষ।"

"তেমন কিছু নয়। কফিন্ খুব সাদাসিদে রকমেরই হবে।

আর তা' ছাড়া ক্যাথারিণের খুব ইচ্ছে যে বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটা ভোজ দেওয়া হয়। ভোজ খুবই সামান্য হবে। আপনি জানেন তো আমাদের কী রকম অবস্থা। আপনি যদি কাল নিজে রিক্ত হয়ে অতগুলো টাকা না দিতেন তাহ'লে হয়তো সমাধি দেওয়াই—"

সোনিয়া আর বলিতে পারিল না। তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বাসায় আসিয়া সে বুঝিয়াছে যে এ লোকটি নিজে অত্যন্ত দরিদ্র এবং কাল হয়তো সে নিজের শেষ সম্বলটুকুই উজাড় করিয়া দিয়া আসিয়াছে। আপন ভোলা এই লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতার কথা বলিবার ভাষা পর্য্যন্ত সে যেন হারাইয়া ফেলিল।

পুল্‌চেরিয়া উঠিয়া পড়িলেন—তাঁহাদের এইবার বাসায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। ডুনিয়া উঠিয়া দাদার হাতটা লইয়া খানিকটা খেলা করিল। কী জানি কেন এই মুহূর্ত্তে তাহার নিজেকে অত্যন্ত সুখী বলিয়া মনে হইল। সে চলিয়া যাইবার সময় সোনিয়াকে নমস্কার করিয়া গেল। সোনিয়া যন্ত্র চালিতের মত প্রতি নমস্কার করিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সহসা রাজুমিখিন্‌কে বলিল, "তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ পরফিরিয়াস্‌-এর বাড়ী জানো?"

"হ্যাঁ, কেন বলো তো?"

"সেই বুড়ীটার কাছে যারা জিনিসপত্র বাঁধা দিত তাদের নাকি পরফিরিয়াস্‌ নানা রকম জেরা ক'রছে। আমার দুটো

জিনিস বাঁধা দেওয়া ছিল—সেগুলো যদি ছাড়ানো যায়। চলো দেখি লোকটার কাছে একবার যাওয়া যাক্।" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ সহজভাবে রাজুমিখিনের সম্মতি প্রার্থনা করিল।

"চলো। পুলিশ অফিসের চেয়ে ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ অনেক ভালো। এখনই চলো।" রাজুমিখিন্ প্রফুল্লচিত্তে যাইতে উদ্যত হইল। আজ যেন সব কিছুই সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়া যাইতেছে।

তাহারা নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইল, তাহাদের সঙ্গে সোনিয়াও রাস্তায় নামিল। তাহার বুকের মধ্যে কী যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহার বাসার ঠিকানা জানিতে চাহিল। সোনিয়া এবার আর চোখ তুলিতে পারিল না। নত নেত্রে অস্ফুট স্বরে ঠিকানা বলিয়া ফেলিয়াই যেন তাহার ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ কথা দিল যে কাল সে ক্যাথারিণের বাড়ী নিশ্চয়ই যাইবে এবং পরিহাস করিয়া বলিল যে সোনিয়ার ঠিকানা যখন সে জানিয়া লইয়াছে তখন যে কোন সময় সোনিয়ার আতিথ্য স্বীকার করিতে পারে।

বিদায় লইয়া সোনিয়া অতি দ্রুত পদে তাহার বাসার দিকে চলিল। সে মনে মনে বলিল, "হে ভগবান্, সে কী ক'রে হবে? আমার ঐ ঘরে ওঁকে আমি কেমন করে বস্‌তে দেবো?" এ তাহার কি হইল? কী করিবে সে?

সোনিয়া যখন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের কাছ হইতে বিদায় লইল ঠিক সেই সময় হইতে একটা লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল।

নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া সোনিয়া সেই লোকটাকে দেখিতে পায় নাই। বাসায় গিয়া নিজের ঘর খুলিবার সময় সেই লোকটা তাহাকে বলিল, "আপনি বুঝি এই বাড়ীতেই থাকেন? আমি আপনার পাশের ঘরেই থাকি।" বলিয়াই লোকটা তাহার সোনিয়ার পাশের ঘরের দরজাটা খুলিল।

ঐ লোকটার প্রতি মনোযোগ দিবার সময় যেন সোনিয়ার নাই। সে এখন তাহার এই অভিনব অভিজ্ঞতার নিবিড় আনন্দটুকু শুধু একা থাকিয়া নির্জ্জনে উপভোগ করিতে চায়। সোনিয়া লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা করিল না।

র্যাস্‌কল্‌নিকফ ও রাজুমিখিন্‌ যখন পরফিরিয়াসের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল তখন দুইজনেই বহুদিন পরে হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে ঠাট্টা তামাসা করিতেছিল। আজ অপ্রসন্ন হইবার কোন কারণ ঘটে নাই।

পরফিরিয়াস সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তিনি র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে যেন চিনিতেন বলিয়াই বোধ হইল। র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বলিল যে তাহার একটা ঘড়ি এলেনা বুড়ির নিকট সে বন্ধক রাখিয়াছিল। এ ঘড়িটী তাহার পিতার দান কাজেই ঘড়িটি সে ফিরিয়া পাইতে চায়। পরফিরিয়াস্‌ বলিলেন, উহার জন্য কিছু আটকাইবে না—দরখাস্ত করিলেই ঘড়িটা পাওয়া যাইবে। ব্যাপারটা এইখানেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু পরফিরিয়াস্‌ নানা ভাবে র্যাস্‌কল্‌নিকফের সঙ্গে কথা কহিতে শুরু করিলেন। এবং পুলিশ অফিসের কেরাণী জ্যামেটফ্‌ তাঁহার

সহিত যোগ দিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায় মনে হইল যেন এলেনার হত্যার সহিত র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌-এর কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পরফিরিয়াস্‌ "অপরাধ" সম্বন্ধে র‍্যাসকল্‌নিকফের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের লেখা একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিলেন যে প্রবন্ধে র‍্যাস্‌-কল্‌নিকফ্‌ বলিয়াছে যে এক প্রকার অতিমানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যাহাদের বিরুদ্ধে কোন আইন চলে না। তাহারা বৃহত্তর আদর্শের জন্য খুন-ডাকাতি প্রভৃতি যে কোন অপরাধ করিতে পারে। তাহাদের অপরাধ অপরাধ নহে। পরফিরিয়াস্‌ বলিলেন যে, এই রকম কোন আদর্শবাদীই এলেনাকে খুন করিয়াছে। পরফিরিয়াসের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। র‍্যাস্‌-কল্‌নিকফের কথায় কোথাও কোন ফাঁক পাওয়া গেল না। একটা দৃঢ় সম্বন্ধ সন্দেহ-জালের ভিতর হইতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ অনায়াসে বাহির হইয়া আসিল। প্রাণপণে সে নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পরফিরিয়াস্‌ যখন সুচতুরভাবে তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় হঠিয়া আসিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল।

পরফিরিয়াসের ফাঁদে সে ধরা পড়িল না বটে কিন্তু সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে ইহারা তাহাকেই সন্দেহ করে। যদিচ রাজুমিখিন্‌ তাহাকে বুঝাইল যে তাহাকে উহারা কিছুতেই সন্দেহ করিতে পারে না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত

করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিল যে কোথাও কোন চিহ্ন এখনো রহিয়া গিয়াছে কী না। রাজুমিখিন্‌কে বাড়ী যাইতে বলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া দেওয়ালের সেই গর্ত্তটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল যদি কিছু পড়িয়া থাকে।

প্রায় অচেতন অবস্থায় সে বীভৎস স্বপ্ন দেখিল। সে মনকে বুঝাইল সে কোন মানুষকে হত্যা করে নাই, হত্যা করিয়াছে রাষ্ট্র এবং সমাজের একটা নীতিকে। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নিজের কাছেই তাহাকে অহরহ জবাবদিহি করিতে হয় সেখানে বাহিরের জবাবদিহি সে ঠেকাইবে কী করিয়া? নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিতে গিয়া সে চক্ষের সম্মুখে যেন সীমাহীন অন্ধকার দেখিতে পাইল। কিন্তু তবু তাহাকে বাঁচিতে হইবে! কে যেন তাহাকে বলিল, সে খুনী, তাহাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। সে বলিয়া উঠিল, 'কেমন ক'রে ধরবে যদি আমি ধরা না দিই!' কিন্তু তাহার মনে হইল কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে—সে কিছুই বলিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় প্রথম চোখ্ খুলিয়া যাহাকে সে দেখিল সে একটি অপরিচিত ব্যক্তি। লোকটিকে দেখিয়া মনে হইল যে সে যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া লোকটি ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। র্যাস্কল্‌নিকফ্ চাহিয়া দেখিল লোকটি স্থূলাকৃতি, শ্মশ্রুগুম্ফের বাহুল্যবশতঃ তাহার মুখের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল না তবে তাহাকে দেখিয়াই মনে হয় যৌবনের সীমা সে বহুদিন পার হইয়া আসিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া লোকটি নিজের পরিচয় দিল, তাহার নাম বলিল, "আরকেডিয়াস্ সিড্রিগেলফ্।"

সিড্রিগেলফ্। তাহা হইলে এই লোকটিই ডুনিয়ার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহারই কামনার ইন্ধন জোগাইতে পারে নাই বলিয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল! র্যাস্কল্‌নিকফ্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটি কিন্তু সে দৃষ্টি যেন দেখিতে পায় নাই এমনই ভাবে অনর্গল কথা বলিয়া চলিল। সে জানাইল একদা তাহারই ভগিনীর প্রেমে পড়িয়া সে তাহাকে লইয়া পলাইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল এবং সেই ডুনিয়াকে সে আজও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ইত্যাদি।

লোকটার নির্ল্লজ্জতায় র্যাস্কল্‌নিকফ্ ধৈর্য্য হারাইল। দরজা

দেখাইয়া দিয়া কহিল, "তোমার কথা শোনবার সময় আমার নেই। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—একটাও কথা নয়—বেরোও!"

সিড্রিগেলফ্ হাসিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচয়টা এ রকমভাবে আরম্ভ করাটা ঠিক্ হয় নি। আপনার মেজাজটা বুঝতে পারি নি। যাই হোক, শুনুন বলি, আপনার ভগিনীর সঙ্গে আমি আমার বাগানে যেদিন দেখা করি সেই দিনটি ছাড়া আর কোন দিন তাঁর আমি কোন অসম্মান করি নি। আমার স্ত্রী মার্ফা—"

"শুনেছি তাকে তো তুমি নিজে মেরে ফেলেছ!"

"আপনি শুন্‌লেও কথাটা সত্যি নয়। সে হঠাৎ মাথার শির ছিঁড়ে মারা যায়। দু'দিন ছাড়া জীবনে কখনো আমি তাকে চাবুক মারি নি।"

ইহার পর সিড্রিগেলফ্ তাহার জীবনের ইতিহাস বলিয়া চলিল। মার্ফার মৃত্যুতে তাহার জীবনের অনেকটা ক্ষতি, অনেকখানি স্থান শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অলস লম্পট এবং মদ্যপ জীবনের কথা যখন সে অকপটে বলিয়া চলিল তখন র‍্যাসকল্‌নিকফের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল পত্নীর মৃত্যুতে সে কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। সে বলিল প্রায়ই মার্ফার ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। বলিবার অকপট ভঙ্গীর জন্য তাহার কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়। তথাপি তাহার ইতরজনোচিত রুক্ষতায় র‍্যাসকল্‌নিকফ্ অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিল এবং সিড্রিগেলফ্ যখন বলিল যে লুশিনের মত একটা বদ্ লোকের সঙ্গে ডুনিয়ার বিবাহ হইলে সে বিবাহ সুখের হইত না, তখন তাহার

অযাচিত আত্মীয়তায় র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ধমক দিয়া কহিল, "তোমার আসল কথাটা কী বলো দেখি। এক কথায় বলো নইলে—"

"ব'ল্‌ছি", সোৎসাহে সিভ্রিগেলফ্‌ বলিতে সুরু করিল, "আমার স্ত্রীর অনেক অনেক টাকা ছিল আগেই ব'লেছি। তার টাকাতেই আমার চলে। কয়েক বছর আগে আমার স্ত্রী আমাকে একসঙ্গে অনেক টাকা উপহার দিয়েছিল। আমার ইচ্ছে যে আপনার ভগিনীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রবো—আপনিও তখন উপস্থিত থাকবেন না হয়। আমি তাঁকে জানাবো যে যদি তিনি লুশিন্‌কে বিবাহ করার প্রস্তাব বাতিল করেন তা হ'লে আমি লুশিনের ক্ষতিপূরণ ক'রবার জন্য যত টাকা লাগে তাঁকে দিয়ে দেবো। আর তিনি যদি দয়া ক'রে গ্রহণ করেন তা হ'লে আমি তাঁকে আমার এই দশ-হাজার টাকা দিয়ে দেবো, মানে, আমি একদিন তাঁর যে অনিষ্ট ক'রেছিলুম এ ধরুন তারই ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হবে। ভেবে দেখুন—"

"তুমি কী পাগল হ'লে নাকি?" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল। লোকটার বদান্যতায় সে যেন অপমানিত বোধ করিল, কহিল, "তোমার সাহস তো কম নয়!"

"আমি জান্‌তুম আপনি চটে উঠবেন। কিন্তু এ টাকাটা অন্য উপায়ে ব্যয় ক'রবো। আমার হাতে এখন অনেক টাকা! আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি তাঁকে টাকা দিয়ে তাঁর কিছু উপকার ক'রতে চাই শুধু এই জন্য, যে লোকে জান্‌বে আমি কেবলই তাঁর

অনিষ্ট ক'রে যাইনি। তা'ছাড়া এ টাকা দিয়ে আমি ডুনিয়াকে আমার মহত্ত্ব দেখিয়ে মুগ্ধ ক'রতে চাইনা কেননা আমি শীঘ্রই একটী মেয়েকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি। আপনি আমাকে বিচার করুন আমার সব কথা ভালো ক'রে বুঝে। আমি যাঁর অনিষ্ট ক'রেছি তাঁর এতটুকু মঙ্গল করবারও কী অধিকার আমার নেই? আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবো।" তাহার কণ্ঠে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল।

"সে হ'তে পারে না।" কঠিন কণ্ঠে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ উত্তর দিল।

"তা হলে আমি উঠ্‌লুম।" সিড্রিগেলফ্ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দুঃখিত হইল কি না তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। শুধু অন্যমনস্কভাবে ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে। মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে আমার স্ত্রী আপনার ভগিনীর নামে তিন হাজার টাকা উইল ক'রে দিয়েছেন। আপনার ভগ্নী ইচ্ছে ক'রলে সে টাকাটা নিয়ে নিতে পারেন। আপনি তাঁকে বল্‌বেন, ভুলবেন না যেন! গুড্‌বাই!"

সিড্রিগেলফ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরক্ষণেই রাজুমিখিন্ প্রবেশ করিল, কহিল, "একটা লোক তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না? লোকটা কে হে?"

"ঐ লোকটাই সিড্রিগেলফ্। ওরই জন্য ডুনিয়াকে অনেক অপমান সইতে হয়েছে। লোকটার হাত থেকে ডুনিয়াকে রক্ষা করতে হবে। ওর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।"

"থাক্ না মতলব। ও ডুনিয়ার কী ক'রবে?"

তখন রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুই বন্ধুতে মিলিয়া ডুনিয়াদের বাসার দিকে রওনা হইল। পথে হঠাৎ র‍্যাস্কল্নিকফ্ বলিল; "দেখ রাজুমিখিন্ আমার মনে হচ্ছে এ ক'দিন যা' কিছু ঘটেছে সবই আমার কল্পনা। আসলে সব ঠিকই আছে। আমি কেবল স্বপ্ন দেখ্ছি যে ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড হয়ে গেছে।"

"চুপ করো দিকিন্। আজ আমি আবার পরফিরিয়াসের কাছে গিয়েছিলুম। সে বেটা তোমার সম্বন্ধে বাঁকা বাঁকা কথা কইছিল। ওদের বিশ্বাস যে ঐ খুনের ব্যাপারটায় তোমার কোন হাত আছে। আমি বলে এসেছি এ রকম আর একটা কথা বল্লে ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি দেখে নেবো। বেটা কী শয়তান! তুমি আর কিছু ভেবো না। ও যদি পারে তো তোমায় ধরুক।"

র‍্যাস্কল্নিকফ্ বন্ধুর হৃদয়ের পরিচয় পাইল। কিন্তু রাজুমিখিন্ যেদিন শুনিবে যে সে সত্যই আসামী! হত্যার অপরাধে যেদিন তাহার দণ্ড হইবে, সেদিন? কথাটা ভাবিতেই তাহার হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিল।

তাহারা ডুনিয়াদের বাসায় প্রবেশ করিতেই লুশিনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, লুশিন্ও ঠিক্ ঐ সময় হাজির হইয়াছে। তিনজনে একই সঙ্গে ডুনিয়ার ঘরে ঢুকিল কিন্তু কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিল না। ডুনিয়া ও পুল্চেরিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সকলকেই বসিতে বলিলেন। র‍্যাস্কল্নিক্‌কে দেখিয়াই লুশিন্ চটিয়া গিয়াছিল। সে বাড়ীর দরজা হইতেই ফিরিয়া যাইতেছিল; কেবল

ডুনিয়া ও তাহার মাতা কেন তাহার অনুরোধ (যাহাকে সে আদেশ বলিয়াই মনে করে) উপেক্ষা করিয়া ইহাদেরও আসিতে বলিয়াছে সেই কারণটা জানিবার জন্য ফিরিয়া আসিল।

সকলেই চুপ চাপ্। লুশিন্ পুল্‌চেরিয়াকে দু'একটা কুশল প্রশ্ন করিল। তারপর আবার সকলে নীরব। পুল্‌চেরিয়াই প্রথমে কথা বলিলেন, "লুশিন্ তোমার সেই আত্মীয়া মার্ফা সিড্রিগেলফ্ মারা গিয়েছে শুনেছ বোধ হয়? ওর স্বামীই ওকে মেরে ফেল্‌লে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে। সিড্রিগেলফ্ নাকি এখানে এসেছে!"

"সে কি! সিড্রিগেলফ্ সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গে এলো কেন?" পুল্‌চেরিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন, ডুনিয়ারও মুখ শুকাইয়া গেল।

"আমি ওর সব খবর জানি না। তবে মার্ফা মারা যাবার পর অনেক টাকা ওর হাতে এসেছে। বেচারী মার্ফা! স্বামীর যত ঋণ শোধ করেছে আর স্বামীকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার সিড্রিগেলফ্ খুনের দায়ে পড়েছিল, সেবারেও মার্ফার টাকার জোরেই ও বেকসুর খালাস পেয়েছিল।"

"আপনি কী ঠিক্ জানেন যে ও খুনের দায়েও প'ড়েছিল" ডুনিয়া প্রশ্ন করিল। র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতেছিল।

"আমি অবিশ্যি মার্ফার কাছে যা শুনেছি তাই বল্‌ছি। সিড্রিগেল্‌ফ্-এর কীর্ত্তির শেষ নেই। র‍্যাস্‌লিক্ বলে একটী মেয়ের সঙ্গে ওর এক রহস্যজনক সম্বন্ধ ছিল। ঐ মেয়েটীর এক বোন্‌ঝিকে একদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌তে দেখা যায়।

পুলিশ সিড্রিগেলফ্‌কে গ্রেফ্‌তার করে। প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অনেক কিন্তু মার্ফা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কেস্‌টাকে ঘুরিয়ে দিলে। আর একবার ওর একটা চাকরকে ও মেরে ফেল্‌লে, অবিশ্যি মার্ফার টাকার জোরে প্রমাণ করা শক্ত হ'ল না যে চাকরটাকে ও মারেনি, সে আত্মহত্যা ক'রেছে।"

"আমি কিন্তু শুনেছিলুম চাকরটার মাথা খারাপ ছিল—যখন তখন যা' তা' করতো। আত্মহত্যা করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আর সিড্রিগেলফ্‌ তো চাকরদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন।

"দেখুন, মিস্‌ ইউডকিসয়া র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌, আপনি যেন ঐ লোকটার ওকালতি ক'রছেন!" তাহার ওষ্ঠে একটা নীচ বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল। "আমি কী করি বলুন, লোকটাই যে শয়তান। এই দেখুন না, মার্ফার মৃত্যুর জন্যও লোকে ওকেই সন্দেহ করে। আমার মনে হয় দেনার দায়ে লোকটা জেলে পচে মরবে। মার্ফা যে টাকা রেখে গেছে সে তো ও ক'দিনেই নষ্ট করে ফেল্‌বে।"

"থাক্‌, থাক্‌, মিঃ লুশিন্‌। অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করুন।" ডুনিয়ার যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। এ লোকটা অকারণে আর একজনের নামে অযথা কুৎসা রটনা করিতেছে। ইহার নিজের সাধুতার দম্ভ অসহ্য!

"একটু আগে সিড্রিগেলফ্‌ আমার কাছে এসেছিল।" র‍্যাস্‌-কল্‌নিকফ হঠাৎ বলিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ চুপ করিয়া লুশিনের

মন্তব্যগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, তাহার এই কথায় পুল্‌চেরিয়া ও ডুনিয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"লোকটা বেশ ভদ্র এবং খোশ্‌ মেজাজের। অনেক কথা সে আমায় বলেছে। ডুনিয়া, সে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়, এ ছাড়া সে তোমায় কী যেন বল্‌তে চায়—তার একটা প্রস্তাব আছে। সে বল্‌লে মার্ফা মারা যাবার সময় তোমার নামে তিন হাজার রাব্‌ল্‌ (টাকা) উইল ক'রে দান ক'রে গেছে, তুমি সে টাকাটা তুলে আন্‌তে পারো।"

"মার্ফার আত্মা শান্তি লাভ করুক! বলিয়া পুল্‌চেরিয়া ক্রুশ-চিহ্ন আঁকিলেন।

"আর কী বল্‌লে সে?" ডুনিয়ার যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

"বল্‌লে যে তার তেমন টাকা কড়ি নেই। মার্ফার সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের নামে উইল করা আছে, তারা বড় হ'লে পাবে। আরও অনেক কথা।"

"তার কী প্রস্তাব করবার আছে বলেছে?" পুল্‌চেরিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"বলেছে বটে কিন্তু সে কথা এখানে এখন বলা যায় না।" বলিয়াই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ নির্লিপ্তভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

"আমি তা' হলে উঠি। আপনাদের আর বিরক্ত ক'রবো না।" বলিয়াই লুশিন্‌ টুপী হাতে করিল।

"কিন্তু আপনি যে আজ কী জরুরী আলোচনার করবার কথা জানিয়েছিলেন?" ডুনিয়া বলিল।

"তা' ছিল বটে। একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় নিয়ে আপনি এবং আপনার মায়ের সঙ্গে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনার ভাই যখন সিড্রিগেলফ্-এর প্রস্তাবটা আমার সাম্‌নে বল্‌তে পারেন না, আমিও ঐ গুরুতর বিষয়টা আপনার ভাইয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা ক'রতে চাই না। তা'ছাড়া আপনারা আমার একটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অবহেলা ক'রেছেন।" লুশিনের মুখখানা সহসা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সে যেন এইবার আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়া উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।

"দেখুন, আমি জানি যে আপনি আমাদের আলোচনায় আমার দাদাকে উপস্থিত হ'তে বল্‌তে নিষেধ ক'রেছিলেন। আপনার সে নিষেধ আমার কথাতেই এঁরা উপেক্ষা ক'রেছেন। আমার ভাইএর সঙ্গে আপনার যদি কোন বিরোধ ঘ'টে থাকে তা' হ'লে তার মীমাংসা ক'রতে হবে। রোডিয়ন্ যদি আপনাকে অপমান ক'রে থাকে তা হ'লে সে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রবে।"

ডুনিয়ার কথা শুনিয়া তাহার আঘাত করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। সে কহিল, "পৃথিবীতে এমন কোন ভালো লোক নেই যে সে অপমান ভুল্‌তে পারে। প্রত্যেক জিনিসের একটা সীমা আছে একথাটা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।"

"আপনাকে আমি মহৎ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই জানি।

এ রকম মনোভাব আপনি পরিত্যাগ করুন। আপনাদের মধ্যে যদি এই বিরোধের অবসান না হয় তাহ'লে আমার পক্ষে দু'জনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা কঠিন হবে! বিশ্বাস করুন, তা হ'লে হয় আমার ভাইকে পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে গ্রহণ ক'রতে হবে' না হয় আপনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে আমাকে আমার ভাই-এর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আমি দেখ্তে চাই আমার ভাবী স্বামী আমার মর্য্যাদা রেখে চলেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার কথা—"

"মিস্ ইউডকিসয়া, আপনি আপনার ভাই-এর মত একজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবককে আমার সঙ্গে সমান মর্য্যাদার আসনে বসিয়ে দিলেন—এতে আমি অপমানিত বোধ ক'রছি। আপনি হয় আমাকে নয় আপনার ভাইকে বেছে নিতে চান্। আপনি আমাদের প্রস্তাবিত বিবাহ নাকচ্ ক'রতেও দ্বিধা ক'রবেন না ব'লেই মনে হ'চ্ছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হ'চ্ছে যে আমি আপনার চোখে কত ক্ষুদ্র!"

"কী ব'ল্‌লেন? আমার ভাই-এর সঙ্গে আপনাকে একই মর্য্যাদা দিয়েছি ব'লে আপনি অপমানিত বোধ ক'রছেন? আমার জীবনে সকলের চেয়ে যা প্রিয় তার সঙ্গে আপনার তুলনা ক'রলে আপনাকে ছোট করা হয়?"

ডুনিয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। র‍্যাস্কল্‌নিকফের মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল, রাজুমিখিন্ নির্লিপ্ত ভাবে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল।

লুশিন্ এইবার যেন হিংস্র হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া কহিল, "কিন্তু স্বামীর প্রতি ভালোবাসা তার চেয়েও বড় হওয়া উচিত। কোন রকমেই আমাকে আপনার ভাই-এর সমপর্য্যায়ে ফেলা চল্‌বে না। একটা কথা এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার।" এইবার সে পুল্‌চেরিয়ার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিল, "আপনাদের আমি একদিন ব'লেছিলুম, যে-কোন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে তার স্বামীকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে। আপনার ছেলে কাল এই কথার কদর্থ ক'রে আমাকে অপমান ক'রেছেন। তাঁর বিশ্বাস যে এতে আমার কোন দুরভিসন্ধি আছে, আমি তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে অত্যন্ত হীনভাবে রেখে দেবো। আপনার চিঠিতে নিশ্চয়ই আপনি তাঁকে আমার কথার ঐরূপ অর্থ ই জানিয়েছেন।"

"আমার তো তা' মনে প'ড়ছেন।"

"তা হ'লে কী আমিই ভুল বুঝেছি ?"

"কিন্তু তুমি যেন রোডিয়নের দোষ ধ'রতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রেছ! আজ চিঠিতে তুমি ওর নামে মিথ্যা অভিযোগ ক'রেছ।"

"কোন অসত্য লিখেছি বলে আমার মনে প'ড়ছে না।"

এতক্ষণে র‍্যাসকল্‌নিকফ্ কথা কহিল। সে লুশিনের দিকে না তাকাইয়া কহিল, "আপনি লিখেছিলেন যে সেই সদ্যবিধবাটিকে সাহায্য করার নাম ক'রে আমি মৃতব্যক্তির কন্যাকেই টাকা দিয়েছি। সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রবার জন্য আপনি ঐ মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছেন। ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।"

"আপনি ঐ মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে সততার দাবী ক'রতে পারেন? আপনি ঐ মেয়েটিকে ভদ্র সমাজে স্থান দিতে পারেন?" লুশিন্ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

"আপনি ঐ মেয়েটির একটি আঙ্গুলেরও যোগ্য নন্। আমি তাকে আজই আমার মা ও বোনের পাশে বসতে দিয়েছি!"

"রোডিয়ন্।" পুল্‌চেরিয়া চীৎকার ক'রিয়া উঠিলেন। লুশিন্ হাসিল, নির্ম্মম বিদ্রূপে তাহার ওষ্ঠ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

"ব্যাস্, আর কোন কথা নয়! আমি চল্‌লাম, আশা করি এরকম ভাবে আর আমাকে অপমানিত ক'রবার জন্য ডাকবেন না। মিসেস্ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্, আপনাকেই আমি ঐ অনুরোধ ক'রেছিলাম।"

"তোমাকে বলা হ'য়েছে যে কেন তোমার কথা রাখা হয় নি। আমরা গরীব ব'লেই কি তোমার কথাটা আদেশ মনে করে মেনে চল্‌বো?"

"এখন আর সে কথা বলি কি ক'রে! মার্ফার তিন হাজার টাকা যখন পাচ্ছেন তখন আর আপনাদের এই অপমানে আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি না।" লুশিনের তিক্ত কণ্ঠ যেন চিরিয়া গেল।

"আপনি তা হ'লে আমাদের দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়েই আত্মীয়তা করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন?" ডুনিয়া কহিল।

"এখন আর তা' বলা চলে না—বিশেষ' ক'রে যখন সিড্রিগেলফ্ আপনার কাছে কী একটা প্রস্তাব ক'রছে শীঘ্রই!"

"ডুনিয়া,আরও লজ্জিত হতে চাও?" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ প্রশ্ন করিল।

"না, দাদা!" রাগে অপমানে ডুনিয়ার মুখে যেন রক্ত উঠিয়া আসিল, তথাপি সংযত কণ্ঠে কহিল, "পিটার লুশিন্‌, ঘর থেকে বেরিয়ে যান্‌!"

লুশিন্‌ এতটা ভাবিতে পারে নাই। সে কহিল, "ভেবে দেখ ডুনিয়া কী ব'ল্‌ছ, এর ফল কী হবে—"

"বেরিয়ে যাও ঘর থেকে! তোমার লজ্জা ক'রছে না?" ডুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বুঝেছি। হাওয়া তা' হ'লে এই দিকেই বইছে! কিন্তু পুল্‌চেরিয়া আপনার কথা শুনে আমার কিছু খরচপত্রও হ'য়েছে। সেটা কি—"

"খরচপত্র! যাই হোক্‌ সে তুমি পাবে।"

"আর একটা কথা। মিস্‌ ইউডকিসয়া বোধহয় ভোলেন নি যে আমি যখন তাঁর পাণি-প্রার্থনা করেছিলুম তখন তাঁর সম্বন্ধে সমাজে যে আলোচনা হ'ত সেটা ঠিক ভদ্র কন্যার সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় না। আমি অবিশ্যি তখন তাঁকে বিশ্বাসই ক'রেছিলুম। এখন আমার চোখ্‌ খুলেছে—সমাজের মতামত অগ্রাহ্য করা দেখছি ঠিক্‌ হয় না। সবটাই মিথ্যা গুজব নয়—"

শেষ আশাটুকু যখন আর রহিল না তখন লুশিনের সকল ভদ্রতার আবরণ নিমেষে খসিয়া গেল।

রাজুমিখিন্‌ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "লোকটার মাথাটা না ভেঙে দিলে এখান থেকে যাবে না দেখ্‌ছি!"

সে লুশিনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছিল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহাকে

ধরিয়া দাঁড়াইয়া লুশিনকে কহিল, "আর একটা কথা নয়। যাও, নইলে—"

লুশিন্ আর দাঁড়াইল না। ক্রোধে, অপমানে সে জ্ঞান হারাইয়াছিল তথাপি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাহার মনে হইল যে এখনো নিরাশ হইবার কিছু নাই—হয় তো আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে।

লুশিন্ চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ সকলেই প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিল। ডুনিয়া যদিও আজিকার এই অপ্রীতিকর ঘটনাটার কথা মনে করিয়া মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করিতেছিল তথাপি সেও ক্রমশঃ খুশী হইয়া উঠিল। রাজুমিখিন্ সানন্দে একটা পুস্তকের ব্যবসা ফাঁদিবার পরিকল্পনা করিতেছিল। সে সবিস্তারে তাহার পরিকল্পিত ব্যবসার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতেছিল। তাহার মানে, সে, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ ও ডুনিয়া তিন জনেই ব্যবসার অংশীদার হইবে! তাহারা পুস্তক প্রকাশ করিবে—সে নিজে অন্যান্য ভাষার পুস্তক রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবে। তাহার কথায় র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ও সোৎসাহে বলিল যে, ইহাতে তাহারও প্রচুর সম্মতি আছে, সে নিশ্চয়ই একজন অংশীদার হইবে।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ যোগদান করায় রাজুমিখিন্ রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার খুড়া তাহাকে শীঘ্রই কয়েক হাজার টাকা দিবেন, কাজেই টাকার জন্য আট্‌কাইবে না। এই বাড়ীটাই ভাড়া লওয়া যাইবে। সে পুল্‌চেরিয়াকে কহিল, "আপনারা খুব সুখে থাক্‌বেন। এই বাড়ীতেই রোডিয়নের সঙ্গে আপনারা থাক্‌তে

পারবেন, আমরা ব্যবসা চালাবো—একি! রোডিয়ন্ তুমি উঠ্‌ছ কেন? এখনই যাচ্ছ কোথায়?"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা বলিল, "এই হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা! মা, ডুনিয়া তোমরা আমার খোঁজ ক'রো না। আমি এই কথাটা আরও আগে বল্‌বো মনে ক'রেছিলুম কিন্তু ভুলে গিয়েছি!"

কথাগুলো যেন সম্পূর্ণ তাহার অজ্ঞাতে সে বলিয়া গেল। "আমাকে তোমরা ত্যাগ করো—আমি একা থাকতে চাই। দরকার হ'লে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো—হয়তো সব ঠিক হ'য়ে যাবে কিন্তু এখন আমি যাই—আমি যাই—"

পুল্‌চেরিয়া ও ডুনিয়া তাহার হাত ধরিলেন। এ কী হইল। মাতা ও ভগ্নী উভয়েরই চোখে জল আসিল।

"কী হ'ল? রোডিয়ন্ আমাদের কাছে থাক্ বাবা—আমরা তোর কী করেছি?" পুল্‌চেরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার হাতদু'টা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া ডুনিয়া কহিল, "দাদা, তোমার কী দয়ামায়া নেই? মা কাঁদছেন্ দেখছো না—কী হ'ল তোমার?"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ কাহারও কথা শুনিতে পায় নাই—নিজে কী বলিল তাহাও সে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। মাথা নিচু করিয়া অস্ফুটস্বরে সে কহিল, "কিছু নয়—কিছু নয়। আমি আবার ফিরে আসবো—ফিরে আসবো!"

আপন মনে কী যেন বলিতে বলিতে ডুনিয়ার হাত ছাড়াইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

"উঃ, কী ভীষণ স্বার্থপর, নির্দ্দয় তুমি দাদা!" ডুনিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল।

"নির্দ্দয় নয়—ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি দেখি যদি ওকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি!"

রাজুমিখিন্ তাহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিল, কিন্তু র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ ফিরিল না, শুধু শান্ত কণ্ঠে কহিল, "তুমি ওদের সঙ্গে থেকো ভাই—কাল হয়তো কিছু ঘট্‌বে! না হয় আমি হয়তো ফিরে আসবো!" রাজুমিখিন্ তাহাকে কী প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল সে বাধা দিয়া কহিল, "কোন প্রশ্ন ক'রো না। শুধু আমায় একা চলে যেতে দাও--একা!"

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাহার সর্ব্বশরীর যেন প্রচণ্ড শীতে তুষারের মত শীতল হইয়া আসিতে লাগিল—এইমাত্র তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক সত্য যেন সে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছে!

রাজুমিখিন্ ফিরিয়া আসিয়া ক্রন্দনরতা দু'টি রমণীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সেই এখন তাঁহাদের পুত্র, বন্ধু, সহচর!

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সোজা সোনিয়ার বাসার দিকে চলিল। একটি দোতালা ভাড়াটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দরজি ক্যাপারনমুমফ্‌এর ঘর খুঁজিয়া বাহির করিল। এই খোঁড়া ও তোতলা দরজিটার রক্ষিতা সোনিয়া! তিনখানা ঘর লইয়া তাহারা থাকে, তাহারই একখানা সোনিয়ার নিজস্ব। তবে সোনিয়ার ঘরটি উহাদের ঘর হইতে কিছু দূরে, মাঝে আরও কয়েকটা ঘর আছে। অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে যখন সে সোনিয়ার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ভীত রমণী কণ্ঠ তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল, "কে ওখানে?"

"আমি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলুম।"

"একি! আপনি!"

একটি বাতি হাতে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই সোনিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে ভাবিতে পারে নাই যে সত্য সত্যই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার বাড়ীতে আসিতে পারে। কী করিবে? কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবে তাহার এই ঘরে! ভাবিতেই যেন তাহার মনের মধ্যে সব গোলমাল হইয়া গেল। তাহার ভয় করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই কী মনে করিয়া তাহার রক্তহীন মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু অশ্রুভারে টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল! বাতি হাতে করিয়া সে পথ

দেখাইয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে ঘরের ভিতর লইয়া আসিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার মুখ দেখিতে পাইল না।

একটা চেয়ারে বসিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ঘরের ভিতরটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরটি অনেকটা বসিবার ঘরের মত। কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল এবং দেরাজে ঘরটি ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ঘরের এক কোণে অস্পষ্ট দীপালোকে একটি ছোট বিছানা দেখা গেল। আসবাবপত্রগুলি মূল্যবান কিন্তু সবগুলিই জীর্ণ, অযত্নে বিবর্ণ। যাহা কিছু চোখে পড়ে তাহাতেই দারিদ্রের চিহ্ন পরিস্ফুট। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার হয়তো এই শেষ আসা। হয়তো আর তোমাকে দেখ্‌তে পাবো না।"

সোনিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল যেন এই অদ্ভুত অতিথিটির হস্তেই তাহার ভাগ্যের চরম মীমাংসা করিবার ভার। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের কথায় যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল, একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি কি কোথাও চ'লে যাচ্ছেন?"

"জানি নে। তবে কাল, কালই সব—কি জানি কি হবে! তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি।" তাহার চোখ দুইটী যেন কিসের স্বপ্ন দেখিতেছে। সে সোনিয়ার হাত ধরিয়া তাহারই পাশে বসাইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সোনিয়া বলিল, তাহার হাতটি তখনও র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ধরিয়া রহিয়াছে।

"তোমার হাতটি কী ছোট! তুমি এত রোগা! মৃতের মত তোমার হাতে কোন উত্তাপ নেই!"

"আমি বরাবরই এই রকম।" সোনিয়ার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

"ক্যাপারনয়ুমফ্‌রা তো ঐ দিকটায় থাকে? আচ্ছা, ওরা সকলেই কী একটু তোত্‌লা?"

"হ্যাঁ, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তোত্‌লা। ছেলেরাও, তবে সকলে সমান তোত্‌লা নয়। কিন্তু আপনি এত সব জান্‌লেন কী ক'রে?"

"তোমার বাবার কাছে শুনেছিলুম।"

বাবার কথা শুনিয়া সোনিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। বেদনায় যেন সে ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিছু লক্ষ্য করে নাই। সে কহিল, "ক্যাথারিণ আর তার ছেলেমেয়েদের কী হবে? ওরা এখানে থাকবে কী ক'রে? ওদের তো এখন তুমিই একমাত্র ভরসা। তোমার টাকাই—"

"আমার টাকা, ওদেরও টাকা। ওরা আমার ওপর ভরসা না ক'রেই বা কী ক'রবে?" সোনিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের কথায় ব্যথা পাইয়াছে। ঈষৎ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "আপনি জানেন না, ক্যাথারিণ কী কান্নাই কাঁদে! তার মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে। ছোট ছেলের মত সে কাল্‌কে কী খাওয়াবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ক'রছে। মাঝে মাঝে সে কাঁদতে কাঁদতে দেওয়ালে মাথা ঠোকে আর কাশ্‌তে কাশ্‌তে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। আবার যখন একটু ভালো থাকে তখন সে বলে যে, গাঁয়ে গিয়ে একটা স্কুল খুল্‌বে আর আমাকে তার মেট্রন্‌ ক'রে দেবে

ওর ছেলেমেয়েগুলো ভদ্রভাবে লেখাপড়া শিখ্‌বে, মানুষ হবে এই ওর একমাত্র সাধ। স্কুল খোল্‌বার কল্পনাতেই ও যেন নতুন জীবন পায়, এইটুকু কল্পনা ক'রেই ও কী সান্ত্বনাই না পায়! শুধু একটু ভদ্রলোকের মত থাক্‌বার জন্য ও কী না করে! কিন্তু সেটুকুও ঈশ্বর ওকে দেন না। আজই কতকগুলো পয়সা খরচ ক'রে সাবান দিয়ে নিজে সব পরিষ্কার করলে! উঃ সে যে কী পরিশ্রম! তবু তাতে ওর কষ্ট হয় না। আপনি যদি ওকে জান্‌তেন! যেদিন থেকে আমি এই পথে নেমেছি সেদিন থেকে ও কতদিন আমার জন্য কেঁদেছে।" বলিতে বলিতে সোনিয়ার কান্না আসিল, উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া সে চুপ্‌ করিয়া গেল।

"ক্যাথারিণ বোধহয় বেশী দিন আর বাঁচবে না। আর যদি বেঁচেও থাকে,—কিন্তু তোমার অসুখ বিসুখ করলে ঐ ছেলেমেয়েগুলোর কী হবে? তুমি কিছু জমিয়ে রাখতে নিশ্চয়ই পারো না?"

"না। চেষ্টা ক'রেও পারিনি।"

"রোজই নিশ্চয় তোমার রোজগার হয় না?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু ঘাড় নাড়িল। লজ্জায় আরক্ত মুখে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। হঠাৎ সে এত ঘামিতে লাগিল যেন সে এখনই অচেতন হইয়া পড়িবে।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আবার প্রশ্ন করিল, "আর পোলেন্‌কা? তার কী হবে? সেও কী তোমার মত এই পথে—"

"না-না কখনই না—কখনই না। ভগবান তা' কখনো হ'তে দেবেন না। ভগবান্‌ ওকে নিশ্চয়ই রক্ষা ক'রবেন। সে হবে

না—কিছুতেই না !” সোনিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, সহসা কে যেন তাহার মর্ম্মস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়াছে !

“ভগবান্ আরও অনেক কিছুই হ’তে দেন না।”

“না-না! এ তিনি কিছুতেই হ’তে দেবেন না।” সোনিয়া তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া যেন এই কল্পনাটা দূর করিয়া দিতেছে।

র‍্যাসকল্‌নিকফ্ তিক্ত স্বরে কহিল, “ভগবান্? তুমি নিশ্চয় জানো যে ভগবান্ ব’লে হয়তো কেউ নেই।”

এবার আর সোনিয়া প্রতিবাদ করিল না। তাহার মুখের চেহারা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের দিকে চাহিয়া রহিল। বার কয়েক তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না, শুধু তাহার চাহনিতে যে কঠোর ভৎর্সনা ছিল তাহাই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তারপর সহসা সে সোনিয়ার দুই বাহু ধরিয়া প্রবল ঝাকানি দিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকাইল। সোনিয়ার ছোট্ট মুখখানি তখন অবিরল অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেছে, সে মুখ তুলিল কিন্তু অশ্রুভারে সিক্ত চোখ দুটি তাহার বন্ধ হইয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ এইবার সে অশ্রু দেখিল। কি জানি মনে করিয়া সে পরক্ষণেই ভূমিষ্ঠ হইয়া সোনিয়ার পা দু’টির উপর বার বার চুম্বন করিল।

সোনিয়া ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেল। নিদারুণ বেদনায় তাহার অন্তর নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহার উপর এ কী! শঙ্কিত পাংশু

মুখে সে কহিল, "এ আপনি কী ক'রছেন? আর আমাকে? ছি—ছি!"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ উঠিয়া দাঁড়াইল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলিল, "আমি ঠিক তোমারই পায়ে মাথা রাখিনি—আমি পৃথিবীর সমস্ত ব্যথিত ভাগ্যহত নর-নারীকে আমার ভালোবাসা, আমার শ্রদ্ধা জানালুম। তুমি তো দেখেছ আমি আজই তোমাকে আমার মা-বোনের পাশে বস্‌তে দিয়েছিলুম।"

"কেন দিয়েছিলেন? কেন?" সোনিয়া পাগলের মত বলিয়া উঠিল।

"কেন? কারণ আমি জানি যে, এই পঙ্কিল জীবনকে তুমি ঘৃণা করো। তোমার এই ত্যাগ হয় তো কোন উপকারে আসবে না, কোন মঙ্গল হবে না। তবু আমি জানি তুমি প্রতিনিয়ত নিজেকে এর জন্য শাস্তি দিচ্ছ। ঐ ছেলে-মেয়েগুলোর মায়াতে তুমি আত্মহত্যা করোনি, তা' না হলো হয়তো আত্মহত্যাই ক'রতে। আমি জানি, সোনিয়া, তোমার মাথার মধ্যে সব যেন একাকার হয়ে যায়। তুমি পাগল হ'য়ে যাও। সোনিয়া, আমি আরও কী জানি জানো? আমি জানি যে এম্‌নি ক'রে তুমি কিছুতেই জীবন যাপন ক'রবে না।"

তাহার কথা শুনিয়া সোনিয়া শিহরিয়া উঠিল। এত কথা এই লোকটা জানিল কী করিয়া? র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আর কিছু বলিল না, শুধু ভাবিল যে সোনিয়া নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে যেদিন দেখিবে যে, কোন দৈববলেই তার জীবনে কোন শুভ ঘটিল না, ঈশ্বর

তাহার জন্য কিছু করিলেন না। রাস্‌কল্‌নিকফ্-এর কথা শুনিয়া সোনিয়া স্বস্তি বোধ করিল। এই লোকটি যে তাহার সব কিছু জানিতে পারিয়াছে ইহাতে তাহার মনটা অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল। তাহার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে র‍্যাস্‌কল্‌নিফের হাতটা নিজের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রহিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ কিছুক্ষণ পরে টেবিল হইতে বাইবেল পুস্তকটি তুলিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করো? গীর্জ্জায় যাও?"

"গীর্জ্জায় যাই না। তবে গত সপ্তাহে একবার গিয়েছিলুম এলিজাবেথের কবর দেওয়ার সময়। এলিজাবেথ কে বুঝতে পারছেন না? ঐ যে এলো বুড়ীর কাছে থাক্‌তো। এলিজাবেথকে কুড়ুল মেরে কে খুন করেছে! ও বড়ো ভালো মেয়ে ছিল। এই বাইবেল-খানা ওর কাছ থেকেই আমি চেয়ে নিয়েছিলুম।"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন সহসা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। আশ্চর্য্য! সে মেয়েটার সঙ্গে ইহারও ভাব ছিল! কী দুর্দ্দৈব ইহার মধ্যে রহিয়া গেল কে জানে! নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া সে বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "তুমি বাইবেল থেকে খানিকটা পড়ে শোনাও দিকিন্! শুভ সমাচারের মধ্যে সেই ল্যাজারাসের পুনর্জ্জীবনের কথা—ঐটাই প'ড়ে শোনাও!"

সোনিয়া পড়িয়া শুনাইল খ্রীষ্টের অলৌকিক কাহিনী! তিনি আসিয়া-ছিলেন অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতে, দুঃখ হইতে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে। ল্যাজারাস মরিয়া গিয়াছিল, খ্রীষ্ট আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন—

যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে সে মৃত্যুহীন! পড়িতে পড়িতে সোনিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, অশ্রু আসিয়া দৃষ্টি ঝাপ্সা করিয়া দিল। থামিয়া থামিয়া অস্ফুটস্বরে সে পড়িয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার যেন ঝড় বহিয়া গেল, কিন্তু মুখের উপর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে যে আলোছায়া মাত্র খেলা করিয়া গেল ক্ষীয়মাণ প্রদীপের ম্লান আলোকে র‍্যাস্কল্নিকফ্ তাহা দেখিতে পাইল। শুধু সেই কম্প্র-কণ্ঠের অস্ফুট উচ্চারণে তাহার মনে যেন কিসের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে র‍্যাস্কল্নিকফ্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি এইমাত্র আমার মা-বোনের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেছি। এখন তুমিই আমার একমাত্র আপনার জন। চলো, আমরা কোথাও চ'লে যাই। তুমিও দুঃখ পেয়েছ, আমিও পেয়েছি। তোমারও সমাজে স্থান নেই আমারও নেই। আমি তোমায় চিনেছি—তোমাকে আমার প্রয়োজন। তাই বল্ছি চলো।"

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া সোনিয়া ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, "এ আপনি কী ব'লছেন? কোথায় যেতে চান? কেন?"

"কেন? কারণ তোমার এভাবে থাকা চ'ল্বে না। ওদের জন্য তুমি কী ক'রতে পারো? ক্যাথারিণ মরবে! পোলেন্কাকে বেশ্যাগিরি ক'রতে হবে। তুমি ঠেকাবে কী ক'রে? তুমি কীই বা ক'রছ!"

"কিন্তু এছাড়া আমি আর কী ক'রতে পারি!" নিদারুণ হতাশায় সে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল।

"কী ক'রবে? এসব পিছনে ফেলে এগিয়ে চল্‌তে হবে: শিকল ছিঁড়ে স্বাধীন হ'য়ে বাঁচতে হবে! বাঁচবার মত শক্তি সঞ্চয় ক'রতে হবে! ভয়ে কাঁপলে চল্‌বে না। এই আমার শেষ কথা! যদি আমি কাল আর না আসি তা হ'লে সব কথা জান্‌তে পারবে কে এলিজাবেথকে খুন ক'রেছিল! চল্লুম!"

"কে খুন ক'রেছে?" ভয়ে সোনিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, সে হতবুদ্ধির মত শুধু প্রশ্ন করিল, "কে সে?"

"আমি জানি। আমি তা' প্রকাশ ক'রবো শুধু তোমার কাছে! আর কারুর কাছে নয়। আমি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রবো না, শুধু সব কথা জানাবো। কয়েকদিন হ'ল আমি তোমাকেই মনে মনে ঠিক ক'রেছি—তোমাকেই আমার সব কথা বল্‌তে হ'বে! না-না আমার হাত ধরো না—ছেড়ে দাও!"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ চলিয়া গেল! বিস্ময় বিমূঢ় সোনিয়ার মনে হইল যেন তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের সব কথাগুলা একবার ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সোনিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

সোনিয়ার পাশের ঘরটি এতদিন খালিই ছিল। মিসেস্‌ রেস্‌লিক্‌ নামে একটী স্ত্রীলোক ঐ ঘরটির মালিক। এখন ঐ ঘরটীতে তাহার এক ভাড়াটে আসিয়াছে, সোনিয়া তাহা জানিত না। ভাড়াটে আসিয়াছে মিঃ সিড্রিগেলফ্‌। মিঃ সিড্রিগেলফ তাহাদের সমস্ত কথা মন দিয়া শুনিল। কাঠের প্রাচীরের ফাঁকে কান পাতিয়া একটী কথাও সে শুনিতে ভুল করিল না। একান্ত

বিজনে এই দুটী নরনারীর মধ্যে যাহা ঘটিয়া গেল তাহারও সাক্ষী রহিয়া গেল অথচ কেহই কিছু জানিল না।

১০

পরদিন বেলা এগারোটার সময় র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ পর্‌ফিরিয়াসের বাড়ী হাজির হইল। আজই সে সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত ছল চাতুরির শেষ করিয়া দিবে! আজ যদি পর্‌ফিরিয়াস্‌ তাহাকে জেরা করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু ফাঁস করিতে চাহে, তবে সে আত্ম-সমর্পণ করিবে। উহারা যাহা পারে করুক কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে এই সংশয়, এই চোরের মত সদাসতর্ক চলাফেরা সে আর সহিতে পারে না। আজই পৃথিবী জানুক যে সে খুনী, একটা দাগী আসামীর সঙ্গে তাহার কোন তফাৎ নাই। নিজেকে সে নির্ম্মম ভাগ্যের কাছে বিলাইয়া দিবে। সে তো সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ চুকাইয়া আসিয়াছে, তবে তাহার আর ভয় কি? মানুষের সঙ্গে সে সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছে, তবে মানুষের সমাজে সে কতটা ঘৃণ্য হইল তাহাতে তাহার কী আসে যায়? তাহার সমাজ নাই, তাহার সম্মান নাই। এই জন্যই কাল যখন রাজুমিখিন্‌ তাহাকে লইয়া ব্যবসা করিবার কল্পনা করিতেছিল এবং তাহার মাতা ও ভগিনী তাহাকে লইয়া নূতন করিয়া সংসার রচনার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে নিজেকে ছিনাইয়া আনিল। পৃথিবীর সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আজ একান্তভাবে তাহার ভাগ্য-

বিধাতার কাছে নিজেকে নিবেদন করিতে আসিয়াছে। তার এ নিবেদন শ্রদ্ধার নহে, ঘৃণার। ভাগ্যের সঙ্গে এইরূপে লড়াই করিতে আজ সে ঘৃণাবোধ করে, তাই তাহার অবসান ঘটাইতে চাহে।

পরফিরিয়াস্ সানন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তিনি একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাঁহাকে জানাইয়া দিল, যে বাজে কথা না বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি যাহা করিবার তাহাই করুন—চাতুরীর প্রয়োজন নাই। পরফিরিয়াস্ হাসিয়া বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট হ'লে তার কথা লোকে এমনি ক'রেই বোঝে! ঠিকই তো, এমনি ক'রে বাজে কথা কইতে কইতেই আমরা আসামীর মুখ থেকে আসল কথা বার ক'রে নিই।" পরফিরিয়াস্ বলিয়া চলিলেন কেমন করিয়া তাঁহারা আসল আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করেন। নিকট আত্মীয়ের মতো সস্নেহে তিনি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কেমন করিয়া তাঁহাদের নিকট পলাতক আসামী ধরা দেয়। তাঁরা যাহাকে সন্দেহ করেন তাহাকে গ্রেফ্‌তার না করিয়া যথেচ্ছা চলাফেরা করিতে দেন। লোকটা স্বাধীনভাবে থাকে অথচ নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে এই ম্যাজিষ্ট্রেট সবই জানিতে পারিয়াছে। লোকটা প্রতিমুহূর্ত্তে ভীত হইয়া থাকে অথচ বুঝিতে পারে না যে কেন তাহাকে গ্রেফ্‌তার করা হয় নাই। এইসকল ক্ষেত্রে লোকটা পলাইতেও পারে না। কেন না, তাহাকে তো ধরিবার চেষ্টা করা হয় নাই। অবশেষে লোকটার আত্মরক্ষা করিবার মত বুদ্ধি চলিয়া যায়—তাহার মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং পতঙ্গ যেমন আগুনের

দিকে ঝাঁপাইয়া পড়ে ঐ অপরাধী লোকটিও সেইরূপ পুলিশ অফিসে আসিয়া ধরা দেয়। ইহাই পরীক্ষক ম্যাজিস্ট্রেটের আসামী ধরিবার উপায়। পরফিরিয়াস্ অতি সরলভাবে র‍্যাস্কল্‌নিকফ্‌কে তাঁহার আসামী ধরিবার স্বকীয় প্রণালীটী খুলিয়া বলিলেন।

র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ স্থির হইয়া সব শুনিয়া গেল। কাল সে এই লোকটার কাছে উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছে আজ আর সে ভুল করিবে না। লোকটি তাহাকে অভিভূত করিয়া তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইতে চাহে। কিন্তু সে কিছুতেই উত্তেজিত হইবে না, বরং লক্ষ্য করিবে লোকটার কী বলিবার আছে। সে চুপ করিয়া রহিল, পাছে কথা কহিতে কহিতে সে উত্তেজনার বশে বেফাঁস কিছু বলিয়া বসে।

পরফিরিয়াস্ বলিলেন, "ধরো, এই এলেনা-হত্যার ব্যাপারটা। এইখানে যে প্রকৃত আসামী সে অসুস্থ, সে যা' তা' বলে, যা' খুশী করে। সেই অসুস্থতার অজুহাতে সে অপূর্ব্ব মিথ্যার জাল বুনে চলেছে! এই ক'রে তার ভরসা বেড়ে যায়। সে পুলিশের লোকদের হতবুদ্ধি ক'রে দেবার জন্য রহস্যজনক ভাবে কথা বলে, উন্মাদের মত এমন ভাব দেখায় যাতে মনে হয় সে আসামী। এই ধরো, সে পুলিশের কাছে গিয়ে বলে, কেন তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয় নি। হাঃ, হাঃ!"

র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ বিবর্ণ মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর সহসা তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া কহিল, "আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী ব'লতে চাও। এলেনা-হত্যার

ব্যাপারে তুমি আমাকেই সন্দেহ করো। বেশ তো গ্রেফ্‌তার করো —কোন কথা নয়, তুমি গ্রেফ্‌তার করো। তোমার এ ভাঁড়ামি অসহ্য! উঃ কী ভয়ানক লোক তুমি!"

পরফিরিয়াস্‌ তাহাকে ধরিয়া বসাইল, কহিল,—"না না ও কিছু নয়। তুমি মাথা গরম ক'রো না। তুমি অসুস্থ! আমি তোমার কথা অনেকের কাছে শুনেছি। তুমি বিশ্বাস ক'রো তোমায় সন্দেহ ক'রলে তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার ক'রতুম না। তোমাকে আমার ভালো লাগে এই পর্য্যন্ত! সন্দেহই যদি ক'রবো তা' হ'লে এসব গোপনীয় কথা তোমায় ব'ল্‌বো কেন? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রবো বলে তোমায় আসতে বলেছিলুম। তুমি এসো দিকিন্‌, তোমায় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাই—" বলিতে বলিতে পরফিরিয়াস্‌ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে প্রায় উন্মাদ করিয়া তুলিল।

"তুমি জানো যে আমার শরীর অসুস্থ! তাই তুমি এইসব ব'লে আমাকে সহজে উত্তেজিত ক'রে তুলছ, যাতে আমি কিছু একটা ব'লে ফেলি। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? শুধু ঐ জ্যামেটফ্‌টার কথায় তুমি আমাকে সন্দেহ ক'রছো। তুমি আমাকে দমিয়ে দিয়ে কাজ সারতে চাও! তা হবে না। কী প্রমাণ পেয়েছ তুমি?"

"প্রমাণ আবার কিসের! কী যে বলো তার ঠিক্‌ নেই! তুমি আমাদের জেরা করার পদ্ধতি জানো না তাই রাগ ক'রছো!" মৃদুকণ্ঠে পরফিরিয়াস্‌ যেন ভৎর্সনা করিল।

এমন সময় একটা লোক উন্মাদের মত ভিতরের ঘর হইতে এই ঘরে আসিল। তাহার সঙ্গে দু'জন রক্ষী! লোকটাকে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌

চিনিল—এই সেই নিকোলা সেই দিন এলেনা বুড়ীর বাড়ীতে সে ইহাকেই দেখিয়াছিল।

নিকোলা তখন যেন একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে। সে পরফিরিয়াস্‌কে হাতজোড় করিয়া কেবল বলিতে লাগিল, "আমায় ফাঁসী দাও—আমিই ওদের খুন ক'রেছি! আর কেউ না—আমিই!" তাহার আর কিছু বলিবার নাই। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বুঝিল, ইহাকে এই কথা বুঝাইয়া উন্মাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন সে নিজেই বিশ্বাস করে যে সে খুনী! র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ পরফিরিয়াসের দিকে তাকাইল।

পরফিরিয়াস্‌ অপ্রতিভভাবে রক্ষীদের হুকুম করিল নিকোলাকে ভিতরে লইয়া যাইতে।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের আর উত্তেজনা নাই, কেবল তাহার হাত-পা যেন কাঁপিতেছিল বোধকরি এক নিরপরাধের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে নিজের অপরাধের পরিমাপ করিয়া লইয়াছে। শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, "তুমি ভাব্‌তে পারনি যে এটা আমি দেখে ফেল্‌বো, নয় কি?"

"হ্যাঁ—না, আমি ঠিক্‌ এটা আশা করি নি!" ম্যাজিষ্ট্রেট যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

নিকোলাকে ঐরূপে উন্মাদ করিয়া দেওয়ার মধ্যে কী রহস্য আছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে ঐ লোকটার স্বীকারোক্তি যখন মিথ্যা প্রমাণিত হইবে তখন উহারা সকলেই

তাহাকে লইয়া পড়িবে। পরফিরিয়াস্ জানে যে তাহার মাথার ঠিক নাই তাই তাহার স্নায়বিক অসুস্থতার সুযোগ লইয়া সে তাহার সঙ্গে ঐ সকল প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিল, হয়তো আজই লোকটা তাহার নিকট হইতে সব কথা বাহির করিয়া লইত! সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।—নাঃ, তাহাকে সাবধান হইতে হইবে!

আজ সে ইহার চরম মীমাংসা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলি ভাবিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার হইল। কী প্রমাণ আছে! উহারা তাহাকে ধরিবে কী শুধুই সন্দেহ করিয়া? সে ইচ্ছা করিলেই উহাদের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। সে যুদ্ধ করিবে—ধরা দিবে না। সে কেবল তাহার নিজেরই মনোবিকারের বশে এতটা ক্ষিপ্ত হইয়া হতাশায় সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিল। সে নিজেই তাহার অনিষ্ট করিবে! নিজের মতি গতিতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

১১

সেণ্ট্ পিটারস্‌বার্গ-এ আসিয়া লুশিন্ তাহার এক প্রাক্তন ছাত্র লেবেজিয়াট্‌নিকফের বাসায় অতিথি হইয়া আছে। লেবোজিয়াট্‌নিকফ্ মারমেলেডফ্‌দের প্রতিবেশী অর্থাৎ ঐ বাড়ীটির অসংখ্য ভাড়াটেদের মধ্যে একজন। সে কোন্ এক গবর্ণমেণ্ট অফিসের

কেরাণী তবে লেখাপড়া সে অনেক দূর করিয়াছে। তাহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি হইলেও বর্ত্তমান পৃথিবীর যত বড় বড় নূতন আদর্শ সবগুলিই তাহার নিজের জীবনের আদর্শ বলিলেই চলে। সাম্যবাদ সম্বন্ধে যত বই লেখা হইয়াছে সেগুলি সে আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই সে একজন সাম্যবাদীর মত উদার দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করে। এমন কি, সাম্যবাদী কায়দায় লোকের সঙ্গে আলাপ করে এবং কাহারও সহিত বিবাদ বাধিলে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিবাদ করে। এক কথায় রুশ জাতির অগ্রগতির কর্ণধার হইতে হইলে' যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহার সবগুলিই লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ আয়ত্তে আনিয়াছে। লুশিনও জাতীয় অগ্রগতিতে আস্থাবান একজন সহৃদয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, এই কারণে তাহাদের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ ছাড়া আর একটি সম্বন্ধ সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা আদর্শ-গত বন্ধুত্ব! লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ 'সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করে এবং সাম্যবাদী আদর্শের ব্যাখ্যা কর আর লুশিন্ ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়া যায়। বয়স যতই হ লুশিন্ তাহার তারুণ্য বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় হিসাবে সাম্যবাদী আদর্শকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

যেদিন ডুনিয়ার প্রাণি-প্রার্থনার ব্যাপারটা একান্ত অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইয়া গেল তাহার পরদিন প্রভাতে সে অনেকগুলি টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—খুচরা' এবং নোট মিলিয়া প্রায় তিন হাজারেরও উপর! এই টাকাগুলি সে তাহার

…ম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া পাইয়াছে। টেবিলের উপর …টের তাড়া লইয়া লুশিন্ সেগুলি গণিতেছিল আর লেবেজিয়াট্‌-…কফ্ আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়া তাহাকে পুরাপুরি সাম্যবাদী …রিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

লুশিন্ সহসা প্রশ্ন করিল, "ওই বিধবাটি কী একটা ভোজের …য়োজন ক'রেছে নাকি ?"

"হ্যাঁ। তোমাকেও তো নিমন্ত্রণ ক'রেছে।"

"আমার সঙ্গে আর এমনি কী পরিচয় আছে। আমি যাব না।"

"আমিও যাব না।"

"তুমি তো শুনেছি মাসখানেক আগে একদিন ঐ ক্যাথারিণকে …ে ঘা' কতক—"

"কে বল্‌লে ?" লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিল, …মথ্যে কথা। সেদিন ক্যাথারিণ এসে আমার চুলের মুঠি ধরে …ায় মেরে ফেলেছিল আর কি। আমি শুধু আত্মরক্ষা করেছিলুম—…র বেশী আমি কিছুই করিনি। আত্মরক্ষা ক'রবার অধিকার …কলেরই আছে ! মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবার মত পশু আমি …"

"থাক্—থাক্—! তুমি রাগ ক'রো না। আচ্ছা তুমি …দের ঐ মেয়েটাকে চেন ? ওর সম্বন্ধে লোকে যা' বলে তা' … সত্যি ?"

"সত্যি হলেই বা ! আমার তো মনে হয় সে ঠিকই ক'রেছে ! …লধন হিসেবে তার যা' ছিল তাই দিয়ে সে নিজের জীবনধারণ

ক'রছে! আমি সোনিয়াকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। সমাজের বিরুদ্ধে এ তার প্রতিবাদ! যেদিন সাম্যবাদী রাষ্ট্র—"

"তুমি তাকে তোমার সাম্যবাদী সভার সভ্য ক'রে নাওনি কেন? তার মানসিক উন্নতির ভার তো তোমারই ওপর!" লুশিনের কণ্ঠে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল।

"তুমি বিদ্রূপ ক'রতে পারো কিন্তু আমি জানি যে সে একদিন আমার আদর্শ বুঝতে পারবে। শুধু তাই নয় আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষা ক'রছি যেদিন সে স্বেচ্ছায় এসে আমায় ব'লবে, আমি তোমার!"

"সে কথা থাক। ওকে এই দুর্দ্দিনে কিছু সাহায্য ক'রবার কথা ভেবে দেখছ কী। ওকে যদি এখানে ডেকে আনতে পারো তা'হলে আমি কিছু দিতে পারি, আর একটা বন্দোবস্তও করে দিতে পারি যাতে ওদের সত্যিকার উপকার হয়।"

এক কথায় লেবেজিয়াটনিকফ্ লুশিনের প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে "আমি এখনই তাকে এখানে ডেকে আনছি!" বলিয়া ক্যাথারিণের ঘরের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

লুশিন্ ডুনিয়াকে পত্নীরূপে পাইবার যে একমাত্র পথ বাছিয়া লইয়াছিল তাহাতে কোনদিন যে সে ব্যর্থ হইতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিয়াছিল যে দয়া এবং উদারতা দেখাইয়া সে ডুনিয়া ও তাহার জননীকে অভিভূত করিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবে। কিন্তু যখন ব্যাপারটা এইভাবে তাহারই অবমাননার মধ্যে শেষ হইয়া গেল তখন সে

স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে নিজে উদারতার অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নাই। আরও কিছু অর্থ দিয়া যদি ডুনিয়াকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিতে পারিত তাহা হইলে ঐ রোডিয়ন্ ছোঁড়াটা কিছুতেই তাহাকে হঠাইতে পারিত না। এই সকল ব্যাপারেও কৃপণতা করিয়াছে বলিয়া তাহার অনুতাপের সীমা নাই কিন্তু যদি রোষবহ্নিতে কোন মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হইত তাহা হইলে আজ সে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে হত্যা করিয়া ফেলিত। নিষ্ফল আক্রোশে সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করিবার চিন্তা করিতেছিল।

ক্যাথারিণ যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একটা ভোজ দিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং বাড়ীর সকল ভাড়াটেদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে একথা সে কালই বাড়ীউলীর নিকট শুনিয়াছিল। ক্যাথারিণ শোকের দিনে সকল বিবাদ ভুলিয়া বাড়ীউলীকেই নিমন্ত্রণ করিবার ভার দিয়াছিল। বাড়ীউলী লুশিনকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেক গল্প করিয়া গেল এবং তাহারই নিকট হইতে লুশিন্ জানিতে পারিয়াছিল যে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। লুশিন্ কাল সমস্ত শুনিয়াও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই কিন্তু আজ এইমাত্র নোটের তাড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার মাথায় একটা মতলব উঁকি মারিয়া গেল। সরলভাবে সে সোনিয়াকে এই ঘরে লইয়া আসিতে বলিল—আজ সে-উদারতার চূড়ান্ত অভিনয় করিবে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ সোনিয়াকে সঙ্গে লইয়া

ফিরিয়া আসিল। সোনিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল আতঙ্কে উদ্বেগে তাহার পা যেন চলিতেছে না। শৈশব হইতে নূতন মানুষ দেখিলেই তাহার এই দশা হয়। লুশিন্ অপরিচিত বন্ধুর মত তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। লুশিনের আচরণে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের সস্নেহ সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই ধরিবার উপায় নাই। তাহাকে সোনিয়ার অত্যন্ত দয়ালু ও উদারচেতা বলিয়া মনে হইল।

সোনিয়া জড়সড় হইয়া টেবিলের একপ্রান্তে বসিয়াই টেবিলের উপর প্রচুর টাকা দেখিয়া আরও সঙ্কুচিত বোধ করিতে লাগিল। লুশিন্ লেবেজিয়াট্নিকফ্‌কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল যে ক্যাথারিণের ঘরে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ আসিয়া পৌছিয়াছে কিনা এবং লেবেজিয়াট-নিকফ্ যখন তদুত্তরে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ আসিয়াছে এই সংবাদ দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে এখানে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিল। একটি যুবতীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে লুশিন্ সঙ্কোচ করিতেছে দেখিয়া লেবেজিয়াট্নিকফ্ অত্যন্ত খুশী হইল এবং তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

লুশিন্ সোনিয়ার সম্মুখে টেবিলের অপর দিকে বসিল। একটু চুপ করিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে ব'লবেন যে, কোন বিশেষ কারণে আমি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে পারলুম না ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!"

সোনিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং লুশিনের গম্ভীর

কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। লুশিন্ হাত নাড়িয়া তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া কহিল, "না-না! এই সামান্য কারণে আপনাকে এখানে কষ্ট ক'রে আসতে বলি নি—আরও কথা আছে।"

লুশিন্ এইবার আরও গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন এইমাত্র সে এক গুরুতর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছে এবং পৃথিবীর সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া সে ঐ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। লুশিন্ সোনিয়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন কাল আপনার মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাঁর এই দুর্দ্দশা দেখে আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য তাঁর জন্য কিছু করা। আপনার পিতা যখন মারা গেলেন তখন যদি তাঁর চাকরি থাকতো তা হ'লে গবর্ণমেণ্ট থেকে আপনার মা পেন্‌সন্ পেতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হ'য়েছিল। কাজেই গবর্ণমেণ্ট থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। অথচ একটা ভদ্রপরিবার উপবাস ক'রে দিন যাপন ক'রবে এ আমরা সইতে পারবো না। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় সকলে মিলে যদি চাঁদা ক'রে আপনার মা আর তাঁর পিতৃহীন শিশুগুলির ভরণপোষণ করা যায় তা হ'লে সবদিক দিয়েই ভালো হয়। অবিশ্যি এর জন্য যা' যা' করা উচিত সে সমস্তই আমি নিজে ক'রে দেবো। তবে যদি আপনাদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তির কারণ—"

আপত্তি! কৃতজ্ঞতায় সোনিয়ার চোখে জল আসিয়া গেল।

সাশ্রুনেত্রে লুশিনের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "না-না! আপত্তি আর কী! আপনি যদি কিছু ক'রতে পারেন—এতগুলি অনাথ-শিশু উপবাসে—" সে আর বলিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুট-স্বরে শুধু বলিল, "ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন—তিনি আপনার ভালো ক'রবেন।"

সোনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লুশিন কহিল, "আর একটি কথা। আমি আমার চাঁদাটা এখনই আপনাকে দিয়ে দিতে চাই। এই দশ রাবল্‌-এর একটি নোট আপনাকে গ্রহণ ক'রতে হবে।"

লুশিন্ সযত্নে একটি নোট টেবিল হইতে তুলিয়া সোনিয়াকে দিল। সোনিয়া লজ্জারক্ত আনত মুখে কোন প্রকারে একটুখানি হাত বাড়াইয়া নোটটি গ্রহণ করিল এবং দ্রুতপদে বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে অস্ফুট স্বরে কী বলিল বুঝা গেল না। লুশিন্ তাহার সহিত দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার মত তাহাকে অশেষ সৌজন্য সহকারে বিদায় দিল।

সোনিয়া চলিয়া যাইতেই লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "আপনার মহানুভবতায় আমার যে কী আনন্দ হ'চ্ছে সে কী বল্‌বো! যদিও ব্যক্তিগত দান আমাদের সাম্যবাদী আদর্শ-বিরুদ্ধ তবু আপনার এত দয়া দেখে আনন্দ না ক'রে পারছি না। সমাজের পক্ষে আপনার মত লোকের প্রয়োজন খুব বেশী।"

"না-না, ও কিছু না। তুমি এত বড় কথা ব'লো না!" এতখানি আন্তরিক প্রশংসায় সে বিব্রত বোধ করিল। লেবেজিয়াটনিকফ্

উত্তেজিত স্বরে আরও অনেক কিছু বলিয়া গেল। কিন্তু তাহার একটিও লুশিনের কানে গেল না। অনেকক্ষণ পরে লেবেজিয়াটনিকফ্ আবিষ্কার করিল যে তাহার শ্রোতা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে ক্যাথারিণের ঘরে ভোজের টেবিল পাতা হইয়াছে। ভোজের আয়োজন যাহা হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রচুর। কেন যে ক্যাথারিণ তাহার শেষ পেনিটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া এই একান্ত অহেতুক আয়োজন করিল তাহা বুঝা কঠিন। তবে তাহার নিদারুণ শোকের মধ্যে সে বোধহয় ইহাই ভাবিয়াছিল যে স্বামীর শেষকৃত্যের দিনে তাঁহারই আত্মার শান্তি কামনায় যদি সে সকলকে ভোজন করাইতে পারে তাহা হইলে লোকে জানিবে যে তাহার স্বামী অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না—তিনিও আর পাঁচজনের মত সাধুচরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহারও পরলোকগত আত্মা সকলের নমস্য। ইহা ছাড়া আর একটা কারণও ছিল। ক্যাথারিণ দরিদ্র, নিরন্ন কিন্তু সে এক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে পালিতা তাই আজ সে স্বামীর স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এই কথাটাই সগর্ব্বে ঘোষণা করিতে চাহে যে, দরিদ্র হইলেও তাহারা নীচ জাতীয় নহে এবং অভুক্ত অবস্থায় থাকিলেও তাহারা জানে কেমন করিয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। এইজন্যই বাড়ীউলীকে দিয়া সে বাড়ীর মধ্যে যাহারা ভদ্রলোক তাহাদের বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সর্ব্বহারা বিধবাটির আজ একমাত্র সম্বল এই যে, সে ভদ্রকন্যা, বংশগৌরবে সে কাহারও

অপেক্ষা হীন নহে এবং এইটুকু পাঁচজনকে জানাইয়া সে যেন তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের দিনে বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহে।

কিন্তু ভোজনের সময় যখন আসন্ন হইল তখন একে একে যাহারা তাহার ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিল তাহাদের দেখিয়া রাগে, ঘৃণায় ক্যাথারিণের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তাহারা সকলেই দুশ্চরিত্র, লম্পট, কারখানার কারিগর। সকলেরই বেশভূষা ও মুখের চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন বহুদিন তাহাদের পেটে কোন সুখাদ্য পড়ে নাই, এবং আজ তাহারই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল। ক্যাথারিণ তো ইহাদের ভোজন করাইতে চাহে নাই। এই লোকগুলা তাহার বংশ মর্য্যাদা, তাহার স্বামীর পদগৌরবের কী বুঝিবে! ক্যাথারিণ বুঝিল যে ঐ বাড়ীউলী এ্যামেলিয়া মাগী জানিয়া শুনিয়া ইহাদেরই নিমন্ত্রণ করিয়াছে! ভোজন আরম্ভ হইলে দেখা গেল র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ছাড়া আর একটিও ভদ্রলোক নাই। সোনিয়া আসিয়া ক্যাথারিণকে লুশিনের কথা বলিল এবং র‍্যাস্‌কল্‌-নিকফ্‌কে নমস্কার করিয়া ঈষৎ সলজ্জভাবে তাহারই পাশে আসিয়া বসিল।

যতই ক্রুদ্ধ হউক ক্যাথারিণ আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে নিমন্ত্রিতদের ভোজন করাইল। তবে তাহার অধিকাংশ কথাবার্ত্তা হইল র‍্যাসকল্‌নিকফের সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে ক্যাথারিণ সকলকেই জানাইয়া দিল যে সে শীঘ্রই এই শহর পরিত্যাগ করিয়া তাহার দেশে গিয়া মেয়েদের বোর্ডিং খুলিবে এবং লেখাপড়ায় মধ্যে

থাকিয়া বাকী জীবনটুকু কাটাইয়া দিবে। ক্যাথারিণের কথার মধ্যে দু'একজন তাহার স্বামীর সম্বন্ধে অত্যন্ত অভদ্র ইঙ্গিতে করিলেও ক্যাথারিণ তাহা নীরবে সহ্য করিল। কিন্তু তাহার বাড়ীউলী যখন তাহাকে ভাড়া না দিবার জন্য অভিযোগ করিল এবং ক্যাথারিণের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে কটুক্তি করিল তখন ক্যাথারিণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্যাথারিণ বাড়ীউলীকে গালি দিল, বাড়ীউলীও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঘর ছাড়িয়া যাইতে বলিল। অকথ্য গালাগালির মধ্যে আগন্তুকগণ একটা অত্যন্ত কৌতুকের খোরাক পাইল। তাহারাও বাড়ীউলীর পক্ষ লইয়া কটুক্তি করিতে ছাড়িল না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাড়ীউলী টেবিল হইতে খাবারের পাত্রগুলি নামাইয়া ফেলিতে লাগিল। ক্যাথারিণ তাহাকে ভীষণ প্রহার করিতে উদ্যতা হইল কিন্তু সোনিয়া ক্যাথারিণকে ধরিয়া ফেলিল। এমন সময় ঘরের দরজার নিকট লুশিন্‌কে দেখিয়া ক্যাথারিণ বলিয়া উঠিল, "লুশিন্!"

দরজার নিকট দাঁড়াইয়া লুশিন্ কয়েক মিনিট তাণ্ডবলীলা দেখিল। তাহার পর কঠিন মুখে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এই ছিন্নবসন বুভুক্ষু নিমন্ত্রিত লোকগুলির মাঝে লুশিনকে প্রায় রাজপুরুষ বলিয়া মনে হইল। তাহার মূল্যবান বেশভূষা, তাহার রূঢ় আত্মম্ভরিতার ভাব দেখিয়া সকলেই সম্ভ্রমের সঙ্গে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। লুশিন্ প্রবেশ করিবামাত্র কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকলেই নির্ব্বাক বিস্ময়ে লুশিনের দিকে চাহিয়া রহিল। লুশিন্ 'কাহারও দিকে না তাকাইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে

টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বাড়ীউলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মাদাম, আমি অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করিলাম। এখন এই বাড়ীর অধিকারিণী হিসেবে আপনি আমার কথাগুলো একটু শুনে রাখুন।"

এই বলিয়া সে সোনিয়ার দিকে ফিরিয়া কহিল, "মিস্ সোনিয়া, আপনি আমার ঘর থেকে চলে আসার পরই আমার টেবিলের ওপর থেকে একখানা একশ' রাব্‌ল্-এর নোট খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি যদি বলতে পারেন সে নোটখানা কী হ'ল তা' হ'লে আমি ব্যাপারটা এইখানেই শেষ ক'রে দেবো। আর যদি না বলেন তা' হলে আমাকে এর জন্য চরম ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে—একথা আমি সকলের সাম্‌নেই ব'লে রাখ্‌ছি! এবং তখন হয়তো আপনাকে অনুতাপ ক'রতে হবে।"

লুশিনকে দেখিয়াই সোনিয়ার কেমন যেন ভয় করিতেছিল, এখন তাহার কথা শুনিয়া সোনিয়ার মুখ মৃতের মত রক্তহীন হইয়া গেল। সে কিছুই ঠিক বুঝতে পারিল না, শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা ক্ষীণকণ্ঠে প্রাণপণে জোর দিয়া কহিল, "আমি জানি না—আমি জানি না!"

লুশিন্ গম্ভীর কণ্ঠে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিল, "আজই সকালে আমাদের কোম্পানীর শেয়ার বিক্রী ক'রে প্রায় তিন হাজার রাব্‌ল্ পেয়েছি। টাকাগুলো আমি টেবিলের ওপর রেখে গুনে দেখছিলুম এমন সময় আপনি আমার ঘরে এলেন। তারপর আপনি চলে যাবার পর আমি টাকাগুলো

তুলে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি একশো রাব্‌ল্‌-এর একখানা নোট পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি যতক্ষণ আমার ওখানে ছিলেন লেবেজিয়াট্‌নিকফ্‌ ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিল কাজেই সে সাক্ষ্য দেবে যে এর একটাও মিথ্যা নয়। আপনি আমার ঘরে গিয়েই বার বার উঠে আসবার চেষ্টা ক'রছিলেন এবং বার বার ভয়ে ভয়ে টেবিলের ওপর ছড়ানো নোটগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। সেই সব দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে নোটের সন্ধান আপনিই দিতে পারেন। আপনাদের দুর্দ্দশা দেখে আমি দয়াপরবশ হ'য়ে সাহায্য ক'রতে গেলুম আর তার কী প্রতিদানই পেলুম। ভালোই হ'ল, আমারও শিক্ষা হ'য়ে গেল!"

সকলেই সোনিয়ার দিকে চাহিল, বাড়ীউলী বলিল, "আমি জান্‌তুম,—ও ছুঁড়ীটার স্বভাবই এই!"

সোনিয়া প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি জানি না—আমি নিইনি আপনার টাকা। এই নিন্‌ আপনার সেই দশ রাব্‌ল! আর কিছুই আমি জানি না!" রুমালের খুঁট হইতে খুলিয়া সে নোটখানা লুশিনের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল; সে ঘাড় গুঁজিয়া কোন প্রকারে বসিয়া রহিল।

লুশিন এইবার রুখিয়া উঠিল, ধমক দিয়া কহিল, "কী তুমি জানো না? তুমি সে টাকা চুরি করো নি?" তাহার পর বাড়ীউলীর দিকে ফিরিয়া শাসাইয়া কহিল, "তা হ'লে আর কি! এবার পুলিশের সাহায্য নিতে হয়!"

এইবার রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিল। নিমন্ত্রিত লোকগুলি একটি অনাথা রমণীর আসন্ন অপমানের কল্পনা করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ নীরবে সোনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্যাথারিণ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার যেন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, চীৎকার করিয়া লুশিনকে বলিতে লাগিল, "কী, এত বড় কথা! সোনিয়া তোমার টাকা চুরি ক'রেছে? পাজী, শয়তান! তোমার বল্‌তে লজ্জা ক'রলো না? সোনিয়া—আমার সোনিয়া চুরি ক'রেছে! ওরে তোরা কেউ ওর পায়ের নখের যুগ্যি নস্‌! ঈশ্বর জানেন সোনিয়া কি! তোরা কী বুঝ্‌বি? বেশ, সোনিয়া যদি চুরি ক'রে থাকে তো খুঁজে দেখ্‌ ওর পকেট—ও তো তোর ঘর থেকে এসে ঐখানেই ব'সে আছে—নে খুজে দেখ্‌!"

তাহার পর নিজেই সোনিয়াকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া তাহার জামার পকেটগুলি উল্‌টাইয়া সকলকে দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ডান দিক্‌কার পকেটটি উল্‌টাইয়া দিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল একখানি ভাঁজকরা একশ' রাব্‌ল্‌-এর নোট মেঝেয় পড়িয়া গেল!

পরক্ষণেই যে কলরবের সৃষ্টি হইল তাহা বর্ণনাতীত। যাহার যাহা মুখে আসিল সে তাহাই বলিল। বাড়ীউলী "চোর—চোর! জেলে দাও!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি সোনিয়ার গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্যাথারিণ সোনিয়াকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। তাহার অবিরল অশ্রুধারায় সোনিয়ার মুখ ভাসিয়া

গেল। ক্যাথারিণ কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু বলিল, "আমি জানি সোনিয়া, তুমি কিছুতেই এ কাজ ক'রতে পারো না—কিছুতেই না।" যে অকাট্য প্রমাণ এইমাত্র পাওয়া গেল তাহাকে সে প্রাণপণে যেন অবিশ্বাস করিতে চায়।

সোনিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "আমি নয়—আমি এর কিছুই জানি না—আমি কিছু নিই নি!" তাহার কণ্ঠে যে অসহায় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল তাহা শয়তানেরও মর্ম্ম স্পর্শ করে। সোনিয়া ক্যাথারিণের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। র‍্যাস্কল্নিকফ্ এতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়াছিল, এইবার নীরবে লুশিনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন থাকিয়া থাকিয়া লুশিন্কে বিদ্ধ করিতেছিল।

ক্যাথারিণ বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তাহার যক্ষ্মাক্লিষ্ট বেদনাতুর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইয়া সকলেই যেন একটু করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। লুশিন্ পরম স্নেহে সান্ত্বনার সুরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "মাদাম, আপনি বিচলিত হবেন না। এতে আপনার ত কোন দোষ নেই। অভাবে প'ড়ে আপনার কন্যা যা ক'রেছেন তার জন্য আর কোন কথাই আমি ব'ল্বো না। তিনি অপমানের ভয়ে যদি অস্বীকার না ক'রতেন তা হ'লে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না। যাক্ গে, যা' হবার তা' হ'য়ে গেছে। আপনাদের দুরবস্থায় আমার দয়া হয়। আমার দ্বারা আপনাদের আর কোন অসম্মান ঘটবে না।"

লুশিন্ র‍্যাসকল্নিকফের দিকে চাহিল, দুইজনের দৃষ্টি মিলিত

হইল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের চোখ দিয়া যেন অগ্নি বিচ্ছুরিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্যাথারিণ শুধু সোনিয়াকে সান্ত্বনা দিতেছিল, সে কিছুই শুনিতে পাইল না।

সহসা ঘরের বাহিরে কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এত নীচ! এত নীচ মানুষ হ'তে পারে!" লুশিন্ যেন চকিতে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ঝড়ের মত লেবেজিয়াটনিকফ্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে লুশিনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে দাঁত দিয়া কহিল, "আর তুমি কিনা আমাকে সাক্ষী মানছিলে?"

"তুমি—তুমি কী বল্‌ছ!" লুশিনের কথা যেন বাধিয়া গেল। "আমি ব'লছি তুমি একটা শয়তান! তুমি একটা—" ভীষণ ক্রোধে তাহার কণ্ঠ দিয়া যেন স্বর বাহির হয় না।

"তুমি দেখছি রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ!" লুশিন্ কোনরকমে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলিল।

"আমি মদ খাই নি, খেয়েছ তুমি।" লেবেজিয়াটনিকফ্ একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ছি-ছি—আর তোমায় কি না আমি মহানুভব বলে পূজো ক'রছিলুম। আমি নিজে চোখে দেখেছি তুমি দরজা অবধি মিস্ সোনিয়াকে এগিয়ে দেবার সময় একখানা নোট তার ডান পকেটে গুঁজে দিলে। ঐ নোটটা তুমি তার অনেক আগেই নিজের হাতের মধ্যে ভাঁজ করে ধরেছিলে। আমি ভাবলুম, বুঝি তুমি দয়া করে সোনিয়াকে ঐ নোটটা দিচ্ছ, কেবল নিতে লজ্জা ক'রবে বলে তাকে না জানিয়ে তার পকেটে গুঁজে দিচ্ছ! আমিও যেমন মূর্খ তাই তোমাকে মহৎ ভেবে

তখনই তোমাকে ধরিয়ে দিই নি! ছি-ছি তুমি এতখানি নীচ, এত বড় পিশাচ! একজনকে দয়া ক'রবার ভাণ ক'রে তাকে এইভাবে অপমান করা! এত বড় শয়তান তুমি—"

লেবেজিয়াট্নিকফের কথা শুনিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল যে উহার একটি কথাও মিথ্যা নহে! র‍্যাসকল্নিকফ্ মন দিয়া তাহার সমস্ত কথা শুনিল। দেখিতে দেখিতে লুশিনের মুখ ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। শুষ্ক, পাংশু মুখে সে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া কহিল, "এসব তোমার মিছে কথা। কৈ—প্রমাণ কৈ? তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় ব'লে তুমি আমার নামে এই সব ব'লে যাচ্ছ!

"ও! এই! এ ছাড়া আর তোমার কিছু বল্‌বার নেই। বেশ, চলো পুলিশের কাছে! কোর্টে গিয়ে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি যে আমার কথা একটিও মিথ্যা নয়। আমি সব দেখেছি! কেবল একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না যে এ মেয়েটিকে অপদস্থ ক'রে তোমার কী লাভ হবে! কোন্ স্বার্থের জন্য তুমি এতটা নীচ—"

তাহাকে বাধা দিয়া র‍্যাস্‌কল্নিকফ্ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি।" সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। র‍্যাস্‌কল্নিকফ্ উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া লুশিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সকলে যদি আমার কথা শোনেন তা হ'লে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এই ভদ্রলোক আমার ভগিনীর পাণি প্রার্থনা ক'রেছিলেন। কিন্তু যেদিন ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই দিনই আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপর আমি যেদিন স্বর্গীয় মার-মেলেডফকে সমাধিস্থ করার জন্য ক্যাথারিণের হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাই

সেই দিনই উনি, বোধকরি এই বাড়ীতেই থাকেন ব'লে, সেটা দেখতে পান এবং আমার মায়ের কাছে এক চিঠি লিখে তাঁদের জানিয়ে দেন যে আমি মৃত ব্যক্তির সৎকারের নাম ক'রে তাঁর স্খলিত-চরিত্রের কন্যাকে টাকা দিয়ে এসেছি। উনি সোনিয়ার সঙ্গে আমার একটা অবৈধ সম্বন্ধের ইঙ্গিত ক'রেছিলেন, ওঁর উদ্দেশ্য ছিল আমার মায়ের ও বোনের চোখে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু ওঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল। আমার মা ও বোন সত্য কথা জেনে আমায় সাদরে গ্রহণ ক'রলেন। সোনিয়াকে আমি আমার মা ও বোনের সঙ্গে কাল পরিচয় করিয়ে দিলুম। কাল যখন উনি দেখলেন যে আমার হীনতা প্রমাণ করা অত সহজ নয় তখন উনি তাঁদের অপমান ক'রলেন, ফলে ওঁকে কাল তাঁরা সোজা দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ব্যাপারটা বুঝে দেখুন, উনি যদি আজ সোনিয়াকে চোর এবং দুশ্চরিত্রা ব'লে প্রমাণ ক'রতে পারতেন, তা হ'লে আমার মা ও বোনের চোখে আমিও হীন হ'য়ে যেতুম। কেন না, আমি তাঁদেরই পাশে সেদিন সোনিয়াকে বসিয়েছিলুম এবং লুশিন্ তাঁদের কাছে প্রমাণ ক'রতে পারতেন যে তিনি তাঁর ভাবী পত্নী ও শাশুড়ীর মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যই আমার সম্বন্ধে তাঁদের কাছে ঐ সব ব'লেছেন। এর দ্বারা উনি তাঁদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রতেন, আমার সঙ্গে আমার মা-বোনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতেন এবং নিজের কার্য্যোদ্ধার ক'রতেন।—এই হচ্ছে মোটামুটি এই সমস্ত ব্যাপারটার মূল কথা।"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বক্তব্য শেষ হইবামাত্র লেবেজিয়াট্‌নিকফ

কহিল, "ও বুঝেছি, এই জন্যই লুশিন্ আমায় তখন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল যে তুমি এখানে এসেছ কিনা। এই জন্যই তোমার সম্বন্ধে ওর এত কৌতূহল!"

পরক্ষণেই পুনরায় তুমুল কোলাহল শুরু হইল। লুশিন্ সকলকে শাসাইয়া কি বলিল তাহা শুনা গেল না। তবে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন তাহার দিকে একটা গ্লাস ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু লুশিন্ তখন সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, গ্লাসটা বাড়ীউলীর মাথায় লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। রক্তাক্ত মাথা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীউলী সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এই কোলাহলের মধ্যেও তাহার কণ্ঠ শুনা গেল, সে অশ্লীল ভাষায় গালি পাড়িতে লাগিল। নিমন্ত্রিত লোকগুলি লুশিন্‌কে গালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল এবং সকলের অলক্ষ্যে সোনিয়াও বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীউলীর সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল ক্যাথারিণের উপর। ক্যাথারিণ প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল, এই হট্ট-গোলের মধ্যে সে এক ফাঁকে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীউলী যখন তাহার জিনিসপত্র টানিয়া ঘরের বাহিরে ফেলিতে লাগিল তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীউলী চীৎকার করিয়া উঠিল, "এখনি বেরো আমার ঘর থেকে! এখনি বেরো—নচ্ছার মাগী!"

"কী, আজই আমায় পথে দাঁড়াতে হবে! আচ্ছা দেখি ভগবান্ এর বিচার করেন কি। দেখি, এখনও পৃথিবীতে সুবিচার

পাওয়া যায় কিনা। পোলেন্‌কা তুই থাক্‌, আমি এখনই আস্‌ছি! দাঁড়া মাগী, আমি তোর নামে আগে তাঁদের কাছে নালিশ ক'রে আসি। তারপর"—বলিতে বলিতে মাথায় একটা নীল রঙের রুমাল বাঁধিয়া ক্যাথারিণ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে বোধ করি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কাছে তাহার দুঃখ জানাইতে গেল। ঘরের এক কোণে তিনটী শিশু নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ও বাহির হইয়া গেল।

১২

যদিও নিজের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত নাই তথাপি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সোনিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া যে ভাবে সর্ব্বসমক্ষে লুশিনের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিল তাহা বীরত্বব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। সে যেন বীরের মত তাহার প্রণয়িনীর প্রাণ বাঁচাইয়াছে! ক্যাথারিণের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে সোনিয়ার বাড়ী গিয়া হাজির হইল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল একমাত্র সোনিয়াকেই যেন তাহার প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন সোনিয়ার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিবার, তাহার দুষ্কৃতির বোঝা উজাড় করিয়া দিবার প্রয়োজন। এই মেয়েটির কাছে তাহাকে প্রকাশ করিতেই হইবে, কে এলিজাবেথের হত্যাকারী! তবু সোনিয়ার ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিল যে ফিরিয়া যায়। কিন্তু জীবনের এইক্ষণে যাহা তাহার একান্ত প্রয়োজন সেই কঠিন আত্ম-স্বীকৃতির সঙ্গে

মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সে এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না, সোনিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া নিজেকে যেন ঠেলিয়া দিল।

সোনিয়া মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইল, যেন সে এতক্ষণ এই লোকটির প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বসিল, সোনিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সোনিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আপনি না থাক্‌লে আজ আমার কী হ'ত!"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ মুখ তুলিয়া কহিল, "সমাজে তোমার স্থান এইখানে ব'লেই ঐ অভিযোগ লোকে বিশ্বাস ক'রছিল। সকলেই এক কথায় বিশ্বাস ক'রবে যে তোমার মত মেয়ের পক্ষে যে কোন নীচ কাজ করা সম্ভব। আমার কথাটা বুঝতে পারছ?"

সোনিয়া ব্যাথা পাইল, মিনতি করিয়া কহিল, "ওকথা থাক্‌, আজ আর ওকথা নয়।"

"সত্যিই আজ যদি দৈবক্রমে আমি ওখানে না থাকতুম," র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ অন্য দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "যদি লেবেজিয়াট্‌নিকফ্‌ ঠিক ঐ সময় এসে না প'ড়তো, তাহ'লে কী ক'রতে তোমরা? লুশিন্‌ তোমায় জেলে দিত এবং তার ফলে ক্যাথারিণ না খেয়ে মরতো। হয়তো লুশিনের শয়তানির জন্য পোলেন্‌কাকে তোমারই পথে নাম্‌তে হ'ত। লুশিন্‌ যদি এমনিভাবে তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'রতো তা' হ'লে তুমি কী ক'রতে? লুশিনকে কি অবাধে তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'রতে দিতে? কী ক'রতে তুমি?"

সোনিয়া এ সকল প্রশ্নের ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিল না কিন্তু

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌-এর রূঢ়তায় অত্যন্ত ব্যাথা পাইল। প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "আপনি কেন এসব ব'লছেন? এ সব কথার মানে কী? যা' হয়নি তাই ভেবে আপনি কেন এত অসম্ভব প্রশ্ন ক'রছেন? কেন?"

সোনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে মিথ্যে ব্যথা দিয়েছি সোনিয়া। লুশিনের কথা ব'লে আমি নিজেরই কৃতকর্ম্মের একটা যুক্তি খুঁজে বার ক'রছিলুম। আমি কাল তোমায় ব'লেছিলুম যে তোমার কাছে আমার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রবার আছে—আজ সেই জন্যই আমি এসেছি।"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ মুখে হাসি টানিয়া আরও কি যেন বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। দুঃসহ বেদনায় তাহার কথা জোগাইল না—মাথা নীচু করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবার সে সোনিয়াকে ঘৃণা করিবার চেষ্ট করিল কিন্তু মুখ তুলিয়া দেখিল সোনিয়া তাহারই মুখের 'পরে তাকাইয়া আছে। তাহার চোখে গভীর উদ্বেগের ছায়া, ওষ্ঠে, চিবুকে অপরিসীম করুণা। এই সোনিয়াকে সে ঘৃণা করিবে? অসম্ভব। তারপর সহসা তাহার মনে হইল যেন সেই ভীষণ মুহূর্ত্ত কয়টা ফিরিয়া আসিয়াছে! সে এলেনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার হাতে সেই ভারী কুঠার! সে মনে মনে বলিল "আর এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করা চল্‌বে না—এখনই!" সে যেন কুঠারটা তুলিয়া ধরিল—ওঃ! তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

"কী হ'য়েছে? অমন ক'রছ কেন?" সোনিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সোনিয়া শিহরিয়া উঠিল।

কেন তাহার এমন অবস্থা হইল র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ভাবিয়া পাইল না। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, "না—ও কিছু নয়! হাঁা, তোমাকে আজ ব'লবো কে সেই এলিজাবেথকে খুন ক'রেছিল।"

"তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে?' কে সে? কী নাম?" সোনিয়া ভঁয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি বলো দেখি!" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকাইল—সে যেন সোনিয়ার অন্তরের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতে চায়।

সোনিয়ার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি এমন ভয় দেখাও! আমি কেমন ক'রে জান্‌বো!"

"জান্‌বে—চেষ্টা করো।"

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বেকার মতো তাহার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল। সোনিয়ার দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য! সেইদিন এলিজাবেথও তাহার দিকে অমনই সভয়ে তাকাইয়াছিল। সোনিয়ার চোখে যেন সেই ভীত অসহায় দৃষ্টি! সোনিয়া চকিতে তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল।

"জান্‌তে পারলে?"

"উঃ! ভগবান!" সোনিয়া যেন আর সহ্য করিতে পারিল

না, বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর আবার র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এইবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া সোনিয়ার আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ চঞ্চল হইয়া উঠিল—সে ভাবে নাই যে এইভাবে তাহাকে ধরা দিতে হইবে!

সোনিয়া যেন সব ভুলিয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল—তাহার চোখ দুটি ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে। একবার শুধু বলিল, "তোমাকে হারালুম!" তাহার পর উঠিয়া দুই বাহু-বেষ্টনে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া বার বার তাহাকে চুম্বন করিল। তাহার আলিঙ্গনে, চুম্বনে, তাহার অঙ্গের নিবিড় স্পর্শসুখে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের সারা অন্তর যেন কী একটা অনুভূতিতে অভিষিক্ত হইয়া গেল। তথাপি সে বিস্মিত না হইয়া পরিল না। কহিল, "সোনিয়া, একথা শোনার পরও তুমি আমায়—"

সোনিয়া কিছুই শুনিতে পায় নাই। করুণার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "তোমার চেয়ে দুঃখী কে আছে! তুমি এত সইছ কেমন ক'রে?" তেমনিই ভাবে তাহাকে অজস্র স্নেহের ধারায় স্নান করাইতে করাইতে সোনিয়া ক্রন্দনের বেগ রোধ করিতে পারিল না।

এতক্ষণে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "সোনিয়া, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রবে না? আমার সঙ্গে জেলে যাবে, বলো, যাবে?"

সোনিয়া তাহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। কহিল, "হ্যাঁ গো,

হ্যাঁ! তোমার সঙ্গেই জেলে যাবো।" এই কথাটুকু, এই আশ্চর্য্য একান্ত আত্ম-নিবেদনের সুর র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ জীবনে শুনিতে পায় নাই। তাহার অপরাধী মন যেন সহসা জগতের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আমি এখন হয়তো আর জেলে না-ও যেতে পারি।"

সোনিয়া তাহাকে দেখিতেছিল। এই হতভাগ্য মানুষটিকে দেখিয়া যেন তাহার সাধ মিটে না। এ লোকটি খুনী? আশ্চর্য্য! সোনিয়ার মনে হইল হয়তো সবটাই তাহার ভুল। এ লোকটা হত্যা করিবে কি করিয়া? সে ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, "কিন্তু তুমি—তুমি কেমন ক'রে এ কাজ ক'রলে? কেন ক'রলে?"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ একে একে সব বলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে সোনিয়ার মনে হইল র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ নিজেকেই খুন করিয়াছে। দুইটি নিরপরাধ নারীকে হত্যা করিয়া তাহার শাস্তির অন্ত নাই, তাহার অন্তরের তীব্র দাহনে সে ভস্মীভূত হইতেছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যখন সব বলিয়া শেষ করিল তখন সোনিয়ার বুকের মধ্যে যেন হাহাকার উঠিল; সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর সহসা তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইল, দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "এখন এক উপায় আছে। তুমি এখনই গিয়ে সকলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। যিনি সকলের ওপরে আছেন তাঁকে তুমি প্রণাম করো, আর সমাজের কাছে মাথা নীচু ক'রে বিচার প্রার্থনা করো। তা হ'লেই ভগবান্‌ তোমাকে মার্জ্জনা ক'রবেন।"

"কিন্তু বুঝে দেখ সোনিয়া। লোকে তো তা বুঝবে না। ওরা ভাব্‌বে যে আমি ভয়ে ধরা দিলুম। আমি ধরা দিতে পারবো না, সোনিয়া!"

"তা হ'লে কি সারা জীবন এই রকম ভয়ে ভয়ে দুঃসহ পাপের বোঝা বইবে? এমন ক'রে বেঁচে কি লাভ?"

"পুলিশ আমার খোজ ক'রছে। আমায় শীঘ্রই গ্রেফ্‌তার ক'রবে।"

সোনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখ সাদা হইয় গেল।

"একি! তুমি ভয়ে শিউরে উঠছো কেন? এই তো তুমি ধর দিতে ব'ল্‌ছ, তবে আর ভয় ক'রছ কেন? শোন সোনিয়া, ওর আমাকে কিছুতেই জেলে দিতে বা দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারবে না কেননা ওদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। ধারণার বশে ওরা শুং আমাকে হাজতে রাখতে পারে। শুধু তুমি যা' ক'রবে একটু বুবে ক'রো। আমার কথা বুঝ্‌তে পারছ?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যেন ভীষণ ঝড়ে জাহাজডুবি হইয়া দুইটি যাত্রী এক অজানা ভয়সঙ্কুল দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের মুখে ঠিক্ তেমনই বেদনার ছায়া, তেমনই উদ্বেগ, তেমনই হতাশা। র্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সোনিয়ার কাছে আসিয়াছিল শুং তাহার এই দুঃসহ বেদনার বোঝা লাঘব করিতে কিন্তু সোনিয় যখন হৃদয় উজাড় করিয়া তাহারই পায়ে নিবেদন করিল তখন তাহা

দুঃখের বোঝা আরও ভারী হইয়া উঠিল। জীবন এখন তাহার কামনার ধন, তাই দুঃখ তাহার অনন্ত!

এমন সময়ে লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ আসিয়া সংবাদ দিল যে, মাদাম ক্যাথারিণ প্রায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ এক বড় রাজকর্ম্মচারীর কাছে বাড়ীউলীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন। তাহারা এ রকম উন্মাদিনীর কথা শুনিবে কেন? তাহারা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ক্যাথারিণ বুঝি তাহাদের কী একটা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। তিনি বাড়ী আসিয়া অনর্গল কথা বলিতেছেন। তাঁহার কথার মধ্য হইতে লেবেজিয়াটনিকফ্ যাহা বুঝিতে পারিয়াছে তাহাই বলিল। ক্যাথারিণ বলিতেছেন তিনি পথে পথে ছেলে-মেয়েদের লইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন—লোকে দেখিবে যে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে! ইহাতে সকলেরই মাথা হেঁট হইবে। ক্যাথারিণ লেনা ও পোলেন্‌কাকে একটা গানও শিখাইতেছেন—এখনই তাহারা পথে বাহির হইবে!

ক্যাথারিণের বিবরণ শুনিয়া সোনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ ক্যাথারিণের অবস্থা দেখিয়া কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। র‍্যাস্‌-কল্‌নিকফ্ তাহার কথা শুনিতে শুনিতে সোনিয়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৩

সেই অতি-পরিচিত ঘর, সেই জীর্ণ ধূলিমলিন খাটের উপর একটা শতছিন্ন বিছানা, সেই কাগজ আঁটা দেওয়াল, সেই দরিদ্র, ঘৃণিত পরিবেশ! নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে আসিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ঘরটার চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। এত বড় বাড়ীটায় কোথাও কোন শব্দ নাই, জনমানবের কোন কলরব নাই। সে একা, এই দৈন্য লইয়া, এই নির্জ্জনতায় সে একা! একাই তাহার ভালো। তাহার মনে হইল আপনার বলিতে তাহার কেহ কোথাও নাই, সোনিয়াও নাই। সে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিল সে সোনিয়াকে ঘৃণা করে। সোনিয়া কে! শুধু তাহার দুঃখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিবার জন্য কেন সে সোনিয়াকে তাহার জীবনের পথে টানিয়া আনিল? তাহার যদি জেল হয় তাহা হইলে সোনিয়াকে কিছুতেই অনুসরণ করিতে দিবে না। এবং সে জেলে যাইবেই!

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিয়া গেল তাহার ঠিক্ নাই। সহসা ডুনিয়ার পদশব্দে সে চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। ডুনিয়া কহিল, "তুমি ব'স দাদা! আমি তোমার সব কথা শুনেছি। ওরা তোমায় সন্দেহ করে তাই তোমার জীবন বিষময় হ'য়ে উঠেছে। এই নীচ সন্দেহের আক্রমণে তুমি মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলো। তোমার কারুকেই ভালো লাগে না—তাই আমাদেরও ত্যাগ ক'রেছ! তোমার অবস্থায় প'ড়লে হয়তো আমি আরও অনেক কিছু ক'রতুম।

তুমি যদি একা থেকে ভালো থাকো তা হ'লে তাই থাকো—মাকে আমি বুঝিয়ে রাখবো। আর যখনই প্রয়োজন হবে আমায় ডাক্ দিয়ো। দাদা, এই কথাটা ব'লবার জন্যে এসেছিলুম। এখন উঠি—তুমি বেশী ভেবো না। রাজুমিখিন্ ব'ল্‌ছিলেন যে এই মিছে সন্দেহকে তুমি বেশী বড়ো ক'রে দেখছো—কিন্তু ওরা তোমার কিছুই ক'রতে পারবে না।"

ডুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সংযত ধীর কণ্ঠে যাহা বলিয়া গেল তাহাতে তাহার ভগ্নী-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে স্পর্শ করিল। ডুনিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ ডুনিয়া, রাজুমিখিন্ বেশ ছেলে, নয় ?"

ঈষৎ আরক্ত মুখে ডুনিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তাতে কি ?"

"হ্যাঁ, তাই ব'লছিলাম। ছেলেটি যেমন কঠোর পরিশ্রম ক'রতে পারে তেমনই কোমল স্বভাব এবং ধার্ম্মিক প্রকৃতির। আমার মনে হয় সত্যিকার ভালোবাস্‌তে ওই পারে।···তুমি যাচ্ছ ? যাও !"

ডুনিয়া এইবার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মৃদু কণ্ঠে কী একটা বলিয়া বাহির হইয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের ইচ্ছা হইল আরও কিছুক্ষণ ডুনিয়ার সঙ্গে কথা বলে, তাহার দিকে চাহিয়া থাকে কিন্তু সে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না—ইহার পর হয়তো ডুনিয়া একটা খুনীর সঙ্গে অধিকক্ষণ কাটাইয়াছে মনে করিয়া অনুতাপ করিবে।

ডুনিয়া চলিয়া যাইতেই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ পুনরায় বাহির হইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। জ্বরে তাহার সারা দেহ পুড়িয়া যাইতেছে

তথাপি সে কিসের একটা উত্তেজনায় চলাফেরা করিতেছে! কি করিবে কোথায় যাইবে কিছুই তাহার ভাবিয়া দেখিবার অবস্থা নাই। কী এক অনির্দ্দেশ্য আকর্ষণে সে পথে নামিয়া পড়িল।

খালের ধারে যে দিকটায় সোনিয়ার বাড়ী র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ বেড়াইতে বেড়াইতে পুনরায় সেই দিকে চলিতে লাগিল; একটা রাস্তার মোড়ে ভিড় জমিয়া গিয়াছে, কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কী একটা মজা দেখিয়া হাততালি দিতেছে। ভিড়ের মধ্যে দেখিল লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ শুষ্ক মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে গিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্যাথারিণ একটা থালা কিংবা ঐ রকম একটা বাসন বাজাইতেছে আর পোলেন্‌কা গান গাহিতেছে। এতগুলি লোকের হাততালি আর কৌতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে পোলেন্‌কার গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছে না। সে সভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে আর ক্যাথারিণ তাহাকে ধমক দিয়া উঠে। ছোট ছেলেটি আর মেয়েটিকে ক্যাথারিণ নাচিতে বলিতেছে, তাহাদের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া সমবেত জনতা হাসিয়া উঠিতেছে। নানা রঙের ছেঁড়া কাপড় দিয়া তাহাদের বেদুইনের সাজে সাজানো হইয়াছে। ক্যাথারিণ তাহাদের একটা নূতন নাচ নাচিতে বলিল কিন্তু এইবার সকলে এমনভাবে হাসিয়া উঠিল যে পোলেন্‌কা চুপ করিয়া গেল এবং লেনা আর কোলিয়া সহসা নাচ থামাইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া পড়িল। ক্যাথারিণ ক্ষিপ্ত হইয়া জনতার প্রতি গালি বর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা আরও হাসিতে লাগিল। অপমানে

উত্তেজনায় ক্যাথারিণের কাশি শুরু হইল এবং নিমেষে তাহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল।

সোনিয়া তাহাকে সজল চক্ষে ঘরে ফিরিয়া আসিতে বলিল, সে ক্যাথারিণকে বার বার নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতেছিল। কিন্তু ক্যাথারিণ কিছুতেই ঘরে ফিরিয়া যাইবে না। রক্তাক্ত মুখে কাপড় চাপা দিয়া কহিল, "তুই থাম সোনিয়া। আমি সব জানি, বোর্ডিং স্কুল ক'রলে কিছুই হবে না। এই ঠিক হয়েছে। লোকে জানুক, ঐ হারামজাদা বড়লোকগুলো দেখুক যে তাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা ভিক্ষে ক'রছে! এই ঠিক হ'চ্ছে, বুঝলি? নে, পোলেন্‌কা, সেই গানটা ধর, সেই ফরাসী গানটা, ফরাসী গান না গাইলে লোকে জান্‌বে কেমন ক'রে যে আমরা বড়ো ঘরের লোক। কী, চুপ ক'রে রইলি যে, ধর্ না রে, ওরে আমি যে আর বক্‌তে পারি না। ওরে—" এক ঝল্‌ক রক্ত আসিয়া তাহার স্বর বন্ধ করিয়া দিল।

ক্যাথারিণের মুখে মৃত্যুর ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অবিশ্রান্ত রক্তবমনের ফলে তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটি ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। যেটুকু সময় রক্তবমন বন্ধ থাকে সেইটুকু সময় সে সমবেত জনতাকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে কী অবস্থায় তাহারা আজ পথে বাহির হইয়াছে। সোনিয়া তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করে কিন্তু মুখে রক্ত ভরিয়া না উঠিলে ক্যাথারিণকে থামায় কাহার সাধ্য। যাহারা এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল তাহারাও এই মুমূর্ষু রমণীর প্রলাপ বাক্যে আর

হাসিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কেহ কিছু ভিক্ষাও দিল। এক ভদ্রলোক একটা রাব্‌ল্‌ পোলেন্‌কার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাহাকে দয়া করিল দেখিয়া ক্যাথারিণ আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে নিজের কাহিনী শুনাইতে লাগিল, তাহার বংশ পরিচয়ের মধ্যে যে গৌরব সে বিবৃত করিয়া গেল তাহার মধ্যে সবটাই তাহার কাল্পনিক, তথাপি কল্পনা ও বাস্তব এখন তাহার একাকার হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল কথা ঠিক বুঝাও গেল না।

এমন সময় রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া এক সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া তাহাদের চলিয়া যাইতে বলিল। ক্যাথারিণ জানাইল যে সে কিছুতেই যাইবে না, রাজপথে যাহারা অরগ্যান বাজাইয়া গান করে তাহাদের মত সে-ও গান গাহিয়া ভিক্ষা করিবে, এতে পুলিশের কি বলিবার আছে।

"কিন্তু মাদাম," পুলিশটি সম্ভ্রমভরে কহিল, "তাহাদের লাইসেন্স থাকে। আপনার লাইসেন্স কৈ?"

"আমার স্বামীকে আজ সকালে কবর দিয়েছি—এই আমার লাইসেন্স্‌। আবার কি লাইসেন্স্‌ চাই? যাও, বিরক্ত ক'রো না। লেনা, কোলিয়া নে এইবার ভালো ক'রে নাচ দেখি—কৈ? লেনা কৈ? কোলিয়া কৈ? ওরে তোরা কোথায় গেলি? সোনিয়া দেখ্‌ না মা ছেলেমেয়েগুলো কোন্‌ দিকে—ওরে আমি যে তোদেরই জন্য এই সব ক'রছি—আর তোরা—"

পুলিশ দেখিয়া ভয় পাইয়া শিশু দু'টি পলাইয়া গিয়াছে,

ক্যাথারিণও কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল। দীর্ঘকাল অনশনে, উপর্য্যুপরি রক্ত বমনে তাহার শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য আঘাতেই জ্ঞান হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সোনিয়াও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল, সে ক্যাথারিণের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। ক্যাথারিণের মুখ দিয়া গাঢ় উষ্ণ রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, রক্তে দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। নিকটেই সোনিয়ার বাড়ী, র্যাস্কল্নিকফ্ ও লেবেজিয়াট্নিকফ্ ধরাধরি করিয়া ক্যাথারিণকে সোনিয়ার ঘরে তুলিয়া আনিল।

ক্যাপার্নসুমফ্ নিজে ডাক্তার ডাকিতে গেল। সোনিয়া ক্যাথারিণের চোখে মুখে ভিজা কাপড় বুলাইয়া রক্ত মুছিয়া দিতে লাগিল। তাহার হাত কাঁপিতেছে, ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া প্রবল ক্রন্দন চাপিয়া রাখিতেছে। ভিড়ের মধ্যে পাশের ঘর হইতে সিড্রিগেলফ্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে-ই ক্যাপার্নসুমফ্কে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়াছে। র্যাস্কল্নিকফ্ জানিত না সিড্রিগেলফ্ এই বাড়ীতেই থাকে, সে সিড্রিগেলফ্কে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সিড্রিগেলফ্ একজন পুরোহিত আনিতে পাঠাইল।

একটু পরেই ক্যাথারিণের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণ-শক্তিতে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কৈ পোলেন্কা? লেনা আর কোলিয়া কৈ? ও—এই যে! তোরা পালিয়ে গেলি কেন? যাক্ গে, সোনিয়া এদের আমি তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি! দেখিস্, ওরা যেন মানুষ হয়। পুরোহিত? পুরোহিত আমার দরকার

নেই। জ্ঞানে কোন পাপ করিনি—ক'রলেও ঈশ্বর নিশ্চয়ই ক্ষমা ক'রবেন—তিনি জান্‌তে পারছেন কী দুঃখ আমি পেয়ে গেলুম। আর যদি ভগবান্ আমায় মার্জ্জনা না করেন তো সেও ভালো—আমার যা' হয় হবে। পোলেন্‌কা, আয়, এদিকে আয়। সেই গানটা গা তো সেই "মুকুতা মাণিক সবই তোমায় দিলেম—" বলিয়া নিজেই সুর করিয়া লাইনটা গাহিতে লাগিল।

কিন্তু গান গাওয়া আর হইল না। সহসা তাহার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এক প্রকার বীভৎস শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, প্রবল ঝাঁকানি দিয়া সে আর একবার শেষ গান গাহিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বর বাহির হইল না, অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া চাহিয়া রহিল! মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক মিনিট এইভাবে কাটিয়া গেল।

তাহার পর সহসা কি যেন তাহার মনে পড়িয়া গেল অথচ বলিতে পারিল না। ভীত, অসহায় দৃষ্টিতে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইল। কি যেন বোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিদারুণ হতাশায় তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সোনিয়া, মা আমার, পারলুম না—আর নয় চল্লুম"—আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিতেই ক্যাথারিণের মাথাটা গড়াইয়া পড়িল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। লেবেজিয়াট্‌নিকফ্ ক্রশ চিহ্ন আঁকিল।

মৃত্যু আসিয়া যখন তাহার কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল

তখন সিড্রিগেলফ্ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি জানাইল যে, ক্যাথারিণকে কবর দিবার সমস্ত ব্যয় সে বহন করিবে এবং সোনিয়ার মত পাইলে সে এই হতভাগ্য শিশুগুলিকে কোন অনাথ আশ্রমে রাখিয়া দিবে এবং তাহার জন্য যাহা লাগে সে দিবে। এমন কি, সোনিয়া যাহাতে এই পঙ্কিল জীবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া ভালোভাবে সৎপথে থাকিতে পারে সে বন্দোবস্তও সে করিয়া দিতে রাজী আছে।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল। সিড্রিগেলফ্ তাহা দেখিয়া কহিল, "তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে, আমার এত টাকা হবে কী? ক্যাথারিণ তো আর সেই সুদখোর মাগীর মত শয়তানী ছিলেন না। তাঁর জন্য, মানব সমাজের কল্যাণের জন্য আমায় কিছু ক'রতে দাও।" সিড্রিগেলফ্ হাসিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহার কথায় চম্‌কাইয়া উঠিল, এই লোকটার কথায় যে নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার সর্ব্বদেহে যেন হিমপ্রবাহ বহিয়া গেল। সে কহিল, "তুমি কি এই বাড়ীতেই—"

"হ্যাঁ, সোনিয়ার ঠিক্ পাশের ঘরেই আপাততঃ আমি থাকি।" সে আবার হাসিল।

পুরোহিত আসিয়া শেষকৃত সমাপন করিয়া গেল। র‍্যাস্‌-কল্‌নিকফ্ সোনিয়ার কাছে যাইতেই সোনিয়া নীরবে তাহার কাঁধে মাথা রাখিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ বুঝিল সোনিয়া তাহার নিকট নিজকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিতে চাহে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার হাত দু'টি ধরিয়া একটু চাপ দিল তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

১৪

এই ঘটনার পর র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ভাবিল যে সে একান্ত নির্জ্জনে থাকিবে, কাহারও মুখ দেখিবে না। কিন্তু করিল তাহার ঠিক্‌ উল্টা! কয়েক দিন ধরিয়া হোটেলে হোটেলে ঘুরিল, পানশালায় বসিয়া প্রচুর মদ খাইল এবং নর্ত্তকীর গান শুনিল। তবে এই সকলের মূলে ছিল সিড্রিগেলফ্‌। ঐ লোকটা কয়েকদিন যাবৎ র‍্যাস্‌কল্‌-নিকফ্‌কে ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ উহাকে দেখে আর পানশালায় ঢুকিয়া মদের পাত্র উজাড় করে। ঐ লোকটা কেন যে তাহার পিছু লইয়াছে তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না এবং যখনই বুঝিতে পারে তখনই তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাকে সুরার আশ্রয় লইতে হয়! একদিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল যে সে পার্কের মধ্যে একটা গাছের তলায় রাত্রি যাপন করিয়াছে! তাহার দেহে তখনও জ্বরের উত্তাপ, সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সোজা বাসায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নিদ্রার অবকাশে জ্বর ছাড়িয়া গেছে, সে অনেক দিন পরে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। নাস্‌টাসিয়া খাবার আনিয়া দিল। খাইতে

খাইতে ভুলিয়া ও মায়ের কথা মনে পড়িল। মিথ্যা একটা আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া সে শুধু নিজেকে পীড়ন করে নাই, তাহাদেরও নানা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। সে স্থির করিল পুনরায় সহজভাবে জীবন যাত্রা শুরু করিবে। তবে তাহার আগে একবার ঐ সিভ্রিগেলফ্ লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে হইবে। হেঁয়ালী রাখিয়া সে স্পষ্ট করিয়া বলুক কী সে জানিতে পারিয়াছে এবং কেন সে তাহার পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ বাহির হইতেছিল এমন সময় রাজুমিখিন্ তাহার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে আসিল।

রাজুমিখিন্‌কে দেখিলেই মনে হয় যে আজ সে একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছে। র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ বেশ সুস্থ আছে দেখিয়া তাহার মেজাজ আরও চড়িয়া গেল। গলার স্বর যতটা সম্ভব চড়াইয়া বলিল, "তুমি তো দেখ্‌ছি বেশ সুস্থ আছ! দেখ, তোমার মতলবখানা কী? ভয় নেই, আমি পুলিশের লোক নই, তোমায় জেরা ক'রতে আসিনি। তোমার গোপন কথা তোমারই থাক্। আমি শুধু জান্‌তে চাই যে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে না অন্য কিছু? আমি তো আর পারিনে। এদিকে তোমার মা-বোনের অবস্থাটা কী একবার—"

"তোমার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে? কবে?"

"আজই হয়েছে এবং প্রায়ই হয়। কিন্তু তোমার কী হয়েছে? এই ক'দিন তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। বাসায় এসে শুনি তোমার খবর এরা কেউই জানে না। শেষে আজ সোনিয়ার

বাড়ী গেলুম খবর নিতে। সেখানে দেখি সোনিয়ার মা মরে গেছে, আজ কবর দেবার দিন.। সোনিয়া ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে খুব কান্নাকাটি ক'রছে। শুনলুম সোনিয়ার মা মারা যাবার পর দিন থেকে তুমি আর যাওনি। ভাবলুম বুঝি বা তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি বেশ ভালই আছো! থাক্, আমি চল্লুম—তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোন লাভ নেই।"

"শোন, ডুনিয়া সেদিন আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে তোমার কথা বল্‌ছিলুম।"

"সে এখানে এসেছিল! তা' আমার কথা কী হ'ল?" রাজুমিখিন্ প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিল।

"আমি তাকে বল্‌লুম যে তুমি ছেলে ভালো আর পরিশ্রমী ব'লে উপার্জ্জন তুমি নিশ্চয়ই ক'রবে। তুমি যে তাকে ভালোবাসো একথা অবশ্যি আমি তাকে জানাইনি, কেননা সে তা' জানে।"

"সে জানে?"

"হ্যাঁ, জানে। এবং আমার বিশ্বাস সেও তোমার প্রতি বিরূপ নয়। রাজুমিখিন, আমি আমার মা-বোনের হিতাহিতের ভার তোমার হাতেই দিলুম—ওদের তুমি দেখো। আমি জানি তুমি কখনই প্রতারণা ক'রবে না। আর দেখ, আমার কোন গোপনীয় কথা বা ঘটনা নিয়ে তুমি বেশী ভেবো না। আমার যা' ঘটেছে তা'র তুমি কিছুই ক'রতে পারবে না। আমি একেবারে মুক্ত থাক্‌তে চাই, স্নেহের আচ্ছাদনও আমার সহ্য হয় না! আমার কথা মনে রেখো!"

"মনে রাখবো।" রাজুমিথিন্ চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আর একটা কথা! আমি সেই পরফিরিয়াস্‌টার কাছে গিয়েছিলুম। তার মুখে শুনলুম নিকোলা ব'লে সেই পাগলটা ধরা প'ড়েছে! সেই আসল খুনী!"

"নিকোলা! পরফিরিয়াস্ কী ব'ল্‌লে?" র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল।

"সে অনেক কথা। পরফিরিয়াস্ বড় বড় মনস্তত্ত্বের কথা ব'লে বুঝিয়ে দিলে যে ঐ লোকটাই যে আসল আসামী সে বিষয়ে সন্দেহ থাক্‌তে পারে না।"

"ও!"

"আমি এখন চললুম্। শীঘ্রই তোমার কাছে আস্‌বো।" রাজুমিথিন্ চলিয়া গেল। মদ না খাইয়াই যেন সে মাতাল হইয়াছে! ডুনিয়া! ডুনিয়া তাহাকে ভালোবাসে। সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হইতে লাগিল।

রাজুমিথিন্ চলিয়া যাইতেই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ উত্তেজিত হইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বাঁচিবার মত শক্তি তাহার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আর দুর্ব্বল হইয়া বিভীষিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না। যাহাই হউক সে এই লোকগুলার সঙ্গে একটা চরম মীমাংসা করিয়া লইবে। দেখা যাক্ এই সমাধি হইতে সে বাহির হইয়া আসিতে পারে কিনা! সোনিয়ার কাছে সে কেন সব বলিল? সোনিয়ার কাছে সমস্ত স্বীকার করিয়াছিল তাহার বোঝা লঘু হইবে বলিয়া কিন্তু এখন

সোনিয়া সব জানিয়াছে বলিয়া সে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল। তবু তাহার মনে হইল যে সব ঠিক হইয়া যাইবে—কেহ কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু নিকোলা—পরফিরিয়াস্ কি সত্যই বিশ্বাস করে যে নিকোলাই আসল খুনী? তাহা ত হইতে পারে না। সে যেরকম ধূর্ত্ত—তবে?

"একি! তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট পরফিরিয়াস্ এখানে? এমন সময় আমার কাছে?" তাহারই ঘরে স্বয়ং পরফিরিয়াস্‌কে আসিতে দেখিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

"হ্যাঁ ভাই তোমারই কাছে। আরও দু'দিন তোমার খোঁজ ক'রে গেছি, পাই নি! হ্যাঁ, আমি এসেছি তোমার কাছে একটা জবাবদিহি ক'রতে। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বড়ো বেশী উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছিলুম। যদি নিকোলা এসে না প'ড়তো, তাহ'লে—"

"তোমার আসল কথাটা বলো।"

"হ্যাঁ, সেই কথাই বল্‌ছি! দেখ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্, এইবার আমরা পরস্পরের কাছে খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা কইবো, কেমন? হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। সেদিন আমি সত্যই তোমার ওপর অত্যাচার করেছি। আমার নিজের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে তারই সাহায্যে ভেবেছিলুম তোমার কাছ থেকে প্রমাণ বার ক'রে নেবো। আমার দোষ ছিল না। ঐ খুনটার পর থেকে তোমার ভাবান্তর, তোমার গতিবিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত গুজব শুন্‌তে পেলুম তাতে আমার ঐ সন্দেহই হ'য়েছিল। তোমার সেই

প্রবন্ধটা প'ড়ে আমি তোমার বাড়ী যাই খোঁজখবর ক'রতে কিন্তু তখন তোমার অসুখ। তোমাকে সন্দেহ ক'রেছিলুম ব'লেই সেকথা রাজুমিখিন্‌কে ব'লেছিলুম যাতে তার মুখ থেকে সেকথা শুনে ছটফট ক'রতে থাক! দেখ, এসব আমি তোমায় আজ স্পষ্টই জানাচ্ছি, কেননা আজ আর লুকোচুরির কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তারপর তুমি একদিন সন্ধ্যেবেলায় রেস্তোরাঁতে জামেটফ্‌কে ব'লে ফেল্‌লে যে তুমি যদি আসামী হ'তে তাহ'লে গহণা-পত্র টাকাকড়ি একটা পোড়ো বাড়ীর গর্ত্তে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিতে, কেউ জান্‌তে পারত না। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে যে অপহৃত গহণাপত্র ঐ অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। তোমার কল্পনার সঙ্গে আসল খুনীর কার্য্যের আশ্চর্য্য মিল। আমি তোমারই প্রতীক্ষা ক'রছিলুম—আমি জানতুম তুমি আস্‌বে। এমন সময় তুমি এলে এবং যদি নিকোলা এসে আমাদের আলাপে বাধা না দিত—যাক্‌ গে, সে কথা। হ্যাঁ, নিকোলাকে আমি জেরা ক'রে দেখেছি সে কিছুতেই আসামী হ'তে পারে না।

"কিন্তু রাজুমিখিন্‌কে আপনি ব'লেছেন যে নিকোলাই দোষী সাব্যস্ত হ'য়েছে!

"ওটা কিছু নয়! রাজুমিখিনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ওকথা ব'লেছিলুম! না, ভাই না, নিকোলা খুন করে নি। এ একটা অদ্ভুত মামলার ভার গভর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে দিয়েছেন। যে খুন ক'রেছে সে একজন আদর্শবাদী—আজকাল এরকম আদর্শবাদী আসামীর অভাব নেই। এলেনা বুড়ীকে খুন ক'রেছে

একজন ছাত্র--হ্যাঁ, একজন গ্রন্থকীট ছাত্র। সে খুন ক'রলে অথচ চুরি ক'রলে না। যা চুরি ক'রলে তাও আবার ফেলে দিলে। আমার মনে হয় সে খুন ক'রেছে একটা পরীক্ষা ক'রবার জন্য, মানে তার সাহসিকতার পরীক্ষা। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ক'রবার আনন্দে সে খুন ক'রেছে! ঠিক সে কারণে আদর্শবাদী দুঃসাহসী যুবক পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আরও কত কী ক'রে থাকে। বুঝ্‌লে? এই ছাত্রটি খুন ক'রলে শুধু একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করবার জন্য। যত তার ভয় করে তত সেই ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী কার্য্যের দিকে সে আকৃষ্ট হয়। এলেনা বুড়ীর বাড়ী সেদিন যখন সে খুন করবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিল সেদিন তার ভয়ে আতঙ্কে যে অনুভূতি হ'য়েছিল সেই অনুভূতিটুকু তার অসুস্থতার কারণ কিন্তু তবু তার ঐ অবস্থায় নিজেকে উপলব্ধি ক'রতে ভালো লাগে তাই সে আবার সেখানে যায় গিয়ে বলে, সে ঐ বাড়ী ভাড়া নেবে। তার মনে হয় ঐ ঘর দু'টোয় বাস ক'রতে পারলে সে একটা শঙ্কিত সন্ত্রস্ত জীবন যাপন ক'রবে। তার মনে মনে ঐ জীবনের প্রতি লোভের সঞ্চার হয়। ব্যাপারটার মূলে আমার মনে হয়, আসামীর মানসিক বিকার। মানে, সে যা কিছু ক'রেছে, ভেবেছে এবং অনুভব ক'রেছে, সবই অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায়। আর একটা কথা কি জানো, এই ছাত্রটি খুন ক'রেছে অথচ নিজেকে আসামী বা অপরাধী ব'লে মনে করে না, মনের গোপন কোণেও তার অনুতাপ আসে না। না রোডিয়ন্, নিকোলার দ্বারা এসব সম্ভব নয়।"

র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সহসা সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবে কে—কে খুন ক'রেছে ?"

পরফিরিয়াস্ এ প্রশ্ন আশা করেন নাই। তিনি অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "কে খুন ক'রেছে ? তুমি রোডিয়ন্, তুমি খুন ক'রেছ।"

র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মুখখানা যেন ঈষৎ বিকৃত হইয়া গেল। পরফিরিয়াস্ সহজ কণ্ঠে কহিলেন, "আমার কথায় তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ। কিন্তু আমি এই জন্যই আজ এসেছি—আমি যা সত্য তা প্রকাশ ক'রে দিতে এসেছি।"

"না—না, আমি খুন করিনি, আমি খুন করিনি।" র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ প্রতিবাদ করিল কিন্তু তাহার কণ্ঠে জোর ছিল না। অপরাধ করিবার সময় ধরা পড়িলে শিশু যেমন প্রতিবাদ করে এও যেন তেমনি প্রতিবাদ।

প্রায় মিনিট দশেক দুইজনেই নীরব। র‍্যাস্কল্‌নিকফ্ মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে পরফিরিয়াস্‌কে সহসা ধমক্ দিয়া কহিল, "এ তোমার সেই চালাকী, তুমি কথা বার করবার চেষ্টা ক'রছ। এসব ছেড়ে দাও—যাও—"

"চালাকী আমার যাই থাক্ আমি তোমায় ধ'রতে আসি নি। তুমি স্বীকার কর না কর আমার বিশ্বাস আমি সত্য ব'লেই জানি। এখানে কোন সাক্ষী থাক্‌লে—"

ক্রুদ্ধস্বরে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বলিল, "তাই যদি হয় তো আমায় গ্রেপ্তার করো নি কেন?"

"তুমিই জানো কেন গ্রেপ্তার করিনি। আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না, তা ছাড়া, আমি তোমার সঙ্গে ঠিক্ আসামীর মত আচরণ ক'রতে চাই নি। আমি তোমার মঙ্গল কামনাই করি। রোডিয়ন্, তুমি নিজে ধরা দাও, আত্মসমর্পণ করো তাতে তোমার ভালোই হবে। আর তা' যদি না করো তা হ'লে তোমায় গ্রেপ্তার ক'রতে হবে। প্রমাণও আমি পেয়েছি আমার আর দেরী করা চল্‌বে না।"

"দেখা যাক্ তুমি কি ক'রতে পারো! তবে একটু সংযত হয়ে উপদেশ দাও—মূর্খের মত যা তা' বলে যেও না। হ্যাঁ, কী প্রমাণ পেয়েছ তুমি?" সে গর্জ্জিয়া উঠিল।

"তা' আমি বল্‌বো না। তবে এখন যদি তুমি আত্মসমর্প করো তাহ'লে তোমার শাস্তি অনেক লঘু হয়ে যাবে। একজনকে দোষী করা হয়েছে এমন সময় তুমি আত্মসমর্পণ ক'রলে জজ্‌দে কাছে আমি নিজে তোমার জন্য প্রার্থনা ক'রবো। তা' ছাড় একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে তুমি একটা ভীষণ উত্তেজনা বশে কাজটা করে ফেলেছ। দেখ, ভেবে দেখ রোডিয়ন্, তোমার শাস্তি কমে যাবে—"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতেছিল। এইবার সে হাসিল, কহিল, "কি হবে আমার শাস্তি লাঘব করিয়ে আমি তা' চাইনে।" তাহার হাসি অতি করুণ; যাহা বলিল

তাহাতে যে স্বীকারের সুর ছিল তাহা সে বুঝতেও পারিল না।

"এই ভয় আমারও ছিল। তুমি আমাদের দয়া চাও না—জীবন সম্বন্ধে তোমার ঘৃণা এসে গিয়েছে! কিন্তু ভেবে দেখ, এমন ক'রে বাঁচার চেয়ে এর পর তুমি অনেক ভালো ভাবে বাঁচ্‌তে পারবে। আমি জানি খুন করলেও তুমি খুনী গুণ্ডাদের অনেক উর্দ্ধে। তুমি আবার সমাজের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তা' ছাড়া যা' করেছ তার জন্য শাস্তি পেলে তোমার মন পরিশুদ্ধ হবে। তুমি হয়তো একথা বিশ্বাস ক'রতে পারছ না। কিন্তু তুমি নতুন জীবন লাভ ক'রবে! তোমার শাস্তিই তোমায় জীবন দান ক'রবে। একথা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর মুখে হয়তো তোমার ঠিক্ ভালো লাগ্‌ছে না। কিন্তু তুমি শোনো আমার কথা। ভালোই হ'য়েছে যে তুমি একটা সুদখোর বুড়ীকে খুন ক'রেছ। ঈশ্বরকে তুমি তার জন্য ধন্যবাদ দাও—কে জানে, হয়ত এর মধ্যে তাঁর কোন মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে! তুমি ধরা দাও ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য! তারপর তুমি পৃথিবীকে ভালোবাসবে। এখন তুমি শুধু এই জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করো—নিজেকে মুক্ত করো!"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ শিহরিয়া উঠিল। মুক্তি! মুক্তিই সে চায়—এর থেকে মুক্তি! তথাপি তিক্ত কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তুমি কে বলো ত যে এত বড় বড় কথা বল্‌ছ!"

"আমি আর কে! একজন বৃদ্ধ—পৃথিবীতে বিচরণ করবার

দিন যার সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে—তোমার জীবনের বিপরীত যার জীবন। কে জানে তোমার ভবিষ্যত জীবনে আজকের এই দুষ্কৃতির কোন ছাপই হয়ত থাকবে না। তুমি ভাবছ জেলের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবে? তা হয়না। তুমি যদি সূর্য্যের মত জ্বলে ওঠো লোকে তোমায় ঠিক্ চিনে নেবে। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আমি এখন ঠিক পুলিশ ম্যাজিসট্রেট্ নই। আমি—আমি থাকগে।"

"তুমি কবে আমায় গ্রেপ্তার ক'রতে চাও!"

"ঈশ্বর তোমায় সুমতি দান করুন। আমি তোমায় দু'দিন সময় দিতে পারি—দেখ তুমি ভেবে দেখ—"

"এই সময়ের মধ্যে যদি আমি পালিয়ে যাই?" র‍্যাস্কল্নিকফ্-এর মুখে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"সে তুমি পারবে না। অত নীচ তুমি কোন মতেই হ'তে পারবে না, উঃ কী ভীষণ দুঃখের জীবন এই ফেরার আসামীদের জীবন! সে তুমি ভাবতেই পারবে না। তা' ছাড়া তোমার গতি নেই—পালিয়ে গেলেও তুমি স্বেচ্ছায় আমাদের কাছেই ফিরে আস্‌বে। শুধু মনে রেখো দুঃখ মানুষকে মহৎ ক'রে তোলে—"

র‍্যাস্কল্নিকফ্ উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিপ্র হস্তে টুপিটা মাথায় দিয়া পরফিরিয়াস্‌কে বলিল, "আমি বেরুচ্ছি! স্মরণ রেখো, আমি তোমার কাছে কিছুই স্বীকার করিনি। স্মরণ রেখো—"

কথা কয়টা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর বারবার কাঁপিয়া গেল। পরফিরিয়াস্ দেখিল তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। পাংশু মুখের

উপর ভীষণ একটা অসুস্থতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে সস্নেহে বলিল, "যাও, তাই যাও। একটু বেড়িয়ে এসো। ভগবান্ তোমাকে সুমতি দিন। আমি উঠি।"

পরফিরিয়াস্ চলিয়া গেল। র‍্যাস্কল্নিকফ্ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই মুহূর্ত্তে যাহাকে তাহার প্রয়োজন সে সিড্রিগেলফ্। ঐ লোকটা তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সিড্রিগেলফ্ পরফিরিয়াসের নিকট গিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আসিয়াছে—এ সন্দেহ যে র‍্যাস্কল্নিকফের মনে জাগে নাই তাহা নহে, তথাপি সে কথা সে ঠিক বিশ্বাস করিল না। সিড্রিগেলফ্কে তাহার প্রয়োজন কিন্তু সে প্রয়োজন পরফিরিয়াসের কাছে পুনরায় মার্জ্জি করিবার জন্য নহে। যদিও সিড্রিগেলফ্ তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া থাকে তাহা হইলে সেই কথা প্রচার করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া কোন ফল নাই। সিড্রিগেলফ্ যেমন গায়ে পড়িয়া রফিরিয়াস্কে বলিয়া তাহার অনিষ্ট করিবে না, তেমনই তাহার ারা র‍্যাস্কল্নিকফ্এর কোন উপকার সম্ভব হইবে না। আজ ইমাত্র যে ভীষণ রণস্থল হইতে সে আত্মরক্ষা করিয়া আসিল তাহারই িরিণতি সে দেখিয়া লইবে। বিপদ্ যেদিক্ দিয়াই আসুক্ এবং

যত প্রকারেই আসুক সে একবার শুধু হিসাব করিয়া লইবে—একবার তাহার অবস্থাটা বুঝিয়া লইবে। তাহার পর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাক, সে প্রস্তুত।

সিড্রিগেলফ্ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। সে খুব খোশমেজাজে আছে। সে অনেক কথাই বলিল। বিবাহ করিবে, নূতন করিয়া সংসার করিবে, এমনতরো আরও অনেক সুখের ছবি সে বর্ণনা করিয়া গেল। আক্ষেপ করিয়া বলিল যে, একবার তাহার বাগ্‌দত্তাকে দেখাইবার সাধ ছিল কিন্তু কোন কারণে তাহা সম্ভব হইল না। তবে বিবাহের দিন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে যাইতেই হইবে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ তাহার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না। সিড্রিগেলফ্ শুধু বলে যে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে তাহার ভারী ভালো লাগিয়াছে তাই সে এই কয়দিন তাহার পিছুপিছু ঘুরিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সিড্রিগেলফ্ র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে বিদায় দিল। তাহার কথাবার্ত্তায় র‍্যাস্‌কল্‌নি-কফের বুঝিতে বাকী রহিল না যে সে মুখে যাহাই বলুক সিড্রিগেলফ্ ডুনিয়ার আশা এখনও ছাড়ে নাই বরং কী একটা মতলব পাকাইয়া সফলতার আশায় তাহার এত উল্লাস!

প্রথমটা ক্রুদ্ধ হইলেও, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ অন্য মনে নেভা নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইল। একা হইবামাত্র সে গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল। নদীর বক্ষে চঞ্চল প্রবাহ কিন্তু তাহার স্থির দৃষ্টি একবারও ব্যাহত হইল না।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহারই অদূরে ডুনিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। একটা বড় আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া সে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়াছিল। এমন সময় র‍্যাস্‌কল্‌-নিকফ্‌কে ঠিক সেই দিকেই আসিতে দেখিয়া সে দ্রুতপদে নদীর তীর হইতে উঠিয়া আসিয়া নিকটবর্ত্তী একটা রাস্তার বাঁকে গিয়া দাঁড়াইল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল, কিছুই দেখিতে পাইল না।

অল্পক্ষণ পরে সিড্রিগেলফ্‌ এদিক ওদিক দেখিয়া অতি সন্তর্পণে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌-এর দৃষ্টি এড়াইয়া ডুনিয়াকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে ইসারা করিল। ডুনিয়া কাছে আসিতেই সিড্রিগেলফ্‌ চুপি চুপি কহিল, "শিগ্‌গির এখান থেকে চলুন। আপনার ভাই যেন দেখ্‌তে না পায়। এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল অতি কষ্টে আমি ওকে বিদেয় করেছি। চলুন—"

"আমরা ত একটা কোণে দাঁড়িয়ে আছি—এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আপনি যা বল্‌বার এইখানেই বলুন।"

"মাপ ক'রবেন, এ সব গোপনীয় কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা চলে না। আপনি যদি আমার সঙ্গে আমার বাসায় না যান্‌ তা হ'লে আমি কিছুই বল্‌বো না! মনে রাখ্‌বেন আমি এমন গোপনীয় কথা জেনে ফেলেছি যার গুরুত্ব আপনার কল্পনার অতীত।"

ডুনিয়া ইতস্ততঃ করিল। আজই সকালে সিড্রিগেলফ্‌ তাহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছে যে সে তাহার ভাই-এর রহস্যের সন্ধান পাইয়াছে। সেই চিঠির নির্দ্দেশ অনুযায়ী ডুনিয়া সব ভুলিয়া সিড্রি-গেলফের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। সিড্রিগেলফ্‌এর

মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারই হাতে র‍্যাসকল্‌নিকফের মরণ বাঁচন নির্ভর করিতেছে। ডুনিয়া মরিয়া হইয়া কহিল, "চলুন, যদিও আপনাকে আমি চিনি, তবু আমি ভয় করিনে। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

সিড্রিগেলফ্‌ ডুনিয়াকে তাহার বাসায় অর্থাৎ ক্যাপারন-সুমফ্‌দের বাড়ী লইয়া চলিল। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে। সহজভাবে মুখে হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। প্রবল উত্তেজনায় তাহার যেন সব কিছু গোলমাল হইয়া গেল। ডুনিয়া! এতদিনে ডুনিয়াকে সে ফাঁদে ফেলিয়াছে বটে কিন্তু কী করিবে, কেমন করিয়া ডুনিয়ার মন পাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

ডুনিয়া নিঃশব্দে সিড্রিগেলফের পিছু পিছু ক্যাপারনসুমফ্‌দের বাড়ীর দোতলায় গিয়া উঠিল। চারিদিক নিস্তব্ধ; সিড্রিগেলফ্‌ সোনিয়ার ঘরটা দেখাইল। সোনিয়া বাড়ী নাই, ক্যাপারনসুমফ্‌রাও কোথায় গিয়াছে। উপরের ভাড়াটেরা কেহই নাই কেবল নীচে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। ডুনিয়া বুঝিল আজ এই সময় কেহ থাকিবে না জানিয়াই সিড্রিগেলফ্‌ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। ডুনিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কঠিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সিড্রিগেলফ্‌ ডুনিয়াকে তাহার ঘর দুইটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইল। সোনিয়ার ঘর ও তাহার ঘরের মধ্যে যে একটিমাত্র ছিদ্রবহুল পাতলা কাঠের প্রাচীরের ব্যবধান তাহাও ভালো করিয়া দেখাইল।

ডুনিয়া অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "এইবার বলুন আমার দাদা এমন কী গর্হিত কাজ ক'রেছে। আপনি চিঠিতে মারাত্মক কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আপনি যা' বল্‌বেন আমি ঠিক্ তাই বিশ্বাস ক'রবো এমন কোনো মানে নেই। তবু শুনি, কী আপনি জেনেছেন ?"

"বল্‌ছি, বসুন আপনি। বিশ্বাস যদি নাই ক'রবেন তবে এলেন কেন ?" বলিয়া সিড্রিগেলফ্‌ হাসিল। ডুনিয়া তাহার হাসিতে জ্বলিয়া উঠিল তথাপি সে ভাব দমন করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। সিড্রিগেলফ্‌ সম্ভ্রমভরে টেবিলের অপর পার্শ্বে বসিল, ডুনিয়া তাহার এই কপট শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিল। সিড্রিগেলফ্‌ সোনিয়া ও র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিল! র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যে একমাত্র এই সোনিয়ার কাছেই সব কথা অকপটে বলিয়াছে ডুনিয়া তাহা বুঝিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নিমেষে তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি মিছে কথা ব'ল্‌ছ! তোমার মত পাজী বদ্‌মায়েস্ লোকের কথা আমি বিশ্বাস করি না। এসব মিছে কথা! চলো, কোথায় সোনিয়া—সে বলুক—"

ডুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে, স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে কথা বাধিয়া যাইতেছে। হত্যা,—এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক তাহার দাদা! শিক্ষিত, উদার, কোমল-মতি দাদা খুনী আসামী? মিথ্যা, ইহা মিথ্যা অপবাদ, শত্রুদের ষড়যন্ত্র। বিশ্বাস না করিবার উপায় নাই বলিয়া ডুনিয়া এখনই ইহাকে মিথ্যা

প্রমাণ করিতে পারিলে বাঁচে। সে পুনরায় সিভ্রিগেলফ্‌কে কহিল, "চলো, আমি যাব সোনিয়ার কাছে!"

ডুনিয়ার মূর্চ্ছিতপ্রায় মুখের দিকে তাকাইয়া সিভ্রিগেলফ্‌ ভীত হইল। সে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল আনিয়া ডুনিয়াকে পান করিতে দিল। কহিল, "ডুনিয়া, ডুনিয়া, তুমি সুস্থ হও! সোনিয়া ত এখন বাড়ী নেই। তুমি স্থির হ'য়ে সব ভেবে দেখ। এ সময় অসাবধানে তুমি যদি কিছু বলে ফেল বা কিছু ক'রে ব'স তা হ'লে বিপদ আরও বেড়ে যাবে। এখনও তাকে রক্ষা করা যায়। এসো, আমরা পরামর্শ ক'রে দেখি কি ক'রতে পারি। আমি সেই জন্যই তোমায় এখানে এনেছি। তুমি সুস্থ হও—"

এখনও রক্ষা করিবার উপায় আছে? ডুনিয়া ঠিক্‌ বুঝিতে পারিল না। কহিল, "তুমি তাকে রক্ষা ক'রবে? কেমন করে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি। আমিই তাকে রক্ষা ক'রবো। তোমার মুখ থেকে শুধু একটি কথা আমি শুনতে চাই। তারপর আমি তাকে রক্ষা ক'রবো। সে চলে যাবে আমেরিকায় কিংবা অন্য কোন দূর দেশে। তার জন্য যা লাগে আমি দেবো। আমার টাকা আছে, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নেই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। শুধু তুমি আমায় একটি কথা দাও। রাজুমিখিন্‌ কে? তার কথা ভুলে যাও! আমি তোমার সমস্ত আদেশ পালন ক'রবো। ডুনিয়া, একবার আমায় তোমার গাউনের প্রান্তভাগ চুম্বন ক'রতে দাও। শুধু একটি কথা বলো ডুনিয়া, ডুনিয়া!"

সিভ্রিগেলফ্‌ উন্মত্তের মত যেন প্রলাপ বকিয়া গেল। ডুনিয়া

চকিতে ঘরের দরজা ধরিয়া টান দিল। কিন্তু দরজা খুলিল না।

"দরজা খোল। কে আছ দরজা খোল! এমন কি কেউ নেই যে দরজাটা খুলে দেয়!"

"না, কেউ নেই। বাড়ীউলীও কোথায় গেছে!"

"চাবি দাও, আমি যাব।"

"চাবি হারিয়ে গেছে।"

"বুঝেছি, তুমি ফাঁদ পেতেছ!" ডুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া ঘরের অপর প্রান্তে দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। এই পাষণ্ডের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য খানকয়েক চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহার সামনে রাখিয়া দিল। ডুনিয়াকে এইভাবে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সিড্রিগেলফ্ উচ্ছ্বাস দমন করিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "ঠিক্ বলেছ। ফাঁদই বটে। আমি সব আয়োজন ঠিক্ ক'রে রেখেছি। যতই চীৎকার করো কেউ শুনতে পাবে না। তুমি যদি এর পরেও আমার নামে নালিশ করো তা হ'লে তোমার ভাইএর ফাঁসী অনিবার্য্য—আমি সব প্রকাশ ক'রে দেবো। তা' ছাড়া যে মেয়ে ঘর থেকে একা বেরিয়ে একটা পরপুরুষের সঙ্গে নির্জ্জন বাড়ীতে এসে ওঠে তার কথা কেউ বিশ্বাস ক'রবে না। বুঝেছ?"

"শয়তান!" রাগে ঘৃণায় ডুনিয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

"হুঁ! আমিও চাইনে তোমার প্রতি কোন অসম্মান ক'রতে।

কেবল ভেবে দেখ এখন তোমারই ওপর তোমার দাদার, তোমার মায়ের জীবন নির্ভর ক'রছে। ভেবে উত্তর দাও—আমি এই বসে রইলুম।"

তাহার দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ডুনিয়া বুঝিল যে লোকটা যাহা স্থির করিয়াছে তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। সে সিড্রিগেলফ্‌কে চিনিত। সহসা সে পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া হাতের কাছে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। রিভল্‌ভার দেখিয়া সিড্রিগেলফ আশ্চর্য্য হইল। কহিল, "ওঃ, তা হ'লে এই উত্তর! কিন্তু তোমার দাদার কী হবে?"

"পারো ত তাকে ধরিয়ে দিও। সাবধান! এক পা এগিয়েছ কি আমি গুলি ছুঁড়বো। সাবধান!"

"আমি জানি তুমি গুলি ক'রবে। বাঃ, কী সুন্দর তুমি।" ডুনিয়ার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, কম্পিত ওষ্ঠাধর সবলে চাপিয়া সে ক্রোধ দমন করিতেছে, তাহার কালো চক্ষু দুইটি হইতে ক্ষণে ক্ষণে যেন অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সিড্রিগেলফ্‌ মুগ্ধ হইয়া গেল। ডুনিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সিড্রিগেলফ্‌ অগ্রসর হইতেই একটা শব্দ হইল। তাহার রগের পাশ দিয়া গুলিটা চলিয়া গিয়া দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। গুলির ঘর্ষণে খানিকটা চামড়া উঠিয়া গিয়াছে। রুমাল দিয়া সেই স্থানটার রক্ত মুছিতে মুছিতে সিড্রিগেলফ্‌ হাসিয়া কহিল "ও কিছু না। বোল্‌তার কামড়! তোমার লক্ষ্য ভুল হ'ল। আমি অপেক্ষা ক'রছি—আবার চেষ্টা করো। দেরী ক'রো না। দেরী ক'রলে আমি তোমার

ওপর গিয়ে প'ড়বো, তুমি আত্মরক্ষা ক'রতে পারবে না। নাও তাড়াতাড়ি !"

সে যেন বিকারগ্রস্ত। গুলি ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ডুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সে শিহরিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে টোটা ভরিয়া আবার ঘোড়াটা টিপিয়া দিল কিন্তু এবার গুলি বাহির হইল না। সিড্রিগেলফ্ বলিতেছিল—"তুমি আমায় গুলি করো, তা না হ'লে—"

তা না হ'লে, যাহা সে করিবে তাহার মুখের চেহারায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু এবারও যখন ডুনিয়া ব্যর্থ হইল তখন সে হাসিয়া কহিল, "কুছ্ পরোয়া নেই। তুমি আবার চেষ্টা করো। নাও, জল্দি !" ডুনিয়ার নিকটে দাঁড়াইয়া সে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কামনায় উন্মত্ত হইয়া মৃত্যুভয় তাহার চলিয়া গিয়াছে। ডুনিয়া রিভল্‌বারটা ফেলিয়া দিল।

"কৈ গুলি ছুঁড়লে না ?" অস্ফুট স্বরে সিড্রিগেলফ্ প্রশ্ন করিল। মৃত্যুভয় তাহার ছিল না, তথাপি ডুনিয়াকে রিভল্‌বার ফেলিয়া দিতে দেখিয়া সে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন কি তাহার মনে হইল কিসের একটা বোঝা তাহার বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে দুই বাহু দিয়া ডুনিয়ার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে মৃদু আকর্ষণ করিল। ডুনিয়া নত নেত্রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সিড্রিগেলফ্ কী বলিতে গেল, বলিতে পারিল না।

ডুনিয়া মিনতি করিয়া কহিল, "আমায় ছেড়ে দাও !"

ডুনিয়ার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অস্ফুট ভীত কণ্ঠে

কহিল, "তুমি কি আমায় ভালোবাসো না ডুনিয়া ?" ডুনিয়া ঘাড় নাড়িল।

"কোন দিন কী পারবেও না ?"

"না।"

সিড্রিগেলফের মনের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল কিন্তু সে একমুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সে ডুনিয়াকে ছাড়িয়া দিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চাবিটা পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

"যাও, চলে যাও। এখনই! দেরী ক'রো না। যাও!" তাহার কণ্ঠস্বর এত দ্রুত চলিয়া যাইতে বলার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

সিড্রিগেলফ্ জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল। ডুনিয়া চাবি খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক নিশীথ রাত্রে, ঘনকুয়াশা-নিবিড়-অন্ধকারে সিড্রিগেলফ্ নেভা নদীর নির্জ্জন তীরের দিকে যাইতেছিল। পাহারাওয়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

সে হাসিয়া কহিল, "বিদেশে, বন্ধু বিদেশে। সমুদ্রের ওপারে !"

১৬

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া পুল্‌চেরিয়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। শেষবারের মত সে একবার মা-বোনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। কাল সারা রাত্রি সে পথে পথে ঘুরিয়া

বেড়াইয়াছে। সকলের সমক্ষে নিজেকে হত্যাকারী বলিয়া অভিহিত করার পূর্ব্বে মায়ের কাছে সব কথা বলিয়া যাইবে। জীবনের অবশিষ্ট কাল অহরহ তাহাকে যে স্বীকারোক্তির বোঝা বহিতে হইবে, মায়ের কাছেই তাহার প্রথম পাঠ শুরু করিবে। ইহাতে পুল্‌চেরিয়া আঘাত পাইবেন কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, মাকে তাহার সব কথা বলিতেই হইবে। ডুনিয়াও জানুক—জগতের লোক তাহাকে আততায়ী বলিয়া চিনিবার পূর্ব্বে ডুনিয়ার কাছে তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হোক্।

নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ পুলচেরিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ডুনিয়া বাড়ী নাই, পুল্‌চেরিয়া ছেলেকে কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন যেন খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবলই বলেন, "ভয় করিস্‌ নে বাবা, আমি তোকে জেরা ক'রবো না।" তাঁহার বিশ্বাস পুলিশের লোক তাঁহার ছেলেকে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই বার বার কাঁদিয়া ফেলেন। একটা আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহার মাতৃহৃদয় ছেলেকে আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ জানাইল যে আজই তাহাকে কোন দূরদেশে চলিয়া যাইতে হইবে; সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। মায়ের পূত স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া সে আর তাহার নৃশংসতার ইতিহাস বলিতে পারিল না, প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। চোখের জলে পুল্‌চেরিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। সহসা ছেলের এই বিদেশ যাত্রার অন্তরালে কী একটা অমঙ্গল প্রচ্ছন্ন আছে এই চিন্তাই তাঁহাকে

দিশাহারা করিয়া দিল। তাঁহার মনে হইল আজ তিনি সত্যই সর্ব্বহারা ভিখারী হইয়া গেলেন, সম্পদ বলিতে, আপনার বলিতে কিছুই তাঁহার রহিল না।

আজ দুই দিন পরে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বাসায় ফিরিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে দেখিল ডুনিয়া ও নাস্‌টাসিয়া তাহার ঘরে বসিয়া আছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া নাস্‌টাসিয়া চলিয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বুঝিল তাহার বাসায় অনুপস্থিতির বিবরণ ইতিমধ্যেই নাস্‌টাসিয়ার নিকট হইতে ডুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।

"কাল থেকে কোথায় ছিলে? আমি কাল সারা দিন সোনিয়ার ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রেছিলুম।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও ডুনিয়া। কাল রাত্রিতে অনেকবার নেভার তীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম—ইচ্ছে ছিল সব শেষ ক'রে দেবো কিন্তু পারিনি।"

"আমাদেরও ঐ ভয় হচ্ছিল!"

"আজ এইমাত্র মায়ের কাছে গিয়েছিলুম। মায়ের কান্না দেখে কেমন যেন মনে হ'ল, মা যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তা হ'লে হয়তো ঈশ্বর তা শুন্‌তে পাবেন। ঈশ্বর হয়তো আছেন।"

ভীতকণ্ঠে ডুনিয়া বলিল, "মাকে তুমি সে-কথা নিশ্চয়ই বলো নি?"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বুঝিল যে সোনিয়ার কাছে ডুনিয়া সব শুনিয়া আসিয়াছে। সে হাসিল, কহিল, "না তা পারিনি।

তবে মা' কতকটা অনুমান করেছেন। ডুনিয়া আমার চেয়ে দুঃখী আর কে আছে?"

"দুঃখ কিসের? তুমি তো নিজে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে যাচ্ছ! এতে তো তোমার গৌরব! তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তুমি স্বেচ্ছায় যদি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করো, তা হ'লে তাতে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাবে?"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "পাপ? পাপ কিসের? সমাজের আবর্জ্জনা একটা নীচ সুদখোরকে মেরে ফেলা পাপ নাকি? কিসের রক্তপাত? কামান দিয়ে শহর নিশ্চিহ্ন করার চেয়ে কুড়ুল দিয়ে একটা বুড়ীকে মারা কি এতই পাপ? আমিও একটা আদর্শ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলুম! শেষ পর্য্যন্ত যে আমি সেটা মুছে ফেল্‌তে পারিনি সে আমার অক্ষমতা! এই যে আমি ধরা দিতে যাচ্ছি এতে আমার নিজেরই অবাক্ লাগে। কি প্রয়োজন? কেন? পাপ কোথায়?"

তাহার মুখ সহসা রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কথা কয়টা বলিয়াই যখন সে ডুনিয়ার দিকে চাহিল তখন আর তাহার রোষ রহিল না। ডুনিয়ার মুখে এমন একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল যাহা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে যেন বিদ্ধ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে তাহার মা-বোনের চরম দুর্গতির জন্য সে নিজেই দায়ী। সে মাথা নীচু করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "আমায় তুমি মাপ করো ডুনিয়া। ভাই হ'য়ে শুধু তোমাকে আঘাতই দিয়ে গেলুম। আমি চল্লুম, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

ডুনিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ চলিয়া গেল।

সেদিন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সোনিয়ার যে কেমন করিয়া দিন কাটিতেছিল তাহা শুধু তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। ডুনিয়াকে সে সব কথাই বলিল এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ভেদাভেদ ভুলিয়া দুইজনে বড় কান্নাই কাঁদিল। সেই দিন হইতে সোনিয়ার কেবলই মনে হইতেছে যে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ যদি আত্মহত্যা করে তাহার জন্য সে-ই দায়ী—অপরাধীর মনে সে-ই ধিক্কার জাগাইয়া তুলিয়াছে। যত বড় পাপীই হউক্—র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ শুধু ফিরিয়া আসুক, শুধু বাঁচিয়া থাকুক্ ভগবানের কাছে সে অহর্নিশ এই প্রার্থনাই করিতে লাগিল। আজ সে একটা মর্ম্মঘাতী দুঃসংবাদের প্রতীক্ষায় বুক বাঁধিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় র‍্যাসকল্‌নিকফ্‌ তাহার ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "সোনিয়া, চল্লুম। সময় নেই—এখনই থানায় যাচ্ছি!"

"এখনই?" ভয়ে সোনিয়ার মুখ কাগজের মত হইয়া সাদা হইয়া গেল।

"হ্যাঁ, এখনই। তুমিই তো ধরা দিতে বলেছিলে তবে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি ঠিক্ ক'রে ফেলেছি। শুধু ভাবছি জেল থেকে বেরিয়ে এসে কতটা পশু হ'য়ে যাবো—আর কিছু না। যাক্—"

"একবার শুধু প্রার্থনা ক'রে যাও।" সোনিয়া অতি কষ্টে ক্রন্দনের বেগ রোধ করিল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছ। প্রার্থনা ক'রতে হবে—"বলিয়া র‍্যাসকল্‌নিকফ্ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। সোনিয়ার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। এ সে কী করিল? এমন করিয়া কেন সে নিজের সর্ব্বস্ব ধন ঈশ্বরের নাম করিয়া শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল? তাহার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ তুলিয়া দেখিল র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ চলিয়া গিয়াছে, শেষ বিদায় লওয়া হয় নাই! সোনিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

থানায় গিয়া র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ প্রথমে জ্যামেটফের খোঁজ করিল। জ্যামেটফ্ নাই, বদ্‌লি হইয়া চলিয়া গিয়াছে। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ দুই একটা কথা বলিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, ঠোঁট কাঁপিতেছে। থানার দারোগা তাহাকে বাড়ী যাইতে উপদেশ দিল। কাঁপিতে কাঁপিতে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ বাহির হইল কিন্তু থানার দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিল কিছু দূরে যেন সোনিয়া দাঁড়াইয়া আছে! র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ ছুটিয়া থানার ভিতরে চলিয়া আসিল।

"আপনি আবার ফিরে এলেন যে? একি! আপনি কাঁপছেন কেন? ওরে, একটা চেয়ার নিয়ে আয়। এইখানে, এইখানে! জল—জল নিয়ে আয়! কী হ'ল? না না কথা কইবেন না, আপনি সুস্থ হোন্! রোগা শরীর নিয়ে—"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াই কী একটা বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু স্বর বাহির হইল না। দারোগা নিজে

একগ্লাস জল তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাঁহার হাত সরাইয়া দিল। তারপর সহসা প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমিই এলেনা আর তার বোন্‌ এলিজাবেথকে খুন করেছি—উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা।"

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আচ্ছন্নের মত বসিয়া পড়িল। দারোগা ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া আনিলেন। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাহার উক্তির পুনরাবৃত্তি করিল।

পরিশিষ্ট

সাইবেরিয়ার বন্দীনিবাসে দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার কাহিনী কিছুই সে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই, তথাপি ঘটনাগুলি যেন কোন পঠিত গল্পের মত বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে হঠাৎ চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। যেদিন সে ধরা দিল তাহার প্রায় পাঁচ মাস পরে বিচারক রায় দিলেন। সে সব কথাই খুলিয়া বলিয়াছিল। এতদিন পুলিশের লোকেরা যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া মাথা কুটিতেছিল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাহার সবগুলিই অকপটে মীমাংসা করিয়া দিল। কেবল একটা কথা সে বলিতে পারে নাই; সে বলিতে পারে নাই এলেনার বাক্সে কত টাকা ছিল এবং কত সে লইয়াছিল। আদালতে উপস্থিত সকলে ইহাও বুঝিতে পারে নাই যে চুরি করিবার জন্য আসামী খুন

করিল, অথচ যাহা চুরি করিল তাহা পাথর চাপা দিয়া কোথায় রাখিয়া দিল। কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক অবশ্য বলিলেন যে ইহা আসামীর অসুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ অর্থাৎ অপরাধ করিবার সময় আসামী প্রায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তাহার অসুস্থতার বিবরণ পাওয়া গেল নাস্টাসিয়া, রাজুমিথিন্ ও জেসিমফের সাক্ষ্য দানে। কিন্তু সে তাহার শাস্তি লাঘব করিবার জন্য কোন কথাই বলিল না, কোন দিক দিয়াই আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না। অবশেষে পরফিরিয়াসের প্রার্থনায় এবং স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়ার কথা বিবেচনা করিয়া—বিচারক তাহাকে আট বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দিবার আদেশ দিলেন।

দণ্ডিত আসামীদের সঙ্গে যখন র‍্যাস্কল্নিকফ্কে সাইবেরিয়ার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল তখন রাজুমিথিন্ ও ডুনিয়া আসিয়া তাহাকে বিদায় দিল। সোনিয়া তাহার সাথী হইল। কিন্তু সে শুধু অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া রহিল, কিছু বলিল না। সিড্রিগেল্ফ্ সোনিয়াকে কিছু টাকা দিয়াছিল তাহারই উপর ভরসা করিয়া সোনিয়া একাকিনী সাইবেরিয়ার ভীষণ প্রান্তরে বাসা বাঁধিবার জন্য পথে বাহির হইল। যত দুর্গম, যত ভয়ঙ্কর হোক্, তবু সে ত র‍্যাস্কল্নিকফের নিকটেই থাকিবে, তাহাকে দেখিতে পাইবে! সোনিয়া কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকাইল না, ভাসিয়া পড়িল।

ইহার মাস দুই পরে রাজুমিথনের সঙ্গে ডুনিয়ার বিবাহ হইয়া

গেল। পুল্‌চেরিয়া সানন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিবাহ-উৎসবে তাঁহাকে আসিতে দেওয়া হইল না। সেই যে দিন র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল তাহার পরদিন হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কিছুই জানানো হয় নাই, তথাপি তিনি খানিকটা অনুমান করিয়া লইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। ডুনিয়া মায়ের শুশ্রূষা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। বিবাহের তিন দিনের মধ্যে বারকয়েক পুত্রের নাম করিয়া পুল্‌চেরিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সাইবেরিয়ায় বন্দী-জীবন শুরু হইলে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ নিজেকে বারবার ধিক্কার দিল। বিগত জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সে এমন কিছু পাইল না যাহাকে সে প্রকৃত পাপ বলিয়া মনে করিতে পারে। শুধু একটি মাত্র ভুল তাহার জীবনটাকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিল? একটা চরম ভ্রান্তির উত্তেজনায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিল এবং তিলে তিলে প্রতিদিন তাহার নিজের জীবনটাকে এই নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিতে হইবে। তাহাকে এই জীবন লইয়াই বাঁচিতে হইবে। কিন্তু আজ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার কেন এত আগ্রহ?

সাইবেরিয়ায় আসিয়া অবধি র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ অন্যান্য কয়েদীদের ঘৃণা করিতে শুরু করিয়াছে, তাহারাও তাহাকে "ভদ্রলোক" বলিয়া এড়াইয়া চলে আবার কেহ কেহ বিদ্রূপও করে। জগতের সঙ্গে

তাহার সমস্ত সম্পর্ক যেন চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে কাহাকেও চিঠি-পত্র দেয় না, ডুনিয়া ও রাজুমিথিন্ সোনিয়ার চিঠিতে তাহার সংবাদ পায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদ সোনিয়া তাহাকে জানায় নাই।

এদিকে সোনিয়ার প্রতিও র‍্যাস্কল্নিকফ্ সম্পূর্ণ উদাসীন। সোনিয়া যে তাহারই জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এই সুদূর অরণ্য প্রান্তরে সহায়হীন, সম্বলহীন অবস্থায় দিবারাত্র শুধু তাহারই স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিতেছে, একথা র‍্যাস্কল্নিকফ্ যেন বুঝিয়াও বুঝে না! নির্দ্দিষ্ট দিনে জেলের ফটকে সোনিয়া সাশ্রুনেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়, র‍্যাস্কল্নিকফ্ কয়েকটা কথা বলিয়া চলিয়া আসে! তবে এটা সে লক্ষ্য করিয়াছে যে অন্যান্য কয়েদীরা সোনিয়াকে খুব ভক্তি করে। অধিকাংশ কয়েদীই তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। সোনিয়া তাহাদের চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দেয়! তাহাদেরই মুখে র‍্যাস্কল্নিকফ্ শুনিয়াছে সোনিয়া জামা সেলাই করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। এ অঞ্চলে অনেক যাযাবর জাতির বাস; তাহারা সোনিয়ার সেলাই খুবই পছন্দ করে! র‍্যাস্কল্নিকফ্ প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু তাহার নিঃসঙ্গ কারাজীবনে সোনিয়ার কথা সে কোন দিনও ভাবিয়া দেখে নাই। এমনই করিয়া দীর্ঘ দেড় বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন র‍্যাস্কল্নিকফ্ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল। এমন প্রায়ই হয়, তবে এবার জরটা কিছু প্রবল। তিন চারদিন সে প্রায়

অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন কারাকক্ষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। কী একটা ভীষণ মহামারী আসিয়া সমগ্র পৃথিবীর বুকে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চালাইতেছে। লোকে ঘরদোর ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে! দেখিতে দেখিতে মড়কে দুর্ভিক্ষে উন্মত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া লোকে বিদ্রোহ করিতে লাগিল! বহু রাজত্ব ধ্বংস হইল কিন্তু যাহারা বিদ্রোহ করিল তাহারাও নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া বিপুল রক্তস্রোতের মধ্যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়া ভীষণ কৃতান্তের এক বিরাট ধ্বংসপ্রবাহ বহিয়া গেল। অবশেষে প্রকৃতি শান্ত হইলে র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ দেখিল কয়েকজন মাত্র ধরিত্রীর বুকে জাগিয়া বাঁচিয়া আছে কিন্তু তাহাদের সে অনেক চেষ্টা করিয়াও চিনিতে পারিল না।

তাহার অসুখের মধ্যে সোনিয়া মাত্র দুইবার তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিবার অনুমতি পাইয়াছিল, র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ কিছুই জানিতে পারে নাই। কয়েকদিন পরে সে সুস্থ হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বপ্নে যাহা সে দেখিয়াছিল তাহা একান্তভাবে তাহার বাস্তব বলিয়া বোধ হয়। সে ভাবিতেছিল এমন কেন হইল, পৃথিবীর বুকে কেন এসব ঘটিয়া গেল। বাহিরে সূর্য্য-কিরণে চারিদিক্ উদ্ভাসিত, কোথাও কোন মালিন্য নাই। সহসা সে দেখিতে পাইল জেলের ফটকে সোনিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারই জানালার দিকে চাহিয়া। সোনিয়াকে দেখিতে পাইবামাত্র লহমায় তাহার বুকের মধ্যে কি

যেন একটা বিঁধিয়া গেল, সে জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিল। পরদিন হইতে প্রতিদিন সোনিয়াকে দেখিবার জন্য সে জানালায় গিয়া দাঁড়াইত কিন্তু সোনিয়ার দেখা নাই। অবশেষে সংবাদ লইয়া জানিল তাহার অসুখ করিয়াছে, তবে ভয়ের কিছু নাই, শীঘ্রই সরিয়া উঠিবে।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন অতি প্রত্যূষে জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য জেল হইতে বাহিরে পাঠাইলেন। জেলের বাহিরে এত শোভা তাহা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ জানিত না। প্রথম সূর্য্যোদয়ের রক্তিমচ্ছটায় সে যেন স্নান করিয়া লইল। ক্ষেতের মাঝখান দিয়া একটা অতি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে তাহারই তীরে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কখন সোনিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিয়াছে। সোনিয়া চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার পাণ্ডুর মুখে এখনও অসুস্থতার ছাপ রহিয়াছে, সে শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া দিল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ সেই ভীরু হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার দীপ্ত চোখের দিকে তাকাইয়া সোনিয়া মাথা নত করিল। কেহ কোন কথা বলিল না, অন্য কেহ তাহাদের দেখিল না।

সহসা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের বুকের মধ্যে কী যেন উত্তাল হইয়া উঠিল। সে সোনিয়ার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সোনিয়া ত্রস্ত হইয়া চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু পরক্ষণেই র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের মুখের দিকে চাহিতেই তাহার বুক

ভরিয়া গেল। র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে হাত ধরিয়া তুলিল, দুইজনেরই রোগপাণ্ডুর মুখের উপর অনাগতকালের সুখস্বপ্ন ভাসিয়া উঠিল! এই মুহূর্ত্তে নব জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া দুইটি হৃদয়—অনির্ব্বচনীয় আশা ও আনন্দের সন্ধান পাইল, শাশ্বতকালের চিরপ্রবহমান আলোকপুঞ্জ তাহাদের অভিনন্দিত করিল।

সেই দিন সন্ধ্যায় র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ বাইবেলের একখানা পাতা প্রদীপের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল। সে বার বার শুধু পড়িয়া গেল, খ্রীষ্ট আসিয়া সমাধিতল হইতে মৃত লাজারাস্‌কে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার স্পর্শে বিগতজীবনের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি হইতে মানুষ নবজীবন লাভ করিল, মর্ত্ত্যে আসিল স্বর্গের সুষমা। গত জীবনের কোন মলিনতা র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌কে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না, এতদিন যে দুষ্কৃতিকে সে অস্বীকার করিয়াছে, আজ তাহা নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ্‌ ও সোনিয়ার নবজীবন শুরু হইল। ধীরে ধীরে তাহারা মানবতার এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হইতে লাগিল কিন্তু সে ইতিবৃত্ত বলিবার ভার আমাদের উপর নাই।

শেষ